NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৬ ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.10.2026, Vol. 20 Issue No. 121, 12 Pages, Price 3.00

নতুন সরকারের ওপর মানুষের আস্থা আছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন সরকারের ওপর মানুষের আস্থা আছে। রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। শুক্রবার রাতে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর ফিডার রোড বটতলা দুর্গাপুজো উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলায় আগে শাসকের আইন ছিল। নতুন সরকারের আমলে বাংলায় আইনের শাসন ফিরেছে। বন্ধ থাকা সমস্ত জুটমিল এবং চা-বাগানগুলো খুলেছে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী বলেন, একটা সময় কলকারখানা চলবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু এবারে ৮০ শতাংশ কারখানায় পুজোর বোনাস হয়ে গেছে। এটাই তো পরিবর্তন। মন্ত্রী আরও জানান, ফিডার রোডের ধারে ইএসআই হাসপাতাল গড়ে তোলার দাবি বহুদিনের। এলাকাবাসীর সেই দাবিও পূরণ হতে চলেছে। ওখানকার বাসিন্দাদের বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদেরকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এদিন শাড়ি বিতরণ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি মানস দে, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর অনন্যা সাহা, যুব নেতা আদিত্য সিং, সুজয় সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীরেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা, স্বপন মণ্ডল প্রমুখ।

পুজোর আগে রাস্তা-আলো-পরিচ্ছন্নতায় জোর, ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বেতন মেটানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগে শহর ও জেলার সমস্ত পুর এলাকা পরিচ্ছন্ন, আলোকিত ও নিরাপদ রাখতে একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নগরোন্নয়ন ও পুর দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে রাস্তা মেরামত থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ, গঙ্গার ঘাটে নিরাপত্তা, কর্মীদের বেতন ও পুজোর প্রস্তুতি; সব ক্ষেত্রেই দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে জানানো হয়েছে, পুজোমণ্ডপে যাওয়ার অধিকাংশ রাস্তার সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ আগামী তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। ১৩ অক্টোবরের মধ্যে বিকল রাস্তার আলো বদলানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুরসভা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার এবং শহরের নোংরা এলাকা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

মহালয়ার তর্পণ এবং দুর্গাপুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা এড়াতে জেলা প্রশাসন, নদী পুলিশ ও উপকূল পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জনে ক্রেন ব্যবহার না করে ধর্মীয় রীতি মেনে বিসর্জন সম্পন্ন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এনকেডিএ, কেএমডিএ, হিডকো-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নিজেদের তহবিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থলে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। শপিং মল, আবাসন ও সমবায়গুলিকেও আলো ও পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর আগে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে পুরসভা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমস্ত কর্মীর বেতন মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বকেয়া রাখা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের জন্য বিশেষ বোনাসের বিষয়টিও বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার-সহ বিভিন্ন সামগ্রীর বকেয়া বিলের অন্তত ৩০ শতাংশ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১২৪টি পুরসভা ও পুরনিগমে ৩,৩৪৯টি রাস্তার জন্য ৮৫১.৭৯ কোটি টাকা এবং ১১টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১০৬টি রাস্তার জন্য ৭২.২৯ কোটি টাকার প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে কেএমডিএ-কে ২৪.৬৮ কোটি টাকার ৩৩টি প্রকল্পের অনুমোদনও মিলেছে।

এন-জেন পোস্ট অফিসে জোর, তরুণদের টানতে কফি কর্নার থেকে ওয়াই-ফাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তরুণ প্রজন্মকে ডাকঘরমুখী করতে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পথে হাঁটছে ডাক বিভাগ। দক্ষিণবঙ্গের পোস্টমাস্টার জেনারেল ঋজু গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, প্রচলিত ডাকঘরের পরিবেশ বর্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা, কফি ভেন্ডিং মেশিন, ওয়াই-ফাই, গ্লাস-টপ টেবিল ও আধুনিক সাজসজ্জা-সহ 'এন-জেন পোস্ট অফিস' তৈরি করা হচ্ছে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি এন-জেন পোস্ট অফিস চালু হয়েছে। এগুলি রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণীর একটি বেসরকারি কলেজ, হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং আইআইটি খড়গপুরে। চলতি আর্থিক বছরে আরও অন্তত তিনটি পোস্ট অফিসকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

গণেশ-কার্তিক ছাড়াই দেবী দুর্গা পূজিত হন নৈহাটির ভট্টাচার্য বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অভিশপ্ত দেবী দুর্গা নৈহাটির ভট্টাচার্য বাড়ির আরাধ্যা। দেবীর পাশে গণেশ-কার্তিকের অধিষ্ঠান নেই। এমনকী লদী-সরস্বতী বাহনহীন। সাহিত্য সম্রাটের শহর নৈহাটির মিত্র পাড়ার ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী দশভুজা তাই অভিশপ্ত দুর্গা হিসেবেই জনমানসে প্রচলিত। এবারে এই বনেদি বাড়ির পুজো ৩২৪ বছরে পড়ল। এই পরিবারের হরিনাথ ভট্টাচার্য পুজোর প্রচলন করেছিলেন। হরিনাথ বাবু ছিলেন ইছাপুর রাইফেল কারখানার কর্মচারী। লোকবল আর অর্থবলের কারণে পুজোর জৌলুস ফিকে হলেও, ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোয় আজও রয়ে গিয়েছে পুরনো সেই সাবেকিয়ানা। যদিও নৈহাটির মিত্র পাড়ার এই ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে অলৌকিক কাহিনী। প্রতিমা এখানে একচালার। দেবীর বাহন ভয়ঙ্কর নরসিংহীরূপী। দেবী এখানে অতসীবর্ণা। অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ। লদী-সরস্বতীর কোনও বাহন থাকে না। দেবীর পাশে গণেশ-কার্তিকের অধিষ্ঠান নেই। কথিত আছে, একবার অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সময় ওই পরিবারের

আত্মীয়ার দুই অল্প বয়সি ছেলেকে বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও, মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে একাগ্র চিত্তে সন্ধিপুজো উপভোগ করছিল। সেইসময় দেবী উগ্রচণ্ডীরূপে ধারিত ছিলেন। পুজো মিটে যাওয়ার পর ওই দু'জনের খোঁজ মেলেনি। গভীর রাতের দিকে সেদিন প্রতিমার মুখে তাজা রক্ত দেখা গিয়েছিল। ভোরের দিকে দেবী তৎকালীন পুরোহিতকে স্বপ্নে জানান, নিখোঁজ বালক দুটিকে তিনিই গ্রাস করেছেন। সেই বছরের পর থেকেই ভট্টাচার্য বাড়িতে গণেশ-কার্তিক ছাড়াই দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। ভট্টাচার্য পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের মানস ভট্টাচার্য জানান, দেবী এখানে খুব জাগ্রত। মহাঅষ্টমীর সন্ধিপুজোর দিন ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের রীতি আজও প্রচলিত। অতীতের অদ্ভুত কাহিনি স্মরণে এনে কাউকেই সন্ধি পুজোর সময় দেবীর সামনে থাকতে দেওয়া হয় না। মানস জানান, একটা সময় নিরঞ্জন পর্ব ছিল বৈচিত্র্যময়। দেবীকে দুটি বাঁশের ওপর বসিয়ে পরিবারের লোকজন কাঁধে চাপিয়ে ব্যানার্জি পাড়া গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হত। লোকবলের অভাবে এখন দেবীকে তিন চাকার ভ্যানে করেই গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়।

আক্রান্ত সিপিএম নেতাকে দেখতে গেলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বস্তি কিংবা হকার উচ্ছেদ নয়। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে চলমান সিঁড়ি চালু করা, অবিলম্বে কাঁচরাপাড়া থেকে শিয়ালদহ এবং রানাঘাট থেকে ব্যান্ডেল লোকাল চালু-সহ একাধিক ইস্যুতে বৃহস্পতিবার বিকেলে সিপিএমের কাঁচরাপাড়া এরিয়া কমিটির তরফে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। কাঁচরাপাড়ার দ্বারভাঙা কলোনির সামনে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা জমায়েত হয়েছিলেন। অভিযোগ, স্থানীয় অটো এবং টোটো চালকদের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিক্ষোভকারীরা। দু'পক্ষের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে আক্রান্ত হন সিপিএমের কাঁচরাপাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস রক্ষিত ওরফে ববি। শুক্রবার সকালে আক্রান্ত সিপিএম নেতাকে দেখতে তাঁর বাড়িতে হাজির হন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। তিনি আক্রান্ত সিপিএম নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, ববিদা'র সঙ্গে তাঁর বহুদিনের সম্পর্ক। শুক্রবার একটা ঘটনা ঘটেছে, সহ-নাগরিক কিংবা একজন ভাই হিসেবে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে আমি এসেছি। এই ধরনের সৌজন্যতা রাজনীতিতে থাকা উচিত। সুদীপ্ত জানান, ববি দার কোমড়ে মৃদু আঘাত লেগেছে, যদিও উনি একজন শক্তপোক্ত মানুষ। বিধায়ক আরও বলেন, রাজনৈতিক মতাদর্শগত লড়াই থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা থাকা কাম্য নয়। বীজপুরে সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। সুদীপ্তের কথায়, মাঠে-ময়দানে রাজনৈতিক লড়াই থাকবে। কিন্তু সেটা যেন ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত না হয়।

বীজপুরে দোকানদারকে মারধর করার অভিযোগ দুই ক্রেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার সময় আচমকা হাজির দুই ক্রেতা। পান, সিগারেট এবং ঠান্ডা পানীয় জলের বোতল চায় ওই যুবক। দোকানদার সামগ্রী দেওয়ার পর তাদের কাছে টাকা চায়। কিন্তু ওরা টাকা দিতে অস্বীকার করে। সামগ্রীর দাম চাওয়া নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। অভিযোগ, দোকানদারকে রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি পেটায় ওই দুই যুবক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিয়া রোডের ২২ নম্বর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তি অসিত কুমার মাহাত কাঁচরাপাড়া কুলিয়া রোড আমবাগান অফিসার্স কলোনির বাসিন্দা। আক্রান্ত দোকানদার অসিত কুমার মাহাত জানান, দোকান বন্ধ করার সময় কুলিয়া রোডের বাসিন্দা সোনু সিং এবং বিজয় বাঁশফোর নামে যুবক আসে। তাঁর কাছ থেকে ওরা পান, সিগারেট এবং ঠান্ডা পানীয় জলের বোতল চায়। সামগ্রী দেওয়ার পর টাকা চাইতেই বাধে গন্ডগোল। অসিত বাবুর অভিযোগ, টাকা চাইতে ওই দুই যুবক মারমুখী হয়ে উঠে। তাঁকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। একটি আধলা ইট তুলে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। অসিত বাবুর আরও অভিযোগ, মহাজনকে পেমেন্ট করার জন্য তাঁর বাইকের হ্যান্ডেলে একটি ব্যাগে নগদ ৯০ হাজার টাকা ছিল। মারধর করার পর ওরা টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। শুক্রবার বেলায় আক্রান্ত দোকানদার বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে। ঘটনা নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, এটা কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়। পুলিশকে বলা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে।

কাঁচরাপাড়া স্টেশন সংলগ্ন বেহাল রাস্তা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচরাপাড়া স্টেশন সংলগ্ন একটি রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত। অল্প বৃষ্টিতেই সেই রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক বাসিন্দা বেহাল রাস্তার ছবি তুলে বিধায়কের নজরে আনেন। শুক্রবার বেলায় জলমগ্ন সেই রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। জলমগ্ন রাস্তা পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, স্থানীয় এক বাসিন্দা রাস্তার ছবি তুলে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। সামান্য বৃষ্টিতে ওই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। বেহাল সেই রাস্তাটি তিনি দেখে গেলেন।

বিধায়ক জানান, পুরসভার আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুজোর পর যেন রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়া হয়। বিধায়ক আরও জানান, কুলিয়াগড় রোডের বেশ কিছু জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও ওই রাস্তাটিকে ঠিক করা হয়েছে। ঠিকঠাক কাজ হয়েছে কিনা, এদিন সেটাও তিনি দেখে গেলেন।

উপনির্বাচনের ফল ঘিরে অভিষেকের দাবিতে জল ঢালল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই রেজিনগরের একটি বুথের গণনা ঘিরে জোর বিতর্ক তৈরি হয়। তবে বিতর্কটি শেষপর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংলগ্ন দাবির মুখেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের ভুল তথ্যকে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোট কারচুপির ভুয়ো অভিযোগ তুলে চরম অস্বস্তিতে পড়েন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। তড়িঘড়ি তথ্যভিত্তিক পালটা জবাব দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংবেদনশীল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারকে নস্যাৎ করে দিল নির্বাচন কমিশন।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের সময়। একটি সংবাদমাধ্যমে ভুলবশত দেখানো হয়, রেজিনগর বিধানসভার ১০৯ নম্বর বুথে মোট ভোটার ৭৭২ জন, অথচ সেখানে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার পেয়েছেন ৯০৯টি ভোট। সংবাদমাধ্যমের এই মারাত্মক ভুল তথ্য নজর এড়ায়নি ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের। তথ্যের সত্যতা বিন্দুমাত্র যাচাই না করেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে কমিশনের স্বচ্ছতা ও ভোট প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন তিনি। তাঁর এই পোস্ট ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে যায়।

সপ্তাহব্যাপী জাতীয় ডাক সপ্তাহ উদযাপন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ডাক বিভাগ বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে জাতীয় ডাক সপ্তাহ উদ্‌যাপন শুরু করেছে। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির এবছরের প্রতিপাদ্য 'ওয়ার্ল্ড পোস্ট ডে ওয়ান পোস্টাল নেটওয়ার্ক, ইনফিনিট পসিবিলিটিজ।' ডাক পরিষেবার আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নাগরিকমুখী পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার জানিয়েছেন। ডাক সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই পাঁচটি 'নেক্সট জেনারেশন' ডাকঘর চালু হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ই-কেওয়াইসি এবং উপভোক্তাদের বাড়িতে কার্ড পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। এছাড়া আধার পরিষেবা সম্প্রসারণ, দ্রুতগতির স্পিড পোস্ট পরিষেবা এবং সৌরশক্তি প্রকল্প সংক্রান্ত বার্তা ডাকের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ডাক সপ্তাহ উপলক্ষে ১২ অক্টোবর ডাকটিকিট দিবস, ১৩ অক্টোবর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দিবস, ১৪ অক্টোবর মেল ও পার্সেল দিবস এবং ১৫ অক্টোবর প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন দিবস পালিত হবে।

মহুয়াকে আইনি নোটিস মুখ্যসচিবের, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট মুছতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৎকালীন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা বর্তমান মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে করা পোস্ট ঘিরে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আইনি নোটিস পাঠানো হল। নোটিসে অভিযোগ, গত ৩ ও ৬ অক্টোবর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ করা দুটি পোস্টে মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ্য করে মিথ্যা, মানহানিকর ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের আইনজীবীর পাঠানো নোটিসে দাবি করা হয়েছে, ওই পোস্টে তাঁকে 'ভোট চোর' এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। নোটিসে আরও দাবি, নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই; তিনি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও আইন মেনেই দায়িত্ব পালন করেছেন। নোটিসে মহুয়া মৈত্রকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতর্কিত পোস্ট মুছে ফেলা, নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া, ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকার লিখিত আশ্বাস দেওয়া, ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ৫০ হাজার টাকা আইনি খরচ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাড়া না মিললে দেওয়ানি ও ফৌজদারি;উভয় ধরনের আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

নোটিসে দাবি করা হয়েছে, ওই পোস্টগুলি ইতিমধ্যেই বহু মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং একজন জ্যেষ্ঠ আইএএস আধিকারিক হিসেবে মনোজ কুমার আগরওয়ালের সুনাম ও পেশাগত মর্যাদার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে।

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ৩ হকি খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা দিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা হকি দলের সোনা জয়ের সাফল্যে গর্বিত হল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। সেই সাফল্যের স্বীকৃতি দিতেই শুক্রবার গার্ডেনরিচে রেলের সদর দপ্তরে ওই দলের তিন খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা জানানো হল। এই তিনজন হলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক সলিমা টেটে, নিকি প্রধান এবং দীপিকা সোরেং। তিনজনই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সঙ্গেই কর্মসূত্রে যুক্ত।

২০২৬ সালের আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে চিনকে হারিয়ে সোনার পদক জিতেছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এই তিন

খেলোয়াড়। তাঁদের খেলার দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং দলগত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসাবেই এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। শুক্রবারের অনুষ্ঠানে তিন খেলোয়াড়ের হাতে সম্মান তুলে দেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন। রেলের ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যের প্রশংসা করে তিনি জানান, এই জয় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পাশাপাশি গোটা দেশের গর্ব। খেলোয়াড়দের পরিশ্রম ও সাফল্য ভারতীয় হকিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলেও রেলের তরফে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী ও আয়ুষ্মান কার্ড জমা বাধ্যতামূলক, নির্দেশ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পে (ডব্লিউবিএইচএস) অন্তর্ভুক্ত সরকারি কর্মী, পেনশনভোগী এবং তাঁদের নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্যসাথী অথবা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড অবিলম্বে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেলের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যাঁরা ডব্লিউবিএইচএসের আওতায় থেকেও ওই কার্ডগুলি নিজেদের বা পরিবারের সদস্যদের নামে রেখেছেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা সমর্পণ করতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী, কার্ড সমর্পণের প্রমাণপত্র-সহ নির্ধারিত ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। কর্মীদের ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানের কাছে এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে যেখানে ডব্লিউবিএইচএসের দাবি জমা দেওয়া হয়, সেখানে জমা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, MOUMITA KANUNGO DAS, স্বামী - Kapildeb Kanungo, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং- J-33, 5/7, বুড়ো শিবতলা মেন রোড, বাঙ্গুর কমপ্লেক্স, পোঃ + থানা - বেহালা, কলকাতা- 700038 এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম MOUMITA DAS থেকে পরিবর্তন করে MOUMITA KANUNGO DAS নামেই পরিচিত হব। আলিপুর, কোলকাতা কোর্টের Ld. 1st Class Judicial Magistrate -এ 07.10.2026 তারিখে সম্পাদিত হলফনামা নং 88859 অনুযায়ী MOUMITA KANUNGO DAS ও MOUMITA DAS উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নোটিশ

আমার মক্কেল সন্তোষ সাউ পিতা হংসরাজ সাউ সাং + পোঃ- চন্দনপুর , থানা- হরিপাল , জেলা- হুগলী , পিন-৭১২২২৩ বিগত ইংরাজী ১৩ ই ডিসেম্বর ২০২১ সালে ডি. এস. আর- II হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ৭৯৩৩ /২০২১ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সেখ নজরুল ইসলাম পিতা আকবর আলি এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- মাকালপুর , জে.এল নং- ১৪৬, হাল খতিয়ান নং ২৬৩ , সাবেক দাগ নং - ৭৫৯ ও হাল দাগ নং - ৩৪৪ শালি জমির পরিমাণ যথাক্রমে ০.২৩ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে ১. ইমাম আলি ২. আকবর আলি ৩. আঙ্গুরা খাতুন ৪. রেসিদা খাতুন ৫. হোচেনারা খাতুন উভয়ের পিতা মরহুম সাহাদাত আলি ২২৪ /২০১৫ নং দলিল মূলে সেখ নজরুল ইসলাম পিতা আকবর আলি কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা ডি. এস. আর ১ হুগলী অফিসে ০৫/০৫/২০১৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এই বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে মিউটেশন এর আবেদন দাখিল করা হইলো।
প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমরা-শ্রী বিকাশ কুমার এবং শ্রী পরমাত্মা যাদব, পিতা-মঙ্গলনি যাদব, উভয় নিবাস- সিং পাড়া, টি.এন. মুখার্জি রোড, পোস্ট-মাখলা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২২৪৫-এর বাসিন্দা। আমাদের মালিকানাধীন ১ (একটি) সম্পত্তির মূল দলিল আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যা রয়েছে **জেলা-হুগলি, থানা- উত্তরপাড়া, মৌজা-মাখলা, জে.এল. নং-১১, তৌজি নং-১৮২, আর.এস. দাগ নং-১৬৬৩, এল.আর. দাগ নং-১৬৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৬৮২ ও ১১৬৮৩, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা এলাকার অন্তর্গত সারদা পল্লী, ওয়ার্ড নং-২২, হোল্ডিং নং-৩১৪/ ৩/ ১/ এ ও ৩১৪/ ৩/ ১/ এ/ ১ যা ডি.এস.আর. হুগলি ও এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া**-র এখতিয়ারভুক্ত। হারানো দলিলটির বিবরণ ১) ১৯৮৫ সালের দলিল নং-৫৭১৭, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর নিবন্ধিত বুক নং-১, ভলিউম নং-১২৩, পৃষ্ঠা ৮২ থেকে ৯০।
এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি যার জি.ডি.ই. নং-৮৮, তারিখ-০২/১২/২০২৪। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে তা ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করছি। দলিলটি ফেরত পাওয়া গেলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনুমতিক্রমে। **শান্তনু নন্দী**
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ্ কোর্ট, হুগলী
মো-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

নোটিশ

আমার মক্কেল সন্তোষ সাউ পিতা হংসরাজ সাউ সাং + পোঃ- চন্দনপুর , থানা- হরিপাল , জেলা- হুগলী , পিন-৭১২২২৩ বিগত ইংরাজী ১৬ই এপ্রিল ২০১৪ সালে এ. ডি. এস. আর- চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ৩৯৯৬ /২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সেখ নওসার আলি পিতা সেখ জুলফিকার আলি এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- বাদিষ্টা , জে.এল নং- ১৪৪, হাল খতিয়ান নং ৭৩ (নিমাই চন্দ্র ঘোষ নামীয়), সাবেক ও হাল দাগ নং যথাক্রমে - ১৪৯ ও ২২২ শালি ও শুনা জমির পরিমাণ যথাক্রমে ০.০৩ ও ০.০৮ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে ১. অর্চনা ঘোষ স্বামী নিমাই ঘোষ ২. টুম্পা ঘোষ পিতা নিমাই ঘোষ ২৩৮ /২০২৪ নং দলিল মূলে সেখ নওসার আলি পিতা জুলফিকার আলি কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা এ. ডি. এস. আর চুঁচুড়া অফিসে ০৮/০১/২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে মিউটেশন এর আবেদন দাখিল করা হইলো । প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী **সুনীল কুমার ঘোষ**, পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ২৪/০২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-01777/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সজল কুন্ডু** পিতা ৺সুধীর কুমার কুন্ডু, সাকিম গোরস্থান মোড়, মিয়ারবেড়, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী সজল কুন্ডু**, মহাশয় নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৫.০৬.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-05532/2023** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ফতেমা বানো** স্বামী মহম্মদ ইমরান, সাকিম পল্লিশ্রী, ধরমপুর চুঁচুড়া স্টেশনের নিকট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে উক্ত ফতেমা বানো তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই, বিগত ইং ০৬/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-13686/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী সৌমিতা দাস**, পিতা ৺মুকুন্দ মজুমদার, স্বামী শ্রী শঙ্কর দাস, সাকিম কেওটা খাঁ পুকুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া হুগলী-৭১২১০৪), বিক্রয় করেন। **তপশীল** জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর ১১১৪ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১৪৬০ তথা হাল এল.আর. ১৪৫৬ নং দাগে **০১ কাঠা ১০ ছটাক** কলাবাগান সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সৌমিতা দাস**, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **শ্রীমতী সৌমিতা দাস- ক্রেতা**

PUBLIC NOTICE

I, Shri Tathagata Chakraborty, S/o Shri Mohit Mohan Chakraborty, hereby notify that the General Power of Attorney issued by Axis Bank Ltd. in my favour (Emp. ID: 12579) in 2015 has been lost/misplaced on 06.10.2026. The said POA stands cancelled and invalid and shall not be relied upon or acted upon by any person.
Declared by :
Advocate Dibyayan Saha

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intents to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand right title or interest in respect of the Schedule mentioned property or any part thereof share partition, sale mortgage, charge lease, lien, lidense, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment possession or encumbrance or otherwise however or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within 15 days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

The piece of land and parcel lying and situated at District Hooghly, P.S. - Dadpur, Mouza Talchinan Sanihati, J.L- 166, L.R Khatian, 203, 239, 523, 1000, 1024, L. R. Dag – 3429, area of land 50 decimal Shali land, if any Schedule Tribe person interest to purchase this land contact in this number – **6291733583** within 15 days from this publication.
Golok Chandra Ghosh (Advocate)
Judges' Court, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ এসএসসির নয়া বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে এবার মামলা হাইকোর্টে

অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর তদন্তে গোয়া পুলিশ ১১

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৬ ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.10.2026, Vol. 20 Issue No. 121, 12 Pages, Price 3.00

উপনির্বাচনেও গেরুয়া সুনামি

হাসিরানিতে ম্লান শুভেন্দু, পদ্ম ফুটল রেজিনগরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনের ফল বের হতেই রাজ্যের দুই কেন্দ্রে কার্যত পদ্মের সুনামি। পূর্ব মেদিনীপুরের হাইভোল্টেজ আসন নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর, এই দুই কেন্দ্রেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ধ্বজা ওড়ালেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। ঘরের মাঠ নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীর আগের সমস্ত রেকর্ড চুরমার করে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ। ১ লক্ষ ২২ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন তিনি। অন্যদিকে, রেজিনগরেও ফুটেছে পদ্ম; বিজেপির শাখারভ সরকার ৭২ হাজারের বেশি ভোটে বিজয়ী হয়েছেন।

শুক্রবার গণনা শুরুর প্রথম রাউন্ড থেকেই দুই আসনে স্পষ্ট হতে শুরু করে গেরুয়া শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য। বিশেষত রাজনৈতিক মানচিত্রে সর্বদাই চর্চায় থাকা নন্দীগ্রামের ফলাফলে চোখ ছিল রাজনৈতিক মহলের। বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ, যিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা, গণনা শুরু হতেই প্রতিপক্ষকে বহু পিছনে ফেলে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৫৩ ভোটের এক অভূতপূর্ব মার্জিনে জয়লাভ করেন।

অন্যদিকে, এবার হুমায়ুন দুর্গ রেজিনগরে কমল ফুটল। রেজিনগর বিধানসভা উপ নির্বাচনে প্রত্যাশিত জয় পেলেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার। শাখারভ সরকার ইভিএম গণণায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৯৪টি ভোট পেয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী গোলাম নবি আজাদকে ৭৫ হাজার ৬৬১ ভোটে পরাজিত করেন শাখারভ সরকার।

উপনির্বাচনে এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পর প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী থাকা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, তৃণমূল বা বাম;কোনও বিরোধী দলই ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি। নন্দীগ্রামে বিরোধী শিবিরের প্রাপ্ত ভোটকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারীরা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র সুফল পেয়েছেন বলেই দলমত নির্বিশেষে পদ্ম চিহ্নে সিলমোহর দিয়েছেন। বিরোধী শিবিরের তরফে এসআইআর প্রক্রিয়া, ভোট কারচুপি কিংবা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তোলা একাধিক অভিযোগ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্টভাবে জানান, ‘যা কিছু হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়েছে।’

রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের ফলকে সামনে রেখে রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হওয়ার দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, দুই কেন্দ্রেই বিপুল জয়ের অন্যতম কারণ সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন।

উচ্ছ্বসিত মোদী

■ পশ্চিমবঙ্গের দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলেও এবার পদ্মফুল ফুটেছে। এবার উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ে শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ‘সুশাসনের জয়’ বলেই বার্তা দিয়েছেন তিনি। মানুষ তাঁদের উপর ভরসা রেখেছেন, সেজন্য সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু বাংলার দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনই নয়, অসমের নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও বিজেপি জয় পেয়েছে।

তাচ্ছিল্য মমতার

■ রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেওয়া নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনের ফলাফলকে ফুতকারে উড়িয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, এই ফল নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্যই করতে চান না, কারণ তাঁর মতে আসল নির্বাচনই নাকি হয়নি! দিল্লিতে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাংলো থেকে ‘ইন্ডি’ জোটের বৈঠকে যোগ দিতে বেরোনোর সময় ফলাফল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মমতা বলে ওঠেন, ‘এটা কোনও ভোট হয়েছে যে, ফল নিয়ে বলব? এরা ঠিক মতো ছাপ্পাও মারতে পারে না!’

স্বর্গোদ্যানে আগমনী

উৎসবের উদ্বোধনে রাজ্যজুড়েই রাজসূয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো মানেই নতুন জামা, রাতভর ঠাকুর দেখা, ঢাকের বাদ্যি আর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড়। তবে এ বার সেই চেনা উৎসবকে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। কলকাতার গণ্ডি পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, শিল্পাঞ্চল থেকে সমুদ্রসৈকত; প্রায় গোটা রাজ্যজুড়েই এক মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। আধুনিক প্রযুক্তি, লোকসংস্কৃতি, সঙ্গীত, আলোকসজ্জা এবং আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে এবারের দুর্গোৎসবকে ‘জন-শিল্প ও সংস্কৃতির উৎসব’-এ পরিণত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

উৎসবের সূচনা হবে ১০ অক্টোবর। রেড রোড থেকে খোলা জিপে ইডেন গার্ডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। সেই শোভাযাত্রায় থাকবে বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান, ঢাক, ধুনুচি, ছৌ-সহ বিভিন্ন জেলার শিল্প-ঐতিহ্যের উপস্থাপনা। রেড রোডে গড়ে তোলা হবে ১২টি জেলার পৃথক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী। প্রতিটি স্টলে সংশ্লিষ্ট জেলার লোকশিল্প, হস্তশিল্প, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে।

সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে হবে মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। থ্রি-ডি প্রজেকশন ম্যাপিং, লেজার শো, আতশবাজি এবং ড্রোন প্রদর্শনীর পাশাপাশি থাকছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং বিশেষ আলোকসজ্জারও আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের খবর, আকাশে শত শত ড্রোনের সাহায্যে আলোর নকশা ও শারদোৎসবের নানা প্রতীক ফুটিয়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

শুধু কলকাতাতেই নয়, ১১ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও চলবে উৎসবের আসর। দুর্গাপুরের গান্ধি ময়দান, শিলিগুড়ির কাওয়াখালি, কোচবিহারের রাসমেলা ময়দান, বিষ্ণুপুরের মেলা প্রাঙ্গণ, মালদহের বিবেকানন্দ প্রাঙ্গণ, বহরমপুরের কিউ স্কয়ার মাঠ এবং নিউ দীঘার সমুদ্রসৈকতে একের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি পরিচিত সংগীতশিল্পীরাও বিভিন্ন মঞ্চে অংশ নেবেন। কোথাও লোকসংগীত, কোথাও আধুনিক বাংলা গান, কোথাও আবার ব্যান্ডের পরিবেশনা;জেলার নিজস্ব সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দুর্গোৎসবের আবহকে নদীতীরেও ছড়িয়ে দিতে বিশেষ পরিকল্পনা করেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। ১০ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রিন্সেপ ঘাট, বাবুঘাট, কুমোরটুলি ঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক, রামকৃষ্ণপুর ঘাট-সহ একাধিক নদীতীরবর্তী এলাকায় আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মিলেনিয়াম পার্ক ও বাজেকদমতলা ঘাটে থাকবে বিশেষ অনুষ্ঠান। চারটি ঘাটে বারাণসীর আদলে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি রেডিয়ো ইনস্টলেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। সন্ধ্যার গঙ্গা, আরতির আলো ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মিলিয়ে এক অন্য আবহ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

উৎসবের সাংস্কৃতিক পর্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন আগমনী ও বিসর্জনের দুটি গানও তৈরি করছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং পুজোমণ্ডপে সেই গান পরিবেশিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নেবেন পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথিবী ব্যান্ড-সহ একাধিক বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগীতশিল্পী।

এদিকে, মহালয়ার তর্পণ উপলক্ষেও নিরাপত্তা ও পরিষেবায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। নবান্ন থেকে সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট দফতরকে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে নোডাল অফিসার, ডুবুরি, স্পিডবোট, লাইফ জ্যাকেট, বয়া, ভাসমান ব্যারিকেড, ফার্স্ট-এইড ক্যাম্প, অ্যাম্বুল্যান্স, পর্যাপ্ত আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য পৃথক পোশাক পরিবর্তনের জায়গা ও বায়ো-টয়লেটেরও ব্যবস্থা থাকবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে এসডিআরএফ ও এনডিআরএফকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই চালু থাকবে কন্ট্রোল রুম।

‘অভয়াকে ন্যায়বিচার দিতে জিরো টলারেন্স’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ-খুনের ঘটনাকে সামনে রেখে ফের আগের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় মেডিসিন সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি দাবি করেন, এই ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে এবং আইনসম্মত সব পদক্ষেপই করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ৯ অগস্ট ২০২৪-এর ঘটনার পরে শুধু মূল অপরাধ নয়, প্রমাণ নষ্ট, আরজি করে ভাঙচুর এবং হাসপাতাল-সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ;সব ক’টি বিষয়ই এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে রয়েছে। তাঁর দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই সিবিআই তদন্ত শুরু হয় এবং পরে সুপ্রিম কোর্টও একাধিক দিকের তদন্তের নির্দেশ দেয়।

বক্তৃতায় তিনি অভিযোগ করেন, ঘটনার পাঁচ দিন পরে আরজি করে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল এবং তৎকালীন সরকারের মদতেই তা হয়েছিল। পাশাপাশি হাসপাতালের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলারও উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত এগোতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিতে আগের সরকার দীর্ঘদিন গড়িমসি করলেও ক্ষমতায় এসে তাঁর সরকার দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

আরজি কর মামলার তদন্তের পাশাপাশি শ্মশানে দেহ দাহের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সেই বিষয়েও নতুন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। তবে মামলার কিছু অংশ আদালতের পর্যবেক্ষণে থাকায় সরকার আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্যেই পদক্ষেপ করছে বলেও জানান তিনি।

মোদীর নামে বিমানবন্দর

লখনউ, ৯ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের নয়ডার জেবর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম বদলে রাখা হবে ‘নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মত ভাবে অনুমোদন করেছে। গত ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিমানবন্দরটি উদ্বোধন করেন। তার পর চলতি বছরের ১৫ জুন প্রথম বিমান অবতরণ করে সেখানে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, নয়ডায় জেবর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উপহার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা।

দিল্লিতে আজ ‘আরশোলা’রা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: আজ যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। অরাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও সেখানে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিদের দেখা যেতে পারে বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার রাত দশটা থেকে দিল্লির একাংশে বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। গোটা দিল্লিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। মোতায়েন রয়েছে ২৩ হাজার পুলিশকর্মী। বন্ধ করা হয়েছে ট্রেন ও মেট্রো চলাচলও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ওই পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না।

এদিকে, টানা তিনদিন পথে নেমে প্রতিবাদ করেছে ইন্ডিয়া জোট। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিরোধী সাংসদরা। রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে মরিয়া লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন ইন্ডিয়া প্রতিনিধি দলে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’। রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের। রাত ৮টায় সময় দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। সেইমতো ১০ সদস্যের ওই দল রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছোয়। তবে বাকি বিরোধী সাংসদের একটি মিছিল বিজয় চকে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সাংসদেরা।

ওই ১০ সদস্যের দলে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কালীঘাট তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সমাজবাদী পার্টির নেতা রাজীব রায়, এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং ভিসিকে-র থোল তিরুমাভালাম।

অন্যদিকে, দিল্লিতে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলা পুলিশকর্মীদের হেনস্থা করা হয়েছে, তাঁরা আহত হয়েছেন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

নোবেল শান্তিতে ভারতের নাভি-যোগ

অসলো, ৯ অক্টোবর: নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন নাভানেথেম নাভি পিল্লাই। শুক্রবার নরওয়ের নোবেল কমিটি এই পুরস্কার ঘোষণা করে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আদালত এবং রাষ্ট্রসংঘে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূত এই দক্ষিণ আফ্রিকান বিচারপতি নেলসন ম্যান্ডেলের হয়ে মামলাও লড়েছিলেন।

চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা। আগামী ১০ ডিসেম্বর নরওয়ের অসলোয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এদিন পুরস্কার ঘোষণার পর রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তর পিল্লাইয়ের প্রশংসা করেন। মুখপাত্র শাবিয়া মান্টু জেনেভায় বলেন, ‘মানবাধিকার রক্ষায় আরও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন।’

নাভি পিল্লাইয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে জন্ম। তামিল বংশোদ্ভূত পরিবারের পিল্লাই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছেন আজীবন। ১৯৬৭ সালে আইন সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন। জুরিডিক্যাল সায়েন্সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেন। ১৯৮৮ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। দক্ষিণ আফ্রিকা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে ১৯৯৫ সালে নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালে রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি ও সভাপতি হন। ২০১৯ সালে মায়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে অ্যাডহক বিচারপতি হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। সেই নাভি পিল্লাই পেলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার।

ধর্ষণ ও যৌন হিংসাকে গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পিল্লে। এই সংক্রান্ত একাধিক ঐতিহাসিক রায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। পাশাপাশি, প্রচারমাধ্যম বা অপপ্রচারের মাধ্যমে গণহত্যায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনার প্রচেষ্টাতেও তাঁর কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

‘মহিষাসুরমর্দিনী’ যে ভাবে শুরু হয়েছিল

অসীম সুর চৌধুরী

কাল্পনিক ছবি

আকাশবাণী কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা অনুষ্ঠান যা আমাদের কাছে পুজোর আবহাওয়া বয়ে আনে আর ৯৪ বছর পেরিয়েও যার জনপ্রিয়তা কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে , বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাঁর পরিচয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ নামে। এখন এই ডিজিটাল ও ইন্টারনেট এর যুগে ঘরে বসে যে কেউ যখন তখন এই গীতি আলেখ্য টি শুনতে পারেন। তাহলে মহালয়ার ভোররাতে কষ্ট করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছেন কেন ? কারন সময়ের মাহাত্ম্য আর বাঙ্গালীর পরম্পরা। প্রতি বছর শরতের শিশিরে পা ভিজিয়ে যখন মহালয়ার পুণ্যপ্রভাত উপস্থিত হয় তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলা গমগম করছে তআশ্বিনের শারদপ্রাতে / বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর / ধরণীর বহিরাকাশে / অন্তর্হিত মেঘমালা খখখখ..দ । এই কণ্ঠ শুনে আপামর বাঙালীর এক অন্য অনুভুতি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাকে নিয়ে বাঙ্গালী এতো নস্টালজিক, সেই ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ র শুরুর ইতিহাসটা কি , আর কেনই বা এতো জনপ্রিয় ? এটাই এখন আমরা জানবো।

১৯২৭ সালে ২৬ শে আগস্ট ভারতের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্র কলকাতায় শুরু হয়। এর মালিক ছিল বেসরকারী সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি’। তখন রেডিও কার্যালয়ের কোনও নিজস্ব বাড়ি ছিল না। ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিমে ১ নং গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা। ভারতীয় অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন ক্ল্যারিনেট বাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার আর প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়াল। ।

১৯২৮ সালে কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে চাকরি নিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। পদের নাম ‘রাইটার স্টাফ আর্টিস্ট’। ইংরাজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস আর সংস্কৃতে ‘কাব্যসরস্বতী’ উপাধি পাওয়া বৈদ্যনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । রেডিও তে এসে নতুন নাম নিলেন ‘বাণীকুমার’। ঐ বছরেই কিংবদন্তি সঙ্গীতকার পঙ্কজকুমার মল্লিক কলকাতা বেতারে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এর দু বছরের মধ্যে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়া বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যোগ দিলেন। একদিকে ভাষ্য ও শ্লোকপাঠে পটু আর অন্যদিকে রম্যরচনা ও নাটক লেখায় সিদ্ধহস্ত বীরেন্দ্র বাবু শ্রোতাদের কাছে অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ তিন জনকেই মহিষাসুরমর্দিনী র প্রধান কান্ডারী হিসাবে ধরা হয়। তবে আর একজন ও ছিলেন । তিনি হলেন বরেন্দ্র সংগীত রচয়িতা রাইচাঁদ বড়াল। প্রথম দিকে সঙ্গীত পরিচালনায় পঙ্কজবাবুর সাথে তিনিও ছিলেন।

১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে রেডিও র নিজস্ব পত্রিকা ‘বেতার জগৎ’ চালু হল। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার ‘প্রেমাঙ্কুর আতর্থী’ কে এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রেমাঙ্কুর বাবু ঘনিষ্ঠ মহলে ‘বুড়োদা’ নামে খ্যাত ছিলেন। এদিকে ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল বেতার সম্প্রচারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে আসে। নতুন করে নাম দেওয়া হয় ‘ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস’ । তখনও ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’ নামটা আসে নি। আর আকাশবাণী নাম তো অনেক পরে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’ নামের সূচনা হয়, আর ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ভারতীর বেতার ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’ ও ‘আকাশবাণী’ এই দুই নামেই পরিচিত হল।

কলকাতার বেতার অনুষ্ঠানকে কিভাবে আরও জনপ্রিয় ও উৎকৃষ্ট মানের করা যায় সেই নিয়ে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হত। ১৯৩২ সালে এমনই এক আলোচনায় বুড়োদা মতামত দিলেন যে রেডিও র অনুষ্ঠানে কিছু অভিনবত্ব আনা দরকার। বাণী কতকগুলো বৈদিক শ্লোক জোগাড় করুক আর গান লিখুক, রাই আর পঙ্কজ সুর দিক আর বীরেন শ্লোকগুলো পরুক। একেবারে ভোরবেলায় চালিয়ে দাও। দেখবে শ্রোতারা খুব শুনবে।

প্রেমাঙ্কুর বাবুর এই কথা অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নৃপেন মজুমদারের বেশ মনে ধরল বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এরাও ভাবতে লাগলেন। দুর্গাপুজোর আর মাসখানেক বাকি। সকলে ঠিক করলো পুজোকে কেন্দ্র করে একটা অনুষ্ঠান হবে এবং তাতে চণ্ডীপাঠ অবশ্যই থাকবে। আর চণ্ডীপাঠ করবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, যিনি এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একটু দ্বিধায় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মন নন, কায়স্থ। শ্রোতারা সকলে মানবেন তো? এগিয়ে এলেন নৃপেনবাবু। ধমক দিয়ে বললেন, রেডিওর অনুষ্ঠান করবে তার আবার বামুন কায়েত কী? আমরা তো কোন মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি না। আর যারা বাজাবে তাঁদের অর্ধেকই তো অন্য ধর্মের। এটা শুধু একটা অনুষ্ঠান মাত্র।

শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। সমস্ত কলাকুশলীরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিলেন। তৈরি হল একটি গীতি-আলেখ্য যার বিষয় হচ্ছে মহিষাসুর বধ। নাম দেওয়া হয়েছিল ‘শারদীয় বন্দনা’। মহিষাসুরমর্দিনী নামটা তখনও আসে নি। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ঐ বছরেরই (১৯৩২) কয়েক মাস আগে মার্চ মাসে বাসন্তী পুজো অষ্টমী তিথির ভোরে ‘বসন্তেশ্বরী’ নামে একটি গীতিআলেখ্য সম্প্রচার করে কলকাতা বেতার। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী চণ্ডীর স্তোত্র, গান ও কথাসূত্রের সমন্বয়ে এই অনুষ্ঠানটির রচনা করে ছিলেন বাণীকুমার। এই ‘শারদীয় বন্দনা’ ছিল মহিষাসুর বধের উপর ভিত্তি করে ‘বসন্তেশ্বরী’ গীতি-আলেখ্য এর পরিমার্জিত সংস্করণ। ঐ বছরই ষষ্ঠীর দিন ভোরে প্রথম প্রচারিত হল ‘শারদীয় বন্দনা’ যা পরবর্তী কালে আরো পরিমার্জনা করে সৃষ্টি হয় কালজয়ী সঙ্গীতালেখ্য, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। শুরুতেই শ্রোতাদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গেল।

১৯৩৩-এ প্রথমবার মহালয়ার ভোরে সম্প্রচারিত হল ‘শারদীয় বন্দনা’ অনুষ্ঠানটি। সময় সকাল ৬ টা থেকে ৭ টা। কিন্তু ১৯৩৬ এ এই গীতি- আলেখ্যটিকে নতুনভাবে সাজানো হয় । দায়িত্বে ছিলেন সেই ত্রয়ী। রচনায় বাণীকুমার, গ্রন্থনা ও স্তোত্রপাঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আর সমগ্র সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। সেই প্রথম অনুষ্ঠানটি ঘোষণা করা হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ নামে। দেড় ঘণ্টা ধরে সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই গীতি-আলেখ্য শ্রোতাদেরকে এতটাই মুগ্ধ করে দেয় যে, এর পর আর ফিরে তাকাতে হয় নি। পরের বছর থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচনা নির্দিষ্ট হয় মহালয়ার ভোর ৪টে তে, যা আজও মেনে চলা হয় ।

প্রতিভাবান যন্ত্রশিল্পীদের এক সুন্দর সমাবেশ ঘটেছিল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ তে। প্রথম দিকে বাজাতেন রাইচাঁদ বড়াল, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সুরেন পাল, অবনী মুখোপাধ্যায়, খুশী মহম্মদ, আলী, সুজিত নাথ প্রমূখরা। পরে যোগ দেন হিমাংশু বিশ্বাস, , শৈলেন দাস, গৌর গোস্বামী, প্রমূখ যন্ত্রশিল্পীরা। সঙ্গীত-আয়োজনের মূল দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল সুরেন্দ্রলাল দাসের উপর। পরবর্তীকালে, এই কাজ অনেকদিন ধরে সামলেছেন ভি. বালসারা

প্রথম দিকে এই অনুষ্ঠানের গায়ক-গায়িকারা ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণ ঘোষ, আভাবতী, মানিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি প্রমূখ। পরে তো রীতিমতো চাঁদের হাট বসে গেল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

মহিষাসুরমর্দিনী প্রায় তিন দশক ধরে লাইভ অর্থাৎসরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। দেড়-দু'মাস যাবৎ চলতো রিহার্সাল। তৎকালীন বাংলা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এতে অংশ নিতেন। মহিষাসুরমর্দিনী রচনায় অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ মহাশয় এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি বাণীকুমারকে এবং স্তোত্র ও সংস্কৃতপাঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে অনেক সহায়তা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে তিনজনেই ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন । সম্প্রচারের দিন বানীকুমার ও সমস্ত কলাকুশলীরা ভোররাতে স্নান সেরে শুদ্ধ আচারে উপস্থিত হতেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পরতেন গরদের কাপড় আর কপালে থকতো চন্দনের ফোঁটা। একবার রিহার্সাল না করার জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি গায়ক ও সুরকারকেও বাদ দিতে দ্বিধা করেন নি পঙ্কজ ও বানী কুমার। বদলে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাইয়েছিলেন ‘জাগো দুর্গা’ গানটি।

১৯৫৮ সালে ১ নং গার্স্টিন প্লেস কে বিদায় জানিয়ে বেতারের অফিস চলে এলো ইডেন গার্ডেন্সের ধারে আকাশবাণী ভবনে, যা এখনও বর্তমান রয়েছে। ১৯৪৬ কে বাদ দিলে, ১৯৬২ অবধি অবিচ্ছেদ্য ভাবে লাইভ অর্থাৎ সরাসরি মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচারিত হয়েছে। এরপর থেকে রেকর্ডিং বাজানো হোত। সেই সময় মহালয়ার দিনে ভারতের সমস্ত বেতারকেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচারিত হোত এটা। ১৯৭৫ পর্যন্ত মহিষাসুরমর্দিনীর রেকর্ডিং বার চারেক পরিমার্জিত হয়েছে। কিন্তু কোন বারেই এর জনপ্রিয়তা কমে নি বরং উত্তারাত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সময় খুব কমই শ্রোতা ছিলেন যারা মহালয়ার ভোররাতে উঠে রেডিও অন করতেন না। পাড়ার ল্যাম্পপোস্টগুলো মাইকের দখলে চলে যেত আর শ্লোক ও গানে গমগম করত।

১৯৭৬ সালে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। তখন দেশে জরুরী অবস্থা চলছে। দিল্লী থেকে নির্দেশ এল মহিষাসুরমর্দিনী বাতিল করে নতুন অনুষ্ঠান তৈরি করতে হবে। সমস্ত প্রথিতযশা শিল্পী ও কলাকুশলীদের আনা হল। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হল ‘দেবীদুর্গতিহারিণীম্’। এটি লিখেছিলেন ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছিলেন শ্যামল গুপ্ত। ভাষ্যপাঠ করেছিলেন উত্তমকুমার ও বসন্ত চৌধুরী। গানের জগতের সমস্ত মনি-মুক্তরা হাজির। লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে থেকে শুরু করে বাংলার সমস্ত প্রথিতযশা শিল্পী যেমন হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, আরতি, ইত্যাদি সবাই গলা দিয়েছিলেন।

১৯৭৬ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর, মহালয়ার সকাল সাড়ে পাঁচটায় ‘দেবীদুর্গতিহারিণীম্’ সম্প্রচার শেষ হওয়ার পর কি হল জানেন? আকাশবাণী ভবনের সামনে জড় হল হাজার হাজার ক্ষুব্ধ জনতা। আকাশবাণীর গেট ভেঙে ঢুকে পড়তে চায় উত্তাল মানুষের দল। তাঁদের একটাই বক্তব্য ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ কে বাদ দেওয়া হল কেন? শ্রোতাদের অকথ্য ভাষার গালিগালাজ আসতে শুরু করল আকাশবাণীর টেলিফোনে। পরবর্তী দিনগুলিতে গালিগালাজ ও হতাশাব্যঞ্জক চিঠিপত্রে ভরে গেল। শোনা যায়, পরে উত্তমকুমারও তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’এর প্রতি মানুষের কী রকম ভালবাসা ছিল।

১৯৭৭ সালে দিল্লী তে সরকার বদলাল। আগষ্ট মাসে রবীন্দ্র সদনে কলকাতা বেতারের সুবর্ণজয়ন্তীর মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আডবাণী ঘোষণা করেন যে এই বছরেরই মহালয়া থেকে আবার স্বমহিমায় ফিরবে মহিষাসুরমর্দিনী। ১৯৭৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানটি মহালয়ার ভোরেই বাজানোর পরম্পরা বজায় রয়েছে।

এই লেখা শেষ করার আগে একটা কথা না বললেই নয়। মহিষাসুরমর্দিনী’ মতো এরকম উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান বানানোর পেছনে যে সব গুণী কলা কুশলীরা রয়েছে তাঁদের নাম তো শ্রোতাদের মুখে মুখে। কিন্তু পর্দার পেছনে রয়েছেন আকাশবাণীর নানা বিভাগের কর্মী, যাদের নাম ও অবদানের কথা সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত। আকাশবাণীর কারিগরি বিভাগের কর্মদক্ষতা ছাড়া এই অনুষ্ঠান সুচারু ভাবে লাইভ বা রেকর্ডিং করে রেডিওতে সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না। পরোক্ষ ভাবে প্রশাসনিক বিভাগেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

লেখক: আকাশবাণী কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

সম্পাদকীয়

উপনির্বাচনেও স্পষ্ট সব ধরনের তৃণমূলকে বাতিল করেছে বাংলার জনগণ

ছাব্বিশের সাধারণ নির্বাচনে ২০৭টি আসনে জিতে প্রথমবার বাংলার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এসআইআরের মতো বিভিন্ন ইস্যুকে টেনে এনে এই জয়কে তৃণমূলের মতো বিরোধীরা গালমন্দ করে যতই খাটো করার চেষ্টা করুক না কেন, বাংলার জনগণ যে আর তাদের কথায় কান দেয় না তা ফের প্রমাণিত হল নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনের ফলাফলে। প্রত্যাশা মতোই দুটি আসনের উপনির্বাচনেই ধরাশায়ী হল বিরোধীরা। বিপুল ব্যবধানে জয় পেলেন বিজেপি প্রার্থীরা। বিজেপির এই জয়ের পর বিরোধী শিবির এখন নিজেদের মধ্যে কে ২ নম্বর, কে ৩ নম্বর, তার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। এই নির্বাচনের পর দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের অবস্থা কিছুটা পাল্টেছে। বাকিরা মোটামুটি যারা যে জায়গায় ছিল, সেখানেই রয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল, গত দেড় দশক রাজ্য শাসন করা তৃণমূল কংগ্রেস। যারা শুধু গো-হারাই হারেনি, কার্যত মুছে যেতে বসেছে বাংলার মানচিত্র থেকে। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে যতই বৈঠক করুন না কেন, তৃণমূল নেত্রীর ভালো দিন যে শেষ, এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বুঝে ফেললেও তিনি বুঝতে নারাজ। কিন্তু বাস্তবটা হচ্ছে, বাংলার মানুষ পাকাপাকি ভাবে তাদের বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে। কামব্যাক তো দূর, শেষের শুরুটা হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। মেরেকেটে শেষ পাঁচ মাসে মোটামুটি তিন টুকরো হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের দল। আগামীদিনে আর কত টুকরো হবে, সেটাই এখন দেখার। খোদ নেত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা, ভাইপোর দুর্নীতি আর দলের মেজ। সেজ নেতাদের লাগামছাড়া তোলাবাজি, এসব ঘা মানুষের মনে এখন দগদগে হয়ে আছে। তাই যে যাই ফল করুক না কেন, বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ বলতে একটা বিরাট শূন্য ছাড়া কিছু নেই। একদা সিপিএমের শূন্য নিয়ে সকাল-সন্ধে কটাক্ষ করা তৃণমূলই এখন বাংলার রাজনীতিতে প্রচণ্ড গতিতে সেই শূন্যের দিকেই এগোচ্ছে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

শব্দছক ২৮৮

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. হাতে ধরা মোটা লাঠি ২. জপকরা ৫. কর্মকার ৬. চক্র ৭. বক্তব্যের লিখিত রূপ ৯. কবি-সাহিত্যিক শরৎপণ্ডিত যে-নামে পরিচিত ১১. হীনশক্তি ১৩. দরদস্তুর ১৬. শুয়োরের বাচ্ছা ১৮. নিয়োজিত ১৯. মস্তক ২০. চিহ্ন ২১. ঝরণা ২২. হস্ত

ওপর-নিচ: ১. কাশ্মীরের বিখ্যাত জলাশয় ২. মেথর ৩. কাপড়যোগে আড়াল ৪. ভুলবকা ৬. চুরি ৮. এনভেলপ-এর বাংলা তর্জমা ১০. পিতার জননী ১২. জুয়াচুরি করে যে ১৩. দানাযুক্ত মিষ্টান্ন ১৪. পত্নী ১৫. বিয়েতে বরের সঙ্গে থাকা সহকারী ১৬. গণনাকার্য ১৭. মুখ নিসৃত বাণী

সমাধান ২৮৭ — পাশাপাশি: ১. আকস্মিক ৪. দাস ৬. লামা ৭. লায়েক ৯. কাকা ১০. দখল ১১. নতশির ১২. শোভাদার ১৪. খিমচি ১৫. ধষা ১৬. নিমক ১৭. সাদা ১৮. সুধা ১৯. রাখাধন

ওপর-নিচ: ১. আলাপন ২. কমা ৩. কলাকার ৫. সবল ৮. কদর্যভাষা ৯. কাশিরচিনি ১২. শোধকরা ১৩. রক্তদান ১৪. খিরসু ১৭. সাধ

আজকের দিন

■ ১৯৭০ — এই দিনে ফিজি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

■ ১৯১১ — উচাং বিদ্রোহের কথা স্মরণে রেখে পালিত হয় রিপাবলিক অফ চায়না (তাইওয়ান)-এর জাতীয় দিবস।

জন্মদিন

১৯২৪ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় বলবীর সিং (সিনিয়ারের) জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রেখার জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা যশ দাশগুপ্তের জন্মদিন।*

রেখা

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না বলে দলে ভিড়ে থাকে, সে আসলে আজীবন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কামড়ের ভয়েই পিঁপড়েকে লোকে ভয় পায়। তার দলের ভয়ে নয়।

কোট-আনকোট

ভোর ৩টে থেকে তর্পণ শুরু হবে। কোনও দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কোস্টাল পুলিশ, ডুবুরি মোতায়েন করার কথাও বলা হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর এসএসসির নয়া বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এবার হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো ২৬ হাজার শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নয়া পদক্ষেপ ঘিরে চরম বিতর্কের সৃষ্টি হল। কমিশনের প্রকাশিত নতুন বিজ্ঞপ্তি ও সংশোধিত মেধা তালিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন চাকরিপ্রার্থীরা। সোমা মিদ্যা সহ ৩৪ জন প্রার্থীর দায়ের করা এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির দ্রুত বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর মে মাসে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কমিশন। সেই অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তীতে একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধা তালিকা ও ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ করে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও শেষ করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি গত ২৮ সেপ্টেম্বর এসএসসি একটি রিভাইসড বা সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে নতুন করে বাদ পড়া প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের ডাক দেয়। আর কমিশনের এই পদক্ষেপের আইনি বৈধতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারীরা।

মামলাকারীদের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী জানান, সরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি নিয়ম অত্যন্ত স্পষ্ট। একবার যদি কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়ার নম্বর সহ পূর্ণাঙ্গ প্যানেল এবং ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে সেই গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া ‘লক’ হয়ে যায়। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যদি কোনো পদ ফাঁকা থাকে বা কারও নাম বাদ যায়, তবে বিধি অনুযায়ী ওয়েটিং লিস্টে থাকা ক্রমিক নম্বর থেকেই সেই শূন্যপদ পূরণ করতে হয়। কিন্তু তা না করে হঠাৎ প্যানেল থেকে নাম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রার্থীদের নিয়ে নতুন করে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চালানো সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ও বৈষম্যমূলক। এর ফলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা চরম বঞ্চনার শিকার হবেন।

এরই পাশাপাশি মামলায় ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টিও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ২০১১ সালের পর ইস্যু হওয়া বহু ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হওয়ায় প্রচুর প্রার্থীর সাব-ক্যাটেগরি আচমকাই বদলে গিয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির বহু পরীক্ষার্থী জেনারেল ক্যাটেগরিতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, যার ফলে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন অসংখ্য যোগ্য ওবিসি প্রার্থী।

আইনি জটিলতা ও মামলার মেঘ ঘনীভূত হলেও কমিশন অবশ্য তার পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে আবেদনপত্রে তথ্য সংশোধনের জন্য আগামী ৭ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন উইন্ডো খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সংশোধিত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই ইন্টারভিউ শুরু করে দিয়েছে কমিশন। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় বাংলা ও অর্থনীতি বিষয়ের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হলেও, প্রথম দিনেই বহু প্রার্থীর অনুপস্থিতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবহে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার, হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানির পর কমিশনের এই নয়া বিজ্ঞপ্তির ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়।

তৃণমূল জমানায় শুধু সবুজসাথী প্রকল্পে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে: পবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিক্ষার পথে নতুন গতি। সরকারের নতুন উদ্যোগ ‘সারথি’ প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। সরকারের মূল লক্ষ্য, পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত আরও সহজ করা এবং পড়ুয়াদের পড়াশোনায় উৎসাহ বৃদ্ধি করা। শুক্রবার ভাটপাড়া পুরসভার এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে হাজির হয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং দাবি করেন, তৃণমূল জমানায় শুধু সবুজসাথী প্রকল্পে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের তুলনায় সারথি প্রকল্পের সাইকেলের গুণগতমান অনেক ভালো। অপরদিকে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, স্কুলছুট কমাতে এবং পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ‘সারথি’ প্রকল্প নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

ট্রাইব্যুনালে ‘বেতন-ক্ষোভ’, ক্ষুব্ধ বিচারকদের কর্মবিরতির হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেতন কাঠামো এবং পরিকাঠামোগত বেহাল দশা নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হল ট্রাইব্যুনালে। ‘বর্তমান আয় দিয়ে দিন গুজরান অসম্ভব’ এই অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের একাংশ। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেও। বিচারকদের স্পষ্ট দাবি, মাসিক সম্মানদক্ষিণের অঙ্ক অবিলম্বে দ্বিগুণ না করা হলে কাজ চালানো আর সম্ভব হবে না। অন্যদিকে, ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা করতে গিয়ে মাসে তিন কোটি টাকারও বেশি খরচের হিসেব তুলে ধরে আশঙ্কায় পড়েছে কমিশনও।

আদালত ও রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, সম্প্রতি ট্রাইব্যুনালে কাজ করতে গিয়ে নানাবিধ জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের। দৈনন্দিন যাতায়াত, প্রযুক্তিগত ঝক্কি থেকে শুরু করে ভাতার অঙ্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, গত কয়েকদিন আগেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের নিত্যদিনের তীব্র যানজট ঠেলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে তিনি কাজ থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে একইসঙ্গে তিনি এও জানান, আদালতের কাজে তাঁর অমত নেই; যদি তাঁকে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ ভিত্তিতে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তিনি বিচারপ্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

যাতায়াতের এই সমস্যার মাঝেই যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও প্রাইভেসির প্রশ্ন। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কাজের প্রয়োজনে ডিজিটাল সিস্টেমে লগ-ইন করার জন্য তাঁরা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যক্তিগত আধার তথ্য ব্যবহারে রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনিক কাজে আধার বাধ্যতামূলক করার প্রক্রিয়ায় তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এই পরিকাঠামোগত টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আর্থিক ক্ষোভ। বেতন বৃদ্ধিসংক্রান্ত সাম্প্রতিক চিঠিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের তরফ থেকে বিশদ অঙ্কের হিসাব পেশ করা হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি হিসেবে মাসে তাঁদের ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই আয়ের ওপর ৩৬ শতাংশ হারে আয়কর দিতে গিয়ে সিংহভাগ টাকাই কাটছাঁট হয়ে যায়। কর মেটানোর পর হাতের নাগালে থাকে মাত্র ৬৪ হাজার টাকা। ফলে ৩০ দিনের হিসেবে দৈনিক কাজের গড় আয় দাঁড়ায় মাত্র ২,২০০ টাকার কাছাকাছি। বিচারকদের দাবি, বর্তমান আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এবং তাঁদের পদমর্যাদার তুলনায় এই দৈনিক আয় অত্যন্ত অপ্রতুল। এই টাকায় পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলেই তাঁদের দাবি। সূত্রের খবর, ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি হিসেবে বর্তমানে তাঁরা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা সম্মানী ছাড়াও সরকারি গাড়ি ও আনুষঙ্গিক কিছু প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পান।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার

উৎসবের মরশুমে ডেঙ্গু দমনে কড়া স্বাস্থ্য দপ্তর, বন্ধ স্কুল-কলেজে সারপ্রাইজ ভিজিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের মরশুমে রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব রুখতে অভূতপূর্ব কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। কলকাতার উত্তর এলাকা থেকে শুরু করে শহরতলি ও একাধিক জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ডেঙ্গু যাতে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়, তার জন্য বিশেষ মনিটরিং টিম ও পুরসভা স্তরে 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম' গঠন করে অলআউট অভিযানে নামার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। পুজোর ছুটিতে স্কুল, কলেজ ও সরকারি দপ্তরগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এই ফাঁকা প্রাঙ্গণগুলিতে জল জমে মশার প্রজননক্ষেত্র তৈরি হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ছুটির দিনগুলিতেও এই সমস্ত বন্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কলেজে সারপ্রাইজ ভিজিটে যাবে বিশেষ টিম। কোথাও জমা জল পাওয়া গেলে বা ডেঙ্গুর লার্ভার সন্ধান মিললে তৎক্ষণাৎ মশার লার্ভা নিধন ড্রাইভ চালানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পুজোর আনন্দের আবহের মধ্যে নজরদারিতে এতটুকু শিথিলতা আনা যাবে না। এমনকী সপ্তমী ও অষ্টমীর মতো উৎসবের মূল দিনগুলিতেও পুরসভা স্তরের 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম' বড় বড় পুজো মণ্ডপ এবং সংলগ্ন মেলা প্রাঙ্গণগুলিতে সরাসরি পরিদর্শনে থাকবে। বিশেষ করে মণ্ডপের বাঁশের কাঠামো, ত্রিপলের ভাঁজ কিংবা মণ্ডপ সংলগ্ন জায়গায় জল জমেছে কিনা, তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন বিশেষ টিমের সদস্যরা।

পাশাপাশি, চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কড়া বার্তা জারি করেছে রাজ্য। চিকিৎসাধীন ও বাড়িতে বিশ্রামে থাকা ডেঙ্গু রোগীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিদিন টেলিফোনে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কোনো অবস্থায় যেন কোনো হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ডেঙ্গু রোগীকে ফেরাতে না পারে, তার জন্য কঠোর 'নো ডিনায়াল অফ অ্যাডমিশন' নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোনো স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কোনো ডেঙ্গু রোগীকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি উৎসবের দিনগুলিতে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি থেকে প্রতিদিনের জ্বরের রিপোর্ট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের রাজ্যসভায় কোয়েল জয়ের শংসাপত্র পেলেন অভিনেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টলিপাড়ার প্রথম সারির অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ওরফে রুক্মিণী মল্লিককে ঘিরে ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ পদ পেয়েছিলেন চলতি বছরের এপ্রিলে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াফুল শিবিরের বিপর্যয় এবং প্রায় তিন মাসের নিষ্ক্রিয় থাকার পর ইস্তফা দিয়েছিলেন সাংসদ পদ থেকে। এবার সেই পদেই এক মাস পর ফের প্রত্যাবর্তন ঘটল তাঁর। তবে এবার তৃণমূল নয়, বিজেপির গেরুয়া পতাকা হাতে। শুক্রবার রাজ্যসভা উপনির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে জয়ের শংসাপত্র হাতে তুলে নিলেন এই টলি নায়িকা।

উল্লেখ্য, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর জুলাই মাসে রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেন কোয়েল। তিন মাসের সাংসদ জীবনে একদিনও সংসদে উপস্থিত হননি তিনি। ইস্তফার পরেই বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই জল্পনাতেই শিলমোহর পড়ে গত ৪ অক্টোবর, যখন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব কোয়েলকে রাজ্যসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। প্রার্থী ঘোষণার পরদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়ে নিজের নামাঙ্কিত মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

এদিকে ১৬ অক্টোবর ভোটগ্রহণের দিন ধার্য থাকলেও, শুক্রবার অর্থাৎ ৯ অক্টোবর মনোনয়ন জমার শেষ দিনে চিত্র বদলে যায়। কোয়েলের বিরুদ্ধে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রার্থী না দেওয়ায়, নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করে। এদিন বিধানসভার সচিবের হাত থেকে জয়ের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন কোয়েল।

বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে তাণ্ডবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে গড়িয়ার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখল পুলিশ। শুক্রবার ভোরে গড়িয়ার বোয়ালিয়া এলাকা থেকে বাপ্পা গুছাইত (২৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পত্তি ধ্বংস, শান্তি ভঙ্গ, শ্লীলতাহানি, প্রাণনাশের হুমকি, প্রমাণ নষ্ট ও জালিয়াতির মতো ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাবে পুলিশ। এই গ্রেপ্তারির বিষয়টি শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে কলকাতা হাইকোর্টকেও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার ভোরে। দক্ষিণ কলকাতার কালিকাপুর এলাকায় বিকাশবাবুর বাড়ির সামনে এক দুষ্কৃতী বাইকে চেপে হাজির হয়। অভিযোগ, মুখ ও মোটরবাইকের নম্বর প্লেট গামছা দিয়ে ঢেকে সে একের পর এক মদের বোতল ছুড়তে থাকে বিকাশবাবুর বাড়ি লক্ষ্য করে। কাচ ভাঙার বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বোতল ছোড়ার পাশাপাশি ওই যুবক অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং চিৎকার করে হুমকি দেয়, 'আমাদের পেছনে লাগবি না, আমরা দেশভক্ত।'

এই হামলার ঘটনা সামনে আসতেই আইনজীবী মহলে তীব্র উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যসভার সাবেক সাংসদ বিকাশবাবু জানান, এটি সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত হামলা। তাঁর অভিযোগের তির 'হিন্দুত্ববাদী' সংগঠনগুলির দিকে। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী বলেন, 'হিন্দুত্ববাদীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। যারা গরিব মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছে, তাদের ওপর হামলা চালিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে।' নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স চাইবেন বলেও জানিয়েছেন।

ঘটনার পরেই তদন্তে নামে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ। সংগৃহীত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজন যুবককে চিহ্নিত করা হয়। শুক্রবার ভোর ৪টে ৫ মিনিট নাগাদ অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়ার বাড়ি থেকে বাপ্পা গুছাইতকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের ব্যবহৃত বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

তিল-জল-কুশে ভোরের আগমনী তর্পণের ঘাটে সুরক্ষার চাদর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার ভোরে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করতে প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামবে হুগলি নদীর ঘাটে ঘাটে। আর সেই বিশাল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখেই ভিড় সামলাতে এবং পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগাম তৎপর রাজ্য সরকার। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পর্যাপ্ত আলোর সংস্থান এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বজায় রাখতে নবান্নের তরফে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটের প্রস্তুতি কতদূর এগোল, তার ওপর সরাসরি নজরদারি চালাতে জেলা প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, মহালয়ার আগেই হুগলি নদীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাট এবং সংলগ্ন এলাকা পুরোপুরি আবর্জনামুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে ঘাটে পৌঁছনোর সংযোগকারী রাস্তা, হাঁটার পথ, সিঁড়ি ও আশপাশের এলাকা থেকে সমস্ত পলি, আগাছা ও নোংরা দ্রুত সরানোরও। এর পাশাপাশি ঘাটের চাতাল ও সিঁড়ি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও ভাঙাচোরা সিঁড়ি বা রেলিং থাকলে তা অবিলম্বে মেরামত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পুণ্যার্থীরা মসৃণভাবে ওঠা-নামা করতে পারেন। আসন্ন দুর্গাপূজা ও মহালয়া উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিতে প্রয়োজনীয় সৌন্দর্যায়নের কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে।

মহালয়ার দিন সূর্যোদয়ের অনেক আগে থেকেই হুগলি নদীর তীরে বিভিন্ন ঘাটে তর্পণকারীদের ভিড় জমতে শুরু করে। ভোরের অন্ধকারে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ঘাট তো বটেই, নদীর পাড়, সংযোগকারী মূল রাস্তা, গলি এবং পার্কিং এলাকাগুলিতেও পর্যাপ্ত এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এর পাশাপাশি ঘাটে আসা পুণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং ব্যবহারযোগ্য অস্থায়ী ও স্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঘাটগুলিতে যাতে নোংরা জমে না থাকে, সেজন্য ছড়ানো থাকবে প্রচুর ডাস্টবিন। বিশেষ করে ভোরের তর্পণের পর জমে থাকা ফুল ও সামগ্রী দ্রুত পরিষ্কার করার জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিশেষ টিম নজরদারি চালাবে।

বিপুল ভিড় সামলাতে ও দুর্ঘটনা এড়াতে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় স্থানগুলিতে ব্যারিকেড বসিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নদীর পাড়ে বা জলে নামার মুখে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রস্তুত থাকছে বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা। পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় পুরসভা, সেচ ও জলপথ দপ্তর, কলকাতা পুরসভা সহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর একসঙ্গে সমন্বয় রেখে এই কাজ পরিচালনা করবে।

শুধু নির্দেশিকাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত ঘাটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘাটের জন্য তৈরি হচ্ছে পৃথক 'অ্যাকশন প্ল্যান'। কোন ঘাটে কী কী বন্দোবস্ত করা হচ্ছে এবং সেখানে কোন আধিকারিক তদারকির দায়িত্বে থাকছেন, তা ওই তালিকায় উল্লেখ রাখতে হবে। মহালয়ার আগেই প্রতিটি চিহ্নিত ঘাট যাতে পুণ্যার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য

মহালয়ার ভোরেও মেঘ-বৃষ্টির খেলা, উদ্বেগে কুমোরপাড়া থেকে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপনের বড় বড় ব্যানার আর তিলোত্তমার বাজারগুলিতে থিকথিকে ভিড় জানান দিচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা এসে গিয়েছে। কিন্তু শরতের যে আবহাওয়ার জন্য বাঙালি সারা বছর চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করে থাকে, তার দেখা মেলা দায়। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর শিউলি ফুলের গন্ধের পরিবর্তে অধিকাংশ সময়ই আকাশ থাকছে ধূসর ও মেঘলা। আকাশে ঝকঝকে রোদের বদলে হঠাৎ করেই নেমে আসছে দু'এক পশলা বা মুষলধারে বৃষ্টি। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গ থেকে সাধারণত অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নেয়। কিন্তু এবার মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনায় সেই বিদায়লগ্ন পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। উল্টে উৎসবের সূচনালগ্নেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির দাপট বজায় থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে পাওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, আজ মহালয়ার দিনও জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। ফলে মহালয়ার ভোরে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে যাওয়া মানুষজন থেকে শুরু করে কেনাকাটায় বের হওয়া দর্শনার্থীদের সঙ্গে ছাতা রাখা বাধ্যতামূলক বলেই পরামর্শ দিচ্ছেন আবহবিদরা।

তবে মহালয়া পার হলে সাময়িক স্বস্তির বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মোটের উপর শুকনো থাকবে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কম। একই কথা প্রযোজ্য উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। কারণ, চতুর্থী ও পঞ্চমী থেকে পুনরায় আবহাওয়ার মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। চতুর্থী থেকে মূলত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো উপকূলীয় জেলাগুলিতে পুনরায় বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার এই অনাকাঙ্ক্ষিত খামখেয়ালিপনায় চরম বিপাকে পড়েছেন প্রতিমা শিল্পী, প্যান্ডেল উদ্যোক্তা ও আমজনতা। শেষ মুহূর্তের কাজের ব্যস্ততায় ফুটছে উত্তর কলকাতার কুমোরটুলি। কিন্তু একটানা বৃষ্টি আর বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে প্রতিমা শুকানো এবং রঙের কাজ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মাটির প্রতিমা ভেজা হাওয়ায় শুকাতে না পারায় রঙ টিকছে না, যার ফলে শিল্পীদের হ্যাজাক জ্বালিয়ে বা অতিরিক্ত ফ্যান চালিয়ে প্রতিমা শুকানোর মরিয়া চেষ্টা চালাতে হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে তৈরি হওয়া ঠাকুরগুলোকে বাঁচাতে প্লাস্টিক ও ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখার বাড়তি খরচ ও ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে তাঁদের। অন্যদিকে, পুজো প্যান্ডেল নির্মাণের কাজেও বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্রতিকূল আবহাওয়া। থিম ও সাবেকি পুজোর জন্য তৈরি খোলা বা আংশিক আবৃত প্যান্ডেলগুলির বাইরের কাপড়ের সাজসজ্জা, কারুকাজ ও আলোকসজ্জা বৃষ্টির জলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিকাশরঞ্জনের 'হিন্দুত্ববাদী' পোস্ট নিয়ে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইনজীবী তথা সিপিআইএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিকাশবাবুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর তাঁর করা পোস্টে 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দের ব্যবহার নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি যদি তাঁর বক্তব্য থেকে 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দটি বাদ না দেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে সিপিআইএমের প্রাক্তন মেয়র ও বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাসভবনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রী মালদহ সফরে থাকলেও বিষয়টি জানতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কারোর বাড়িতে হামলার ঘটনাকে সরকার বরদাস্ত করে না। পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বিকাশবাবুর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বাপ্পা গুছাইত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র উপযুক্ত জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে গোলমালের সূত্রপাত হয় বিকাশবাবুর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের বয়ান ঘিরে। অভিযোগ, তিনি ওই পোস্টে আক্রমণকারীদের 'হিন্দুত্ববাদী' বলে চিহ্নিত করেন। বিষয়টি নজরে আসতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'বিকাশবাবু তাঁর পোস্টে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ করেছেন। এটাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যেই গড়ফা ও কসবা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সিপি-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর করা হয়েছে।' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে দেন যে, আইনের চোখে সবাই সমান এবং বিকাশবাবুও আইনের ঊর্ধ্বে নন। তিনি বলেন, 'সাংবাদিক বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উনি যদি 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দটি ডিলিট না করেন, তবে আমরা ধরে নেব সর্ববৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থায় সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। ওঁর উচিত পোস্টটি সংশোধন করে নেওয়া। সরকার কারোর বাড়িতে আক্রমণ সমর্থন করে না, কিন্তু তার অজুহাতে ভারতবর্ষ তথা হিন্দু সমাজকে খাটো করা বা আক্রমণ করাও সহ্য করা হবে না।'

উত্তর কলকাতার হাতিবাগান নবীনপল্লি মানে সেই আবোল তাবোল পাড়া। এবার দুর্গাপুজোয় সেজে উঠছে নতুন রূপে। এবার তাদের থিম- 'হাসি খুশি পাড়া'। ছবি: অদিতি সাহা

সংখ্যালঘুরা বিজেপির সঙ্গে নেই, এই ভুল ধারণা এবার শেষ হল: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে গণনার প্রাথমিক প্রবণতা ও ফল প্রকাশ পেতেই রাজ্য রাজনীতিতে তুঙ্গে জল্পনা। শাসক শিবিরকে জোর ধাক্কা দিয়ে গেরুয়া শিবিরের উত্থান ঘটতেই সরব হলেন বিজেপি নেতৃত্ব। রেজিনগরে দলের নির্বাচনী ফল সামনে আসতেই রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, 'সংখ্যালঘুরা বিজেপির সঙ্গে নেই, এই যে দীর্ঘদিনের একটি ভুল ধারণা তৈরি করে রাখা হয়েছিল, এবার তা পুরোপুরি শেষ হয়েছে।'

রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, এলাকার সংখ্যালঘু বাসিন্দারাও এখন রাজনীতি ও উন্নয়নের আসল তফাত বুঝতে পেরেছেন। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'রেজিনগরে আমরা বাবরি মসজিদ চাই না। আমরা চাই শিল্প, আমরা চাই কর্মসংস্থান ও প্রকৃত উন্নয়ন।' একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও বুঝতে পেরেছেন যে আগামীদিনে কেন্দ্র কিংবা রাজ্যের ক্ষমতার সমীকরণে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তাই তাঁদের পছন্দ হোক বা না হোক, আমাদের সঙ্গে নিয়েই পথ চলতে হবে।' বিগত কয়েক মাসে মোদি সরকারের জনহিতকর কাজ ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ দেখেই রেজিনগরের সংখ্যালঘু ভোটাররা গেরুয়া শিবিরের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন বলে মত বিজেপি রাজ্য সভাপতির।

অন্যদিকে, রেজিনগরের উপনির্বাচনে বেশ কিছু বুথে সংখ্যালঘু ভোটের এই মেরুকরণ ও দলীয় পারফরম্যান্স নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারও। নিজের নির্বাচনী ফল ও বুথভিত্তিক হিসাব প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জানান, 'কয়েকটা বুথে আমি কম ভোট পেয়েছি ঠিকই, তবে নির্বাচনে তো এভাবেই ভোট হয়।' বিরোধী দলকে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'তৃণমূল বলে আবার কোনো দল আছে নাকি? এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল তো দূর, আদতে কোনো বিরোধী অস্তিত্বই নেই! এটাই আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমজনতা এদের ভোট দেবে কেন?'

এদিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাঝে পারিবারিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে শাখারভ সরকার বলেন, 'হুমায়ুন কাকা আমার ওপর রাগ করে নির্বাচনে এলেন না, এমনকী উনি বলছেন রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন! তবে আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছেন, রাজনীতির কারণে কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করতে নেই।'

অতীত আবাহনে জেগে ওঠেন মৌতড়ের বুড়ি দুর্গা

মোষহীন বুড়ি দুর্গার উলটো দিকে থাকেন গণেশ-কার্তিক, প্রসাদে দেওয়া হয় মদ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: দেবী দুর্গার নাম বুড়ি দুর্গা। দশভুজা শিবানীর পায়ের তলায় নেই মোষ। তবে আছে নতজানু অসুর। পাঁচশো বছরের বেশি প্রাচীন বুড়ি দুর্গার সঙ্গে গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান একেবারে উল্টো অর্থাৎ দেবীর ডানে কার্তিক আর বামে থাকেন গণেশ। দেবীর প্রসাদে দেওয়া হয় মদ। প্রায় পাঁচশো বছরের থেকেও বেশী সময় ধরে চলছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় গ্রামের বুড়ি দুর্গার বৈচিত্র্যময় এই পুজো। ছোট বাজেট হলেও প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য আর প্রাণের টানে বুড়িদুর্গার টানে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা। মৌতড়ের বুড়ি দুর্গার পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবল সমীর, দেবদাস ভট্টাচার্যরা। তাঁরা জানান, ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলছে। এই বুড়ি দুর্গার পুজো চালু

করেছিলেন গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর আদি বাড়ি নদিয়ার বাঁশবেড়িয়ায়। তিনি সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের রাজসভায় পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ার কাশিপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিং দেও তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। কয়েক বছর কাশীপুরের রাজ দরবারে থেকে তিনি ফিরে যেতে চান। কিন্তু রাজা গৌরিকান্তবাবুকে আর ফিরে যেতে দেননি। রাজা তাঁকে রঘুনাথপুর ২ব্লকের বাঁন্দা এলাকায় জমি দেন। বসবাস করার জন্য বাঁন্দার কাছে মধুতটি ওরফে মৌতড়ে জমি দেন। তখন মৌতড় গ্রামটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। কিছু মানুষজন বসবাস করতেন। বসতবাড়ি করারপরে তিনি রাজার দেওয়া জমি চাষিদের চাষ করতে দেন। কিন্তু, জমির ফসল ওঠার আগে কে বা কারা তা নিয়ে পালিয়ে যায়। বেশ কয়েকবার চাষ করে ফসল পেলেন না তিনি।

সেই খবর রাজাকে জানাতেই রাজা ধান চাষ করার পরে সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন পাহারা দেওয়ার জন্য। ধান ঘরে তোলার আগে একদিন গৌরীকান্তবাবু রাতে সৈন্যরা ঠিকমত পাহারা দিচ্ছে কিনা তা দেখতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি দেখেন একটি বুড়িকে মাঠ থেকে সৈন্যরা আটক করেছে। ওই বুড়ি মহুল ফল খেয়ে মাতালের মতো টলছিলেন। সৈন্যরা আটক করতেই বুড়ি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত দেবীকে সেদিন যেমন রূপে দেখেছিলেন সেইমতো দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে পুজোর নির্দেশ দেন। সে বছরই মৌতড়ে মন্দির গড়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়। তখন থেকে ওই পুজোর নাম হয় বুড়ি দুর্গা। গৌরিকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারের লোকেরাই এখন এই পুজো পরিচালনা করছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, এখনো বোধনের দিন দেবীকে গ্রামের বড়পুকুর থেকে পালকিতে মন্দিরে আনা হয়। দেবীর প্রসাদে মাছ, মাংস, ভাত-সহ মোট ১৩ রকমের ভোগ থাকে। সঙ্গে মদ দেওয়ার রীতি রয়েছে। কারণ পূর্বপুরুষদের দেখা বুড়িরূপী দেবী দুর্গা মহুলের নেশায় ঢুলছিলেন।

মোষ বিহীন দুর্গা কেন? উত্তরে পরিবারের লোকেরা জানান, পুজোর প্রতিষ্ঠাতা গৌরাকান্ত ভট্টাচার্য দেবীকে যখন দেখতে পেয়েছিলেন, সেদিন দেবীর পায়ের কাছে নতজানু অসুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মোষ ছিল না। কার্তিক ও গণেশের অবস্থানও ছিল উল্টো। তাই সেই রীতি এখনো চলছে। পরিবারের সদস্য দেবদাস ভট্টাচার্য বলেন, মৌতড় গ্রামের মা বড় কালী পুরুলিয়া জেলার প্রথম তথা রাজ্যের অন্যতম। সেই মা বড়কালীর প্রতিষ্ঠার আগে এই বুড়িদুর্গার প্রতিষ্ঠা।

নন্দীগ্রাম জয়ের আঁচ দুর্গাপুরেও

ধান্ডাবাগে মিষ্টিমুখ লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নন্দীগ্রামের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে দলীয় প্রার্থীর জয়ের খবর পৌঁছতেই উৎসবের মেজাজে ভাসল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর। ফল ঘোষণার পর থেকেই পদ্ম শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস চোখে পড়ছিল, বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ধান্ডাবাগ সুকান্ত পল্লিতে তা পৌঁছাল এক অনন্য উচ্চতায়। জয়ের আনন্দে দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে এই রাজনৈতিক সাফল্য উদযাপন করল বিজেপি। এদিন সকাল থেকেই সুকান্ত পল্লি এলাকায় দলীয় পতাকা হাতে জড়ো হতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। স্লোগান ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের দলীয় বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই এবং বিজেপির জেলা মুখপাত্র

সুমন্ত মণ্ডল। শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কর্মীদের উদ্দীপনা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। স্বয়ং দলীয় বিধায়ক ও জেলা মুখপাত্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দলীয় কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মিষ্টিমুখ করান। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত নন্দীগ্রামে এই জয় রাজ্য রাজনীতির সমীকরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই জয়ের ঢেউ যে শিল্পাঞ্চলের মাটিতেও দলীয় কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে, ধান্ডাবাগের এই উদযাপন তারই স্পষ্ট প্রমাণ দিল। উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নন্দীগ্রামের এই জয় সাধারণ মানুষের পরিবর্তনের স্পষ্ট বার্তা, যা আগামী দিনে গোটা রাজ্যেই প্রতিফলিত হবে।

শ্রীরামপুরে পকেটমারদের বাড়বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভিড়ের চাপ ও অসাবধনতার সুযোগ নিয়েই মানুষের পকেট কেটে টাকা থেকে মোবাইল হাতিয়ে নিচ্ছে পকেটমাররা। শ্রীরামপুর স্টেশন লাগোয়া রাজেন্দ্র বাগ রোড, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ ও আরএমএস মাঠ সংলগ্ন ময়দানের চারপাশে মার্কেটে মানুষ কেনাকাটার জন্য ভিড় জমান। স্বাভাবিকভাবে মহালয়ার আগে থেকেই মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। শুধু যে কেনাকাটা করতে আসা মানুষের পকেট কাটা যাচ্ছে, এমনটাই নয়। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে ক্রেতা সেজে জামাকাপড়ের দোকানে ঢুকে জিনিস কেনার নাম করে, জামাকাপড় হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। ভিড়ের চাপ সামাল দিতে ও পকেটমারদের ধরতে শ্রীরামপুর বাজারে পুলিশ ও সাদা পোশাকের পুলিশ থাকলেও, পকেটমাররা সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকায়, পুলিশের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্টেশন চত্বরের বাজারে পুলিশ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের সিসিটিভিতে নজরদারি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে, পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
পল্লীশ্রী লিমিটেড (সিআইআরপি-র অধীনে)
(গত ০২.০৭.২০২৬ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং আজকাল, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণে প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তির অনুবৃত্তিক্রমে)

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের ২৭.০৩.২০২৬ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬ (''আইবিসি'')-এর অধীনে পল্লীশ্রী লিমিটেড (''কর্পোরেট ডেবটর'')-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (''সিআইআরপি'') চলছে।

গত ০২.০৭.২০২৬ তারিখের পূর্ববর্তী সাধারণ বিজ্ঞপ্তির অনুবৃত্তিক্রমে, রেজোলিউশন প্রফেশনাল (''আরপি'') এতদ্বারা কর্পোরেট ডেবটরের নিম্নলিখিত সম্পত্তি / সম্পদগুলির স্বত্ব, মালিকানা, দখল, দায় বা অন্য কোনো অধিকার বা স্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য, প্রামাণ্য নথি, দাবি এবং/অথবা আপত্তি আহ্বান করছেন :

১. আরামবাগ (কারখানা) হোল্ডিং নং ৪০৮, ও.বি. রোড, ওয়ার্ড নং ৬, পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি ৭১২৬০১ (মৌজা আরামবাগ, দৌলতপুর এবং তেলিপাড়া)।
২. বাঁকুড়া (কারখানা) লক্ষ্মীসাগর, ময়না, থানা সিমলাপাল, বাঁকুড়া - ৭২২১৬০, যার অন্তর্ভুক্ত মৌজা রামগড়, জে.এল. নং ০৩৩-এর জমি।
৩. কলকাতা (কর্পোরেট অফিস) মার্লিন ইনফিনিট, ডিএন-৫১, ১২তম ফ্লোর, স্যুট নং ১২০৫, ডিএন ব্লক, সেক্টর ফাইভ, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১।

দাবিদার / আগ্রহী পক্ষদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

যেকোনো ব্যক্তি, সত্তা, কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যারা
ক) উপরিউক্ত প্রেমিসেসের মধ্যে, সংলগ্ন বা আবদ্ধ কোনো জমি, ভবন, কাঠামো, শেড, গুদাম, প্লান্ট বা সরঞ্জামের উপর বা কর্পোরেট ডেবটরের নামে রেকর্ডকৃত / মিউটেশন হওয়া কোনো জমির উপর কোনো অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, মালিকানা বা দখলের দাবি করেন বা অধিকারী হন,
খ) কর্পোরেট ডেবটরের কোনো সম্পদ সম্পর্কিত কোনো স্বত্ব দলিল, হস্তান্তরপত্র, ইজারা, লাইসেন্স, প্রজাস্বত্ব বা অন্যান্য নথির অধিকারী হন, অথবা
গ) উক্ত যেকোনো সম্পদের স্বত্ব, মালিকানা বা দখলকে প্রভাবিত করে এমন কোনো দাবি, বিবাদ, আপত্তি, দায়, বিরুদ্ধ স্বার্থ বা তথ্য/নথি রাখেন,

তাদেরকে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে আরপি-র কাছে সমর্থনযোগ্য প্রামাণ্য নথিসহ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

যদি উক্ত পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে কোনো সাড়া না পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে এমন কোনো দাবি, অধিকার বা আপত্তি নেই।

জমাদানের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রযোজ্য, দাবিদারের নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিবরণ; সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ/অবস্থান; মৌজা, জে.এল. নং, খতিয়ান নং, দাগ/প্লট নং, আয়তন এবং সীমানা; দাবি/অধিকারের প্রকৃতি এবং ভিত্তি; এবং প্রাসঙ্গিক সমর্থনযোগ্য নথিসহ যেকোনো বিচারাধীন বা পূর্ববর্তী আইনি কার্যধারার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য এবং নথিপত্র আইবিসি এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী আরপি দ্বারা যাচাই এবং পরীক্ষার সাপেক্ষে হবে এবং এটি নিজে থেকে দাবিকৃত কোনো অধিকার বা দাবির স্বীকৃতি বা গ্রহণযোগ্যতা গঠন করবে না।

সমস্ত জমাদান ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে
cirp.pallishree@gmail.com

নীরজ জৈন
রেজোলিউশন প্রফেশনাল, পল্লীশ্রী লিমিটেড
যোগাযোগের ঠিকানা :
চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ইউনিট ১, ১৪তম ফ্লোর, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
তারিখ : ০৭.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

বাঁকুড়ায় বিএড কলেজে সাঁওতালি মাধ্যম চালুর দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় শিক্ষক শিক্ষণ এর জন্য যে বি-এড কলেজ রয়েছে সেখানে সাঁওতালি মাধ্যমে বি-এড ট্রেনিং নেওয়ার ইউনিট চালুর দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়ার ধলডাঙ্গা মোড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা অবরোধের ডাক দিয়েছে 'সান্তালি মিডিয়াম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন।' তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে অন্যান্য আদিবাসী গণসংগঠনগুলিও। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল-সহ গোটা দক্ষিণ বাঁকুড়ার প্রবেশ ও প্রস্থানের মূল ঘাঁটি হলো ধলডাঙ্গা চৌমাথা মোড়। বাঁকুড়া শহর থেকে এই মোড় হয়ে খ তড়া মুকুটমনিপুর রাস্তা, রানিবাঁধ বারিকুল সড়ক, তালডাংরা মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এবিষয়ে অনুরোধ করে আবেদন করেছি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'এদিন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি দিয়ে আবেদন করেছি জেলার কোনো একটি বিএড ট্রেনিং কলেজে সাঁওতালি মাধ্যমে অলচিকি হরফে বিএড-এর জন্য ৫০টি আসন রিজার্ভেশন রাখা হোক। যাতে সান্তালি মিডিয়াম স্টুডেন্টরা ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক শিক্ষণ ট্রেনিং নিতে পারেন।' দাবি পূরণের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলেও জানান সুবিন টুডু। তাঁদের দাবির সমর্থনে আদিবাসী সংগঠনগুলিও এই অবরোধ

সিমলাপাল হয়ে রাইপুর এবং বিষ্ণুপুর যাওয়ার রাস্তা। ওই সকল সড়ক পথেই বাঁকুড়া জেলা শহরেও ঢুকতে হয়। সান্তালি স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের ডাকা রাস্তা অবরোধে শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র জরুরি যানবাহন ছাড়া সমস্ত যানবাহন আটকে থাকে। ফলে বিষ্ণুপুর-সহ পুরো জঙ্গলমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। সান্তালি মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হলেও ডিএল-এড এবং বি-এড ট্রেনিং কলেজ না থাকায় শিক্ষক শিক্ষণ নিতে অসুবিধায় পড়ছেন সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষা নেওয়া পড়ুয়ারা। তাই তাদের দাবি যে ন্যায্য তা শিক্ষা দপ্তরের কর্তারাও স্বীকার করছেন। সান্তালি মিডিয়াম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ হেমব্রম ও সম্পাদক সুবিন টুডু বলেন, 'রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর জেলা শাসকের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানার এক কর্মকর্তা বাবুনাথ টুডু বলেন, 'ছাত্ররা তো অন্যায় দাবি করেনি। অলচিকি হরফে সান্তালি মাধ্যমে যারা পড়াশোনা করেছে তারা বাংলা মাধ্যম প্রশিক্ষণ নিতে অসুবিধায় পড়ছেন। তাই আমরা ওদের দাবির সমর্থনে আন্দোলনে সামিল হয়েছি।' অবরোধ ওঠানোর জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় ঘটনাস্থলে এসেও বিক্ষোভকারীদের হটাতে পারেননি। এদিন বিকেলে সাড়ে ৫টা নাগাদ জেলাশাসক দপ্তরের এক আধিকারিক অবরোধস্থলে এসে আশ্বাস দেন বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও নবান্নের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই আদিবাসী সংগঠনগুলি নিয়ে জেলাশাসক বৈঠকে বসে সমাধান সূত্র বের করবেন। এই আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ ওঠে।

উন্নয়ন স্তব্ধ, উৎসবের মুখে বকেয়া কাজের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উৎসবের মরসুমেও থমকে পঞ্চায়েতের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ। বেহাল রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ১০০ দিনের বকেয়া মজুরি, একগুচ্ছ জনস্বার্থবাহী দাবিতে এবার সরাসরি অন্ডাল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর দ্বারস্থ হলো সিপিআই(এম)-এর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ। পঞ্চায়েত স্তরের অচলাবস্থা কাটানো এবং এলাকার সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ১২ দফা দাবির সনদ পেশ করা হয়। স্মারকলিপির অন্যতম প্রধান দাবি, হিসেবে উঠে এসেছে অন্ডালের ভাদুর গ্রামের দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তার অবিলম্বে সংস্কার। সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, গত পাঁচ মাস ধরে এলাকায় পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে সেই স্থবিরতা কাটিয়ে দ্রুত সমস্ত কাজ শুরু করা এবং জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মজুরি মেটানোর জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুমার মণ্ডল কড়া বার্তা দিয়ে জানান, দুর্গাপূজার উৎসবের আবহে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে প্রশাসনের কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রবীর বাবু বলেন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প কার্যকরভাবে পুনর্বহাল করে বছরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত যোগ্য মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর ৩ হাজার টাকা দ্রুত পাঠাতে হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য দুর্গাপূজার বোনাস বরাদ্দ করতে হবে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে প্রতি পরিবারকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া সমস্ত বৈধ নাগরিকের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকারি নির্ধারিত দামে পর্যাপ্ত বালি সরবরাহ নিশ্চিত করে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ ফেরাতে হবে। কোলিয়ারি এলাকায় বেআইনি হকার উচ্ছেদ বন্ধের পাশাপাশি পানীয় জল ও বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কয়লাখনি সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের ধস, গ্যাস নির্গমন ও ভূগর্ভস্থ আগুনের ভয়াবহ সমস্যা রোধে স্থায়ী প্রতিকার চাই। নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-বিরোধী চারটি শ্রম কোড অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এই মৌলিক সমস্যা ও দাবিগুলি প্রশাসন দ্রুত বিবেচনা করে সমাধানের উদ্যোগ না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে।

হুগলিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় হচ্ছে দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুজোর আর দেরি নেই। আজ মহালয়া। তাই এখন সাজো সাজো রব। এই পুজোর জন্য খুঁটি পূজার আয়োজন করেন কমিটির সদস্যরা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় হচ্ছে দুর্গাপুজো। এই উদ্যোগ নিয়েছেন মহিলারাই। রাতারাতি গঠন করা হয়েছে 'অন্নপূর্ণা দুর্গাপুজো কমিটি'। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকায় দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছেন হুগলির পাণ্ডুয়ার গোয়ারা গ্রামের মহিলারা। ওই গ্রামে এই প্রথম বার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা ৬০ জন গৃহবধূ। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমিয়ে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। এ বার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সপ্তগ্রাম বিধানসভায়। সপ্তগ্রামের পোলবা-দাদপুর ব্লকের হারিট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়ার মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন এই যোজনায় মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন মহিলারা। সেই টাকা দিয়েই দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। এই জন্য গঠন করা হয়েছে দক্ষিণপাড়া অন্নপূর্ণা দুর্গাপুজো কমিটি। এক মহিলা জানান, গ্রামের প্রায় ৩০০ জন মহিলা একত্রিত হয়ে এই দুর্গাপুজোর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বারই প্রথম পুজোর করছেন তাঁরা। প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে বিসর্জন পর্যন্ত পুজোর সমস্ত

দায়িত্ব সব কিছুই করবে 'মাতৃশক্তি'। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্থানীয় বিধায়ক স্বরাজ ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তাঁরা। দক্ষিণপাড়ায় খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ। এই পুজোয় মহিলাদের পাশে থেকে তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভার্চুয়ালি এই পুজোর উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সপ্তগ্রামের পোলবা-দাদপুর ব্লকের হারিট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়ার মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
[ইনসোলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬-এর অধীনে]
উইজার্ড ই-মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের অবগতির জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	**উইজার্ড ই-মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড**
২	কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্তির তারিখ	১৫.০৩.২০০৭
৩	কর্পোরেট দেনাদার যে কর্তৃপক্ষের অধীনে অন্তর্ভুক্ত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪	কর্পোরেট দেনাদারের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর	U72200WB2007PTC114179
৫	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	উইজার্ড হাউস ৯/১/১, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০৪৬
৬	কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হওয়ার সূচনার তারিখ	০৭.১০.২০২৬
৭	ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৫.০৪.২০২৭
৮	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কর্মরত ইনসোলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম :** রাজ সিংঘানিয়া **রেজিস্ট্রেশন নং** IBBI/IPA-001/IP-P00188/2017-2018/10367
৯	বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	**ঠিকানা :** সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫এ, কলকাতা-৭০০০১২ **নিবন্ধিত ইমেল আইডি : rajsinghania_ca@yahoo.co.in**
১০	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	অ্যাপেক্স ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫এ, কলকাতা-৭০০০১২ **ইমেল : wizard.cirp@gmail.com**
১১	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১.১০.২০২৬
১২	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা আইবিসি, ২০১৬-এর সেকশন ২১-এর সাব-সেকশন (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে	প্রযোজ্য নয়
১৩	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসোলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে	ক) **ওয়েব লিঙ্ক https://ibbi.gov.in/home/downloads** খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, ০৭.১০.২০২৬ **তারিখের CP(IB) 81/KB/2025** নং আদেশের মাধ্যমে **উইজার্ড ই-মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর একটি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
উইজার্ড ই-মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ১০ নং এন্ট্রির বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে **২১.১০.২০২৬ তারিখে** বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদার ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারেন।
১২ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একজন আর্থিক পাওনাদার, ১৩ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের মধ্যে থেকে ফর্ম সিএ -তে শ্রেণির অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধির বিষয়ে তার পছন্দ নির্দেশ করবেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তিযোগ্য হবে।

রাজ সিংঘানিয়া
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00188/2017-2018/10367
তারিখ : ১০.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা
এএফএ নং : AA1/10367/02/311226/108458 যা ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ

এসবিআই হোম লোন সেন্টার, বেহালা (১৭৮৯৯)
জীবনতারা বিল্ডিং, (৩য় ফ্লোর) ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালা** -এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-কে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারা তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-এর বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখ অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন উক্ত পরিমাণ এবং এর উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালা** -এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-এর দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শান্তনু জানা এবং শ্রাবণী পাণিগ্রাহী** উভয়ের একই ঠিকানা: গণেশকা-২, ফ্ল্যাট নং এ, ২য় ফ্লোর, ১৭৪/১৭৫, তালপুকুর রোড, ঘোষপাড়া বাজারের কাছে, পোঃ সরশুনা, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬১, **অন্যান্য ঠিকানা:** ৭৭/১বি, বাদে রায়পুর রোড, ২য় ফ্লোর, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, **এছাড়াও:** প্রযত্নে- অশ্বিনী কুমার জানা, গ্রাম ও পোঃ রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪৪১ **অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩ (এইচবিএল)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (দক্ষিণ শহরতলি ইউনিট)-এর সীমানার মধ্যে, ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, ১৭৫, তালপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬১ প্রাঙ্গন নং হওয়া, ৪১-১২৬-২০-০১৭৫-৫ অ্যাসেসি নং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, বেহালা এ.ডি.এস.আর., বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর থানা, মৌজা দক্ষিণ বেহালা, পরগনা বালিয়া, ৩৫১ তৌজি নং, ৮১ আর.এস. নং, ১৬ জে.এল. নং, ৩০৩ আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে, ২১৪ সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং-এ অবস্থিত এর উপর নির্মিত দেয়াল, মেসাজেস টেনেসমেন্ট এবং হিয়ারিডিটামেন্ট সহ কমবেশি **৪ কাঠা ১২ ছটাক এবং ১৭ বর্গফুট** পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** কেএমসি প্যাসেজ দ্বারা, **দক্ষিণে:** বিক্রেতার নিজস্ব জমি দ্বারা, **পূর্বে:** তালপুকুর রোড দ্বারা, **পশ্চিমে:** মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।	**১) ২০.০৪.২০২৬** **২) ০৮.১০.২০২৬** **৩) ১৯.০৪.২০২৬** তারিখে **৬,৬৭,৬১০.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শো দশ টাকা মাত্র) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ।
	ফ্ল্যাটের বিবরণ **মালিক - শ্রী শান্তনু জানা এবং শ্রাবণী পাণিগ্রাহী।** উপরে প্রথম তফসিলে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (দক্ষিণ শহরতলি ইউনিট) অধীনে ১৭৫, তালপুকুর রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬১ প্রাঙ্গণে অবস্থিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক ইম্পোর্টেবল অংশ সহ, এর সাথে যুক্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি ব্যবহার এবং উপভোগ করার অধিকার সহ **গণেশকা-২** নামে পরিচিত ভবনের **২য় ফ্লোরে** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি **১০৩৬ বর্গফুট** পরিমাপের **এ নং ফ্ল্যাটের** সকল অংশ। এটি কলকাতা এ.আর.এ.-১, পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স-১-এর অফিসে **২০১৪ সালের ০২০২০ নং দলিল** হিসেবে বই-১, সিডি ভলিউম নম্বর ৪, ৯৮৬৩ থেকে ৯৮৯০ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত।		
২.	**শ্রী নেপাল কুমার মণ্ডল,** পিতা- প্রয়াত সুরথ চন্দ্র মণ্ডল **ঠিকানা:** গ্রাম- কৃষ্ণদেবপুর, পোঃ+ থানা - মন্দির বাজার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৯৫ **অ্যাকাউন্ট নং ৪০৫৪০৮৯৫৯৪০ (এইচবিএল) এবং ৪০৫৪০৯৪৩০৩২ (সুরক্ষা)**	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, গতেশ্বর এ.ডি.এস.আর.ও., মন্দির বাজার থানা, কেচুরকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এখতিয়ারের অধীনে, ২১৬৮ নিজস্ব এল.আর. খতিয়ান নং, ৯৭৯, ১০১৫ এল.আর. খতিয়ান নং, ১২৪৭ এবং ১২৪৭/১৩৬৯ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং, ৭ জে.এল নং, মৌজা- কৃষ্ণদেবপুরে অবস্থিত কমবেশি **১৪.৭৯ ডেসিমেল** পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা **২০২০ সালের জন্য ১৬১৬০২৩৮০ নং দলিল** হিসেবে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬১৬-২০২০, ৪৩৮৭৮ থেকে ৪৩৮৯৮ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। এবং **২০২১ সালের জন্য ১৬১৬০১৯২০ নং দলিল** হিসেবে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬১৬-২০২১, ২৮৮৮৮ থেকে ২৮৯২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত।	**১) ১৮.০৭.২০২৬** **২) ০৮.১০.২০২৬** **৩) ১৭.০৭.২০২৬ তারিখে ১৮,৬৩,৬৮৮.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শো আঠাশী টাকা মাত্র) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ।

সম্পত্তিটি শ্রী নেপাল কুমার মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত সুরথ চন্দ্র মণ্ডলের নামে রয়েছে।
সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- জয়দেব রুইদাস এবং মালিকের জমি দ্বারা, **দক্ষিণে** - মালিকের জমি দ্বারা, **পূর্বে-** মালিকের জমি এবং পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে-** শকুন্তলা সর্দার এবং পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা।

তারিখ: ০৮.১০.২০২৬
স্থান: বেহালা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংরেজদের শত চেষ্টায় বন্ধ করা যায়নি

এখনও মোষ বলি প্রথা জিইয়ে রয়েছে বুদবুদের মুখোপাধ্যায় বংশের দুর্গোৎসবে

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার পরেই শুরু বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। তাই বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামের মুখার্জি বাড়ির সদস্যদের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

৩৩৪ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন পরিবারের সদস্য বাসুদেব মুখার্জি। শোনা যায়, এই গ্রামেই ছিল টোল অর্থাৎ পাঠশালা। আর এই টোলেই শিক্ষা গ্রহণে আসেন মুখার্জি বাড়ির পূর্ব পুরুষ বাসুদেব মুখার্জি। পড়াশোনার সঙ্গে এই গ্রামেই তাঁর বিয়ে হয়। পরে সেই গ্রামেই তিনি বসবাস শুরু করেন। বাসুদেব মুখার্জির আদি বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের বাকলসার গ্রামে। সেখানে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। তিনি যখন সোঁয়াই গ্রামে বসবাস শুরু করেন তখন বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন সোঁয়াই গ্রামে। কিন্তু দেবীকে সোঁয়াই গ্রামে আনার সময় ঘটে বিপত্তি। দেবীকে যখন কাঁধে করে আনা হচ্ছিল সেই সময় তৎকালীন বর্ধমানের রাজা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন। রাস্তায় মুখোমুখি

হয় রাজার সৈন্য ও দেবীর। একদিকে সৈন্যরা বলেন, তারা রাস্তা ছাড়বে না, অপর দিকে যারা দেবীকে কাঁধে করে নিয়ে আসছিলেন তারাও জেদ ধোরে বসেন দেবীকে নিয়ে কোনওভাবেই তারাও রাস্তা ছাড়তে বাধ্য নয়। অগত্যা রাস্তায় আটকা পরে রাজা নিজেই তাঁর কারণ খুঁজতে এগিয়ে আসেন। রাস্তায় আটকা পড়ার কারণ শুনে রাজা নিজেই দেবীকে প্রণাম করে রাস্তা ছেড়ে দেন। পরে তিনি দেবীর জন্য বেশ কিছু জমিও দান করেন।

তারপর থেকেই ৩৩৪ বছর ধরে দেবী দুর্গা সোঁয়াই গ্রামেই মহাধুমধামে পুজো হয়ে আসছেন। এখানে শাক্ত মতেই পুজো হয়। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পুজো। সপ্তমীর দিন বেলি বরণ, দোলা আনা, ছাগ বলি থেকে কুমারী পূজা সব নিয়ম প্রথা মেনেই পুজো হয়ে আসছে আজও। সপ্তমীর দিন ছাগ বলি হলেও অষ্টমীর দিনে এক রঙের ছাগ বলি হয় এখানে। নবমীর দিনে মোষ বলি প্রথা চালু আছে প্রথম দিন থেকেই। সঙ্গে ভেড়া বলি। এছাড়াও আখ,চালকুমরো ছাড়াও বিভিন্ন জিনিস বলি হয়। পুজোর দিনে ভোগ নৈবিদ্য দেওয়া হয় রোজ। পুজোর চারটে দিন বাড়িতে মহিলাদের রান্না বান্নার কাজ থাকে না, তাই তারাও এই চারটে দিন পুজোতে মেতে ওঠেন আনন্দে। পুজোর চারটে দিনই নর-নারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে প্রতি বছরের মতো। পুজোর সব থেকে বড় আকর্ষণ হল এখানকার মোষ বলি। নবমীর দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ বলি দেখতে ভিড় জমান মন্দিরে। শোনা যায়, আগে দু'টি করে মোষ বলি হতো। একবার পুজোর সময় নবমীর আগের দিন একটি মোষের গলায় দঁড়ির ফাঁস লেগে মৃত্যু হয়, সেই থেকেই দুটির বদলে একটি মোষ বলির প্রথা চলে আসছে। তবে, পরিবার সূত্রে জানা যায় মোষ বলি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় ইংরেজরা। তারা সেই সময় তৎকালীন জেলাশাসককে দিয়ে বলি প্রথা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, হঠাৎই পুজোর সময় জেলাশাসক নিজে এসে পুনরায় বলি চালু করতে বলে যান। কারণস্বরূপ তৎকালীন জেলাশাসক তাদের জানান, রাতে তাঁর ঘুম হচ্ছে না, সবসময় নানান দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে কেউ ত্রিশূল নিয়ে তাঁকে মারতে আসছে। এক প্রকার অসুস্থ হয়েই পড়েছিলেন তিনি। তাই বলি প্রথা বন্ধ করা যাবে না। মুখার্জি বাড়ির সদস্যরা বলেন, পুজোর কয়েকটা দিন যে যেখানেই থাকুক, সবাই এসে হাজির হয় পুজোতে। পুজোর সময় বাড়ির মহিলারা কোথাও বের হন না অন্য ঠাকুর দেখতে। বাড়ির সদর দরজার উপরে একসময় নহবত বসত। তবে এখন সেখানে ফাঁকাই থাকে। গোটা পরিবার মিলে আনন্দে কাটান পুজোর চারটে দিন। পুজোকে ঘিরে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের মানুষরাও ভিড় জমান পুজো মণ্ডপে।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা – ৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তবে সেগুলি বিলি না হওয়ায় ফেরত এসেছে এবং তাই এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা এই বিষয়ে জানানো হচ্ছে

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয়েছে তার ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (কার্যকর হওয়ার তারিখ সহ)	বকেয়া (দাবি করা হয়েছে) টাকায়	লোন মঞ্জুর হয়েছে
১.	**শ্রী হায়দার আলী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মজুরা সেখ বৈষ্ণবডাঙ্গা, বাহাতালী সুতি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২২২৪	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনে, সুতি থানা, ৫৭৮৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৮৮৩ এল.আর. প্লট নং, ১৮ জেএল নং, মৌজা -কানোয়া-এর অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৮.৮৬৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উত্তরে: রাস্তা দক্ষিণে: পুকুর পূর্বে: সুনীল ঘোষের সম্পত্তি পশ্চিমে: বেলন সেখ-এর সম্পত্তি। সম্পত্তিটি শ্রী হায়দার আলীর নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৪৮৫৫০৫৪৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১৬৬৮৭৩০৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪৮৫৫০৫৫৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ২৬১০৮/- টাকা বকেয়া।	০১/১১/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
২.	**১. শ্রী হাবিবুল্লা আলম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- নুরুল আলম ঠিকানা: পশ্চিম ছাতামারি, ভাউলগুড়ি, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি-৭৩৫৩০৫ **২. শ্রী নুরুল আলম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আলাউদ্দিন আহমেদ ঠিকানা: পশ্চিম ছাতামারি, বড়কামাত, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি-৭৩৫৩০৫	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে, ময়নাগুড়ি থানা, ১৫৪৮ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৯১২ এল.আর. প্লট নং, ৬৫ জেএল নং, মৌজা -পশ্চিম ছাতামারির অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী হাবিবুল্লা আলমের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৪৮৬৩৯৫১৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১০১৩৩১৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪৮৬৩৯৫৩৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ২৪৬৬৬/- টাকা বকেয়া।	২৪/০৮/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৯,২০,০০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৩.	**১. শ্রী এরশাদ মিয়া (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- তজলিম মিয়া, ১২, নগর লাট রামার, নাগা তাই বাজার, সিতাইকুড়ি কোচবিহার, ভোগনবাড়ি, পোঃ সিতাইকুড়ি, জেলা: কোচবিহার। পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৮।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলায়, সিতাইকুড়ি থানা, ৬৩৩৪ এলআর প্লট নং, ৫৬৪৮ এলআর খতিয়ান নং, ৬৩ জেএল নং, মৌজা-নাগরাহ অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ কমবেশি ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী এরশাদ মিয়ার নামে রয়েছে।	ক) ১৪.০৭.২০২৬ খ) ১৭.০৪.২০২৬	৯২৪০৩০০৪১০০১০১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৯৭৫৬৩.৬৩/- টাকা বকেয়া।	০৪/০১/২০২৫ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১১,০৮,০০০/- টাকার (এগারো লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৪.	**১. শ্রী দুলালকিশোর জানা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জগন্নাথ জানা গ্রাম- জলপাই পার্ট-১, পোঃ- বড়ুমুদি, চিত্তরঞ্জন যুব সংঘের কাছে, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৬। **২. শ্রী অভিজিৎ জানা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দুলালকিশোর জানা গ্রাম-জলপাই পার্ট-১, পোঃ- বড়ুমুদি, চিত্তরঞ্জন যুব সংঘের কাছে, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৬।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, চণ্ডীপুর থানা, ১১০ জে.এল নং, ৫৪০ এবং ২৪৫৬ এলআর খতিয়ান নং, ১৩৩৪ এলআর প্লট নং-এর অধীনে, মৌজা- জলপাই-২-এর অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৪.৩৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা উত্তরে: খালি জমি দক্ষিণে: রাস্তা পূর্বে: শ্রী সামন্তের সম্পত্তি পশ্চিমে: গোকুল সামন্তের সম্পত্তি। সম্পত্তিটি অভিজিৎ জানার নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ১৮.১১.২০২৫	৯২২০৩০০৩৩১৪৯৬১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২১০১৯৯৭.২৯/- টাকা বকেয়া	৩০.১১.২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৫,০০,০০০/- টাকার (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫.	**১. শ্রী চিত্তরঞ্জন বারিক।** পিতা- ত্রৈলোক্য বারিক **২. শ্রীমতী তৃষ্ণা বারিক** প্রযত্নে- চিত্তরঞ্জন বারিক ঠিকানা: দক্ষিণ, দুর্গাপুর, শ্রী দুর্গাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৪৯ এছাড়াও: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পাথরপ্রতিমা থানা, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, ৪৪৪ এলআর খতিয়ান নং, ৫৬৭ এলআর প্লট নং, ১৬ জে.এল নং, মৌজা-দিগম্বরপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৪৯	**তফসিল:** (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পাথরপ্রতিমা থানা, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, ৪৪৪ এলআর খতিয়ান নং, ৫৬৭ এলআর প্লট নং, ১৬ জে.এল নং, মৌজা-দিগম্বরপুরে অবস্থিত এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবন এবং কাঠামো সহ কমবেশি ৭.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৪৯।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০৭.০৫.২০২৬	৯২২০৩০০৪৭৩৮০৩৬৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ১৬৩৫৯০৬.৭৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০০৬০৭৫৩২১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ২৩৬৩৫.৯/- টাকা বকেয়া।	০৮.০৬.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,৭০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬.	**১. শ্রী বিনয় মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দিলীপ মণ্ডল **২. শ্রী দিলীপ মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- চণ্ডী চরণ মণ্ডল উভয়ই থাকেন: বৈদ্যনাথপুর, বোলপুর সিয়ান, বীরভূম-৭৩১২০৪	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** বীরভূম জেলার অধীনে, বোলপুর থানা, ১৫৮০ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৯১৫ এল.আর. প্লট নং, ১৩১ জেএল নং, মৌজা-বৈদ্যনাথপুরের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী বিনয় মণ্ডলের নামে রয়েছে	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০৫৭৯০৯১১৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১৭৫২৩৭০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০৫৭৯০৯১৪৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ৫০৮০০.৯/- টাকা বকেয়া	২৩/০৯/২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৬,০০,০০০/- টাকার (ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৭.	**১. শ্রী বেলাল হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বাদশা আলম মিসকিনপুর জাবরা হরিশ্চন্দ্রপুর মালদহ-৭৩২১৪০	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** মালদহ জেলার অধীনে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, ৪১১৭ এল.আর. খতিয়ান নং, ৬৩৮ এল.আর. দাগ নং, ৭৪ জেএল নং, মৌজা-লক্ষ্মণপুরের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উত্তরে: রজনী দাসের সম্পত্তি দক্ষিণে: তাসিদুল-এর সম্পত্তি পূর্বে: কুরবুন-এর সম্পত্তি পশ্চিমে: রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী বেলাল হোসেনের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৫৮৫৫০৫৪৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১৬৭২০১২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৫৮৫৫০৫৫২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ৩০৭৭১/- টাকা বকেয়া।	০৬/১০/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৮.	**১. শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- রনজিৎ মুখার্জী, ব্রাহ্মণ পাড়া, সুকদাল গলসি, বুদবুদ, পূর্ব বর্ধমান বুদবুদ বর্ধমান ৭১৩৪০৩ **২. শ্রী সুশান্ত মুখার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গৌরী শঙ্কর মুখার্জী, বুদবুদ, সুকদাল বর্ধমান বুদবুদ, পূর্ব বর্ধমান বুদবুদ বর্ধমান ৭১৩৪০৩ **৩. শ্রী রনজিৎ মুখার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গৌরী শঙ্কর মুখার্জী, বুদবুদ, সুকদাল বর্ধমান বুদবুদ, সুকদাল শিব মন্দির তলার কাছে পূর্ব বর্ধমান বুদবুদ বর্ধমান ৭১৩৪০৩	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পূর্ব বর্ধমান জেলায়, বুদবুদ থানা, সুকদাল গ্রাম, ৫৩৮২ এলআর খতিয়ান নং, ১৪৭০ এলআর দাগ নং, ৩৭ জেএল নং, মৌজা-সুকদালের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পোঃ ও থানা- বুদবুদ এডিএসআরও - মানকর। সীমানা উত্তরে: প্রতিভা ঘোষ দস্তিদারের জমি দক্ষিণে: সুশান্ত মুখার্জীর জমি পূর্বে: গৌরীশঙ্কর মুখার্জীর সম্পত্তি পশ্চিমে: গ্রামের রাস্তা সম্পত্তিটি সুশান্ত মুখার্জীর নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৫.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০১৭০৩৫২২৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৭৮০৭৭৬.৬৯ টাকা (সতেরো লক্ষ আশি হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা এবং ঊনসত্তর পয়সা মাত্র) বকেয়া (এই পরিমাণে প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯২৪০৩০০১৭০৩৫২৪২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫৪৭২৬.৫৮ টাকা (চুয়ান্ন হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) বকেয়া (এই পরিমাণে প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	২০/০৩/২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,৮০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৯.	**১. শ্রী ইসমাইল সর্দার** পিতা- ইব্রাহিম সর্দার **২. শ্রীমতী মবিয়া বিবি** প্রযত্নে- ইব্রাহিম সর্দার **ঠিকানা:** স্বরূপনগর, দত্তপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৮৬ **এছাড়াও:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ-দত্তপাড়া, স্বরূপনগর থানা, ৫২৫৭ এলআর খতিয়ান নং [পুরানো খতিয়ান নং-১৬৯২/১], ৭৫৯ এলআর প্লট নং, ৬৪২ তৌজি নং, ৪৭ জে.এল নং, মৌজা- দত্তপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৮৬	**তফসিল:** (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, পোঃ-দত্তপাড়া, স্বরূপনগর থানা, ৫২৫৭ এলআর খতিয়ান নং [পুরানো খতিয়ান নং-১৬৯২/১], ৭৫৯ এলআর প্লট নং, ৬৪২ তৌজি নং, ৪৭ জে.এল নং, মৌজা- দত্তপাড়ায় অবস্থিত এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবন এবং কাঠামো সহ কমবেশি ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৮৬।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৪০৬০১৪৯১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ১৮০০৮১৯.২১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪০৬০১৫০৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ৫০৩৩০.৯/- টাকা বকেয়া,	২৯.০৭.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৬,০০,০০০/- টাকার (ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১০.	**১. শ্রী হিমাংশু তেওয়ারি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- লোহিরাম তেওয়ারি ঠিকানা- বড়কুলবেড়িয়া (বড়জিবি পাড়া), কালীগঞ্জ শহর- পলাশী, পোঃ বড়কুলবেড়িয়া, বড়কুলবেড়িয়া বড়জিবি পাড়া দুর্গা মন্দিরের কাছে, জেলা- নদীয়া। পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১৫০ **২. শ্রী কাঞ্চন তেওয়ারি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- লোহিরাম তেওয়ারি ঠিকানা- বড়কুলবেড়িয়া (বড়জিবি পাড়া) শহর- পলাশী, পোঃ বড়কুলবেড়িয়া, বড়কুলবেড়িয়া বড়জিবি পাড়া দুর্গা মন্দিরের কাছে, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫০। **৩. শ্রীমতী আশালতা তেওয়ারি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- লোহিরাম তেওয়ারি ঠিকানা- বড়কুলবেড়িয়া (বড়জিবি পাড়া) শহর- পলাশী, পোঃ বড়কুলবেড়িয়া, বড়কুলবেড়িয়া বড়জিবি পাড়া দুর্গা মন্দিরের কাছে, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫০। **৪. শ্রী লোহারাম তেওয়ারি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জগন্নাথ তেওয়ারি ঠিকানা- বড়কুলবেড়িয়া (বড়জিবি পাড়া), কালীগঞ্জ শহর- পলাশী। পোঃ বড়কুলবেড়িয়া, বড়কুলবেড়িয়া বড়জিবি পাড়া দুর্গা মন্দিরের কাছে, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫০।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫০, নদীয়া জেলার অধীনে, কালীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, কালীগঞ্জ থানা, ০১২ জে.এল নং, ১২৯৬ খতিয়ান নং, ২০১ ১ দাগ নং-এর অধীনে মৌজা-বড়কুলবেড়িয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩.১১০ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা: উত্তরে: প্রমীলা বালা দাসী দোবের জমি দক্ষিণে: কাঞ্চন তেওয়ারির জমি পূর্বে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে: প্রমীলা বালা দাসী দোবের খালি জমি। সম্পত্তিটি হিমাংশু তেওয়ারির নামে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫০, নদীয়া জেলার অধীনে কালীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, কালীগঞ্জ থানা, ০১২ জে.এল নং, ১২৯৬ খতিয়ান নং, ২০১ ১ দাগ নং-এর অধীনে মৌজা-বড়কুলবেড়িয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩.১১০ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা: উত্তরে: হিমাংশু তেওয়ারির জমি দক্ষিণে: লোহারাম তেওয়ারির জমি পূর্বে ১০ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে: প্রমীলা বালা দাসী দোবের জমি। সম্পত্তিটি কাঞ্চন তেওয়ারির নামে রয়েছে।	ক) ২৯.০৬.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২৩০৩০০০৭২৫১৯৩৯৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৩৮৭৪১৫/- টাকা বকেয়া	১৪.১২.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২১,৩০,০০০/- টাকার (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১১.	**১) শ্রী মজিদ সর্দার (ঋণগ্রহীতা)** পণ্ডিতপোল, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪২৫। **২) শ্রী ইলিয়াস সর্দার (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- হাবিবার সর্দার, পণ্ডিতপোল, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪২৫।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, দেগঙ্গা থানা, ৬৮ প্লট নং, ৪৮০ খতিয়ান নং, ৯১ জেএল নং, মৌজা-পণ্ডিতপোলে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ ৭.১৬৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী ইলিয়াস সর্দারের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৫৯৭০১৮৬৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৭১৮৬১১.৩৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৫৯৭০১৮৯৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩৩৩৫৯.৬/- টাকা বকেয়া	০৯/১০/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৬,৫০,০০০/- টাকার (ছয় লক্ষ এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
১২.	**১. শ্রী মোহাম্মদ ইয়াসিন মল্লিক** পিতা- জিন্নাত আলী মল্লিক ঠিকানা: কেশবপুর, পুনিশোল ওন্দা। বাঁকুড়া জেলা ৭২২১০১	**উপরে উল্লিখিত তফসিল:** কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: বাঁকুড়া জেলায়, ওন্দা থানা, ৩৪৪ এলআর প্লট নং, ৬৮৬ খতিয়ান নং, ৫৬ জেএল নং, মৌজা-ধন্দা কেশবপুরের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তির সীমানা উত্তরে: আসপার মল্লিকের জমি দ্বারা দক্ষিণে: ফুরমাজ্জার এবং কাদা রাস্তা দ্বারা পূর্বে: হাকসেন মল্লিকের সম্পত্তি দ্বারা পশ্চিমে: মজিফুর মল্লিকের জমি দ্বারা। সম্পত্তিটি শ্রী মোহাম্মদ ইয়াসিন মল্লিকের নামে রয়েছে	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৬	৯২২০৩০০৪৯৭৭৪৮৫২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ১২৫৫৮১৪.৬০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৪৯৭৭৪৮৬৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ৪৮৮৫৫.১৩/- টাকা বকেয়া	১৫.০৯.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,৬০,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ এবং ষাট হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৩.	**১. শ্রী কাজী আমিরুল ইসলাম** পিতা- কাজী আজিজুল ইসলাম হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫ **২. শ্রীমতী মনিরতুন বিবি** স্বামী- কাজী আমিরুল ইসলাম হাড়োয়া, সেখপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫ **৩. শ্রী কাজী আজিজুল ইসলাম** পিতা- কাজী সিরাজুল হক হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫ **এছাড়াও:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, হাড়োয়া থানা, ১৩১৭ এলআর খতিয়ান নং [পুরানো খতিয়ান নং-৩৮৭], ২৩০ এলআর প্লট নং, ৬৫ জেএল নং, মৌজা-হাড়োয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫	**তফসিল:** (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, হাড়োয়া থানা, ১৩১৭ এলআর খতিয়ান নং [পুরানো খতিয়ান নং-৩৮৭], ২৩০ এলআর প্লট নং, ৬৫ জে.এল নং, মৌজা-হাড়োয়ায় অবস্থিত এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবন এবং কাঠামো সহ কমবেশি ০.৬৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০০৯৪৬৫৪১১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫৭৫৩০৭.৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০০৯৪৬৫৪২৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১১-০৭-২০২৬ তারিখে ২৮৮৫০.৯/- টাকা বকেয়া	২৫.০১.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৭,৭০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৪.	**১) শ্রী কালিপদ দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অমূল্য দাস, পূর্ব গুরগুড়িয়া, মধ্য গুরগুড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৯।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কুলতলি থানা, ১১০৪, ১১০৫ প্লট নং, ২৭৫৩ খ. নং, ৪৩ জেএল নং, মৌজা-পূর্ব গুরগুড়িয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ ৬.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী কালিপদ দাসের নামে রয়েছে	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ১৬.০২.২০২৬	৯২২০৩০০১০৩৩৩৪৩৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৬৬৯৯৯৬.০৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১০৩৩৩৪৫৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৮২৫৯.৫/- টাকা বকেয়া	১৯/০২/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৭,০০,০০০/- টাকার (সাত লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
১৫.	**১. শ্রী জালাল উদ্দিন** পিতা- মকছেদ আলী মণ্ডল **২. শ্রীমতী জাহানারা বিবি** স্বামী- মকছেদ আলী মণ্ডল সবাই থাকেন: মির্জানগর কচুয়া, মাটিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪২৪	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বসিরহাট বর্তমানে মাটিয়া থানা, ৭৪০, ৭৪০/১৪৮৯ এলআর প্লট নং, ২৫৪৫ খতিয়ান নং, ১৯ জেএল নং, মৌজা মির্জানগরের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০.০৩৯২ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে: সহিদুল মণ্ডলের জমি দ্বারা দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা পূর্বে: আমজেদ আলী মণ্ডলের জমি দ্বারা পশ্চিমে: আলকেশ আলী মণ্ডলের জমি দ্বারা। সম্পত্তিটি শ্রী জালাল উদ্দিনের নামে রয়েছে	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৪০৩০০১০৮৩৪৬০০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ১০৫০৫৩৫.৩০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০১০৮৩৪৬৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ২৮৫৭০.৫০/- টাকা বকেয়া	১২.০২.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৯,৩০,০০০/- টাকার (নয় লক্ষ এবং ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৬.	**১. শ্রী জাকির হোসেন আখুঞ্জি** পিতা- মজিদ আখুঞ্জি আরবেলিয়া, তিলডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪৩৭ **২. শ্রী জাহাঙ্গীর আলম আখুঞ্জি** পিতা- শ্রী জাকির হোসেন আখুঞ্জি আরবেলিয়া, তিলডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪৩৭।	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বসিরহাট থানা, ১৩৪৯/১৮৫৫ দাগ নং, ২৫১ খতিয়ান নং, ২৭ জেএল নং, মৌজা মাটিয়া গ্রামের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২ ডেসিমেল (আনুমানিক) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা উত্তরে: রাস্তা দক্ষিণে: শংকর মণ্ডলের জমি পূর্বে: শংকর মণ্ডলের জমি পশ্চিমে মাটিয়া খাল সম্পত্তিটি জাকির হোসেন আখুঞ্জির নামে রয়েছে	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯১৮০৩০০৬০৪০৬৩৭৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭-১২-২০২৫ তারিখে ২২১১৮৮৬/- টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯১৮০৩০০৬০৪০৬৩৯১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৭.১১.২০২৫ তারিখে ২৮৪৮৮.৩২ টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে),	২৬.১১.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলীতে, যা সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২১,৪০,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৭.	**শ্রী জাহাঙ্গীর আলম সরকার,** পিতা- মহিরুদ্দিন সরকার গ্রাম- সাঁকৈড়, পোঃ- বেনিয়াল, থানা- গঙ্গারামপুর, সাঁকৈড় প্রাইমারি স্কুলের কাছে, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১২৭ **শ্রীমতী নার্গিস চৌধুরী,** স্বামী- জাহাঙ্গীর আলম সরকার গ্রাম-সাঁকৈড়, পোঃ-বেনিয়াল, থানা- গঙ্গারামপুর, সাঁকৈড় প্রাইমারি স্কুলের কাছে, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১২৭	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, গঙ্গারামপুর থানার অধীনে, ৬৭৫ আর.এস প্লট নং এবং ৬৬৩ এল.আর. প্লট নং, ২২৬ হাল খতিয়ান নং, বর্তমানে ১২৭০ এবং ১৪৭৫ এল.আর. খতিয়ান নং, ১১৬ জেএল নং, ডাকঘর- বেনিয়াল, মৌজা- সাঁকৈড়-এর অধীনে অবস্থিত প্রায় ১৫ ডেসিমেল (জাহাঙ্গীর আলম সরকারের নামে ৮ ডেসিমেল এবং ২০১৫ সালের ০০৯৫৫ নং দলিলের অধীনে নার্গিস চৌধুরীর নামে ৭ ডেসিমেল) পরিমাপের আবাসিক বাস্তু জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সাথে এর উপর সমস্ত ভবন এবং কাঠামো রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: ফরমান সরকারের জমি দক্ষিণে: সিসি রোড পূর্বে: আনারুল ইসলামের জমি, পশ্চিমে: ফরমান সরকারের জমি	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ২৩.০৫.২০২৬	৯২১০৩০০৩৬০৮৫৯৩১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯-০৭-২০২৬ তারিখে ২১,৭৪,১৩৯.০৬/- টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯২১০৩০০৩৬০৮৫৯৪৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯-০৭-২০২৬ তারিখে ২৩,৭৫৯.৯০/- টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫-০৫-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), অর্থাৎ মোট বকেয়া ২১,৯৭,৮৯৮.৯৬/- টাকা (একুশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশো আটানব্বই টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র)	২৩.০৮.২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,২৬,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৮.	**১. শ্রী মনসুর আলী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হাবিবুদ্দিন সর্দার গ্রাম-মসিরুদ্দিন পাড়া, বাখরপুর, থানা- কালিয়াচক, পোঃ- বাখরপুর, বাখরপুর প্রাইমারি স্কুলের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৬। **২. শ্রী আরিফ খান (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মনসুর আলী, গ্রাম- মসিরুদ্দিন পাড়া, বাখরপুর, থানা- কালিয়াচক, পোঃ- বাখরপুর, বাখরপুর প্রাইমারি স্কুলের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৬। **৩. শ্রী তাজমুল হক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হাজি হাবিবুদ্দিন, গ্রাম- নাসিরুদ্দিন পাড়া, বাখরপুর, থানা-কালিয়াচক, পোঃ- বাখরপুর, বাখরপুর প্রাইমারি স্কুলের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৬।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল:** কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলার অধীনে, কালিয়াচক থানা, ১১৬ জে.এল নং, ৫৫১০ এবং ৫৫১১ এল.আর. খতিয়ান নং, ৮৮১ এল.আর. প্লট নং-এর অধীনে, মৌজা- বাখরপুর-এর অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২.৫ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা কালিয়াচক এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা- উত্তরে: রাস্তা দক্ষিণে: রাস্তা পূর্বে: পিডব্লিউডি জমি এবং এনএইচ ৩৪ পশ্চিমে: গোরস্থান সম্পত্তিটি মনসুর আলী এবং তাজমুল হকের নামে রয়েছে	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ১৭.০১.২০২৬	৯২২০৩০০০৫৭৮৭৪২১ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৮১৬০৭৬.৮৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০০৫৭৮৭৪৩৪ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৪১৬৬.১১/- টাকা বকেয়া	২৭.০১.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৯.	**১. শ্রী মন্মথ সেন** পিতা- পুলিন চন্দ্র সেন হাদিরাবাদি, ডাকুয়াপাড়া, বাইকুর, গৌরগ্রাম, জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫৩০৬। **২. শ্রী কেশব চন্দ্র সেন** পিতা- পুলিন চন্দ্র সেন, হাদিরাবাদি, দাকুয়াপাড়া, বাইকুর, গৌরগ্রাম, জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫৩০৬।	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: জলপাইগুড়ি জেলায়, ময়নাগুড়ি থানা, ৪১৮২ দাগ নং, ২১১৭ আরএস দাগ নং, ২০২, ২০৩ খতিয়ান নং, এলআর ২ শিট নং, ৯০ জে.এল. নং, মৌজা-বাইকুর গৌরগ্রামের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৪ ডেসিমেল (আনুমানিক) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: গোবিন্দ মণ্ডলের জমি দক্ষিণে: পাকা রাস্তা পূর্বে: জল্পেশ অধিকারীর জমি পশ্চিমে: পাকা রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী মন্মথ সেন এবং শ্রী কেশব চন্দ্র সেনের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২২০৩০০৪৪৪৮৪৫৪১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ২১৩৬০৮৩.১২ টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৪৪৪৮৪৫২৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ২২৯১২.৯০ টাকা বকেয়া,	২২.০৮.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলীতে, যা সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০,৪৬,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২০.	**১. শ্রী মো. কাওফিল ওয়ারা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. নাসের আহম্মেদ **২. শ্রী নাশার আহাম্মাদ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত মোহাম্মদ ইব্রাহিম **৩. শ্রীমতী সাহেবা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- আলাউদ্দিন সেখ স্বামী- নাশার আহাম্মাদ সবাই থাকেন: গ্রাম গ্রামশালিকা, বড়ঞা, পোঃ-গ্রামশালিকা, থানা-বড়ঞা, গ্রামশালিকা ঈদগাহের কাছে, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৩২	**উপরে উল্লিখিত তফসিল:** কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৩২, মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনে, বড়ঞা থানা, মৌজা-গ্রামশালিকা, ২ নং বড়ঞা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, ভিটি শ্রেণিভুক্ত, ১২১ জে.এল নং, ২৪২৪ এবং ২৪২৫ এল.আর খতিয়ান নং, ১৩৯২ এল.আর প্লট নং, ১২৭৪ আর.এস প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৭.৫ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী) উত্তরে: জাফর সেখ এবং আবু বক্করের সম্পত্তি দক্ষিণে: ইউনুস সেখ-এর সম্পত্তি পূর্বে: রহমতুল্লা সেখ-এর সম্পত্তি পশ্চিমে: ইউনুস সেখ-এর সম্পত্তি। সম্পত্তিটি মো. কাওফিল ওয়ারা এবং নাশার আহাম্মাদের নামে রয়েছে	ক) ০৩.০৭.২০২৬ খ) ২৮.০১.২০২৬	৯২৪০৩০০১৭১১৩৮৮৯ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫০৩১৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০১৭১১৩৮৭৬ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৮০৯৮৫৪/- টাকা বকেয়া	১৪-০৩-২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৭,০০,০০০/- টাকার (সাতাশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২১.	**১) শ্রী মো. ইমতিয়াজ আলম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. জামিল, **২) শ্রী জামিল (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- কুরবান আলী, ৩) শ্রীমতী সরোয়ারী খাতুন (সহ-আবেদনকারী) স্বামী- জাফর আলম, **৪) শ্রী জাফর আলম (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- কুরবান আলী, সবাই থাকেন- কদমতলা, পাঞ্জিপাড়া, গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর-৭৩ ৩২০৮।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** উত্তর দিনাজপুর জেলায়, গোয়ালপোখর থানা, ৫৭৩, ৫৭৪ প্লট নং, ১৫২০ খতিয়ান নং, ২ জেএল নং, মৌজা-ঘাড়ধাপ্পায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ কমবেশি ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী মো. ইমতিয়াজ আলমের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৫.০৩.২০২৬	৯২৪০৩০০৭৩৬৯৮০৮১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৯৬৪০০৬.৯/- টাকা বকেয়া	১১/১২/২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,০০,০০০/- টাকার (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
২২.	**১. শ্রী মো. এমাম হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. জাকির হোসেন **২. শ্রী মো. জাকির হোসেন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. ইব্রাহিম **৩. শ্রীমতী মুসলেমা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মো. জাকির হোসেন সবাই থাকেন: গ্রাম-মিলনপল্লী, থানা-পুকুড়িয়া, পোঃ- শ্রীপুর, শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১৩৯	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলায়, রতুয়া থানা, মৌজা- শ্রীপুরের অধীনে অবস্থিত ৭১ জে.এল নং, ৯৮৮৭ খতিয়ান নং, ২৬৯ প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৭ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: গুমানি এবং অন্যান্য দক্ষিণে: রাস্তা পূর্বে: মো. নাজির হোসেন এবং অন্যান্য পশ্চিমে: হাজি মুসলিম। সম্পত্তিটি জাকির হোসেনের নামে রয়েছে	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২২০৩০০২৪৯৯৪১৫২ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৩২৯২৩৩.৬১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০২৪৯৯৪১৭৮ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৬২৪৭.১৯/- টাকা বকেয়া	২৮.০৪.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,২৬,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৩.	**১. শ্রী মো. আনসারুল হক** পিতা- মো. ইশা আলী **২. শ্রীমতী মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন** কন্যা- কাজী মোহাম্মদ ইসরাইল উভয়ই থাকেন-গ্রাম-পিন্ডলতলা, পোঃ -সামসি, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদহ, ভগবানপুর হাই মাদ্রাসার কাছে, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১৩৯	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলায়, রতুয়া থানা, ১৫৪২ এলআর প্লট নং, ২২৪৪ নতুন খতিয়ান নং, ২২৪৯ পুরানো খতিয়ান নং, ৬৫ জেএল নং, মৌজা -ছবিলাপাড়া, সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুনের নামে রেকর্ড করা আছে	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ১৭.০৭.২০২৫	৯২১০৩০০০৩০১১০৫৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৭৩৯২.৭৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০০৩০১১০৫৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৮৬৪০৮৫.৭৫/- টাকা বকেয়া	১৭/০৭/২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৪,৯৯,০০০.০০/- টাকার (চোদ্দো লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৪.	**১. শ্রী মো. আমিনুর রহমান** পিতা- মো. মসিরুদ্দিন সবাই থাকেন: কলাবাড়ি গাছ, দক্ষিণ জীবকাটা দাসপাড়া, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর ৭৩৩২০৭	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে, চোপড়া থানা, ৭৯৭ এলআর প্লট নং, ১৯০২ এলআর খতিয়ান নং, ৯৩ জেএল নং, মৌজা দক্ষিণ জীবকাটার অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০.০৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তিটি শ্রী মো. আমিনুর রহমানের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ১৪.০৪.২০২৬	৯২০০৩০০৭০৮৫৭৭১৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ১৫৭৪৩৩২৩৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০৭০৮৫৭৭২৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে ২৫৫৮৬৮৩/- টাকা বকেয়া	১৫.১০.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৫.	**১) শ্রী মো. আলিম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বদরে আলম, **২) শ্রী হুমায়ুন কবির (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- বদরে আলম **৩) শ্রী মো. মোস্তফা (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- ইরফান। **৪) শ্রী সেখ বদরে আলম (সহ-আবেদনকারী)** সবাই থাকেন- আগতোড়, চণ্ডীদাস নানুর, বীরভূম-৭৩১৩০১	**উপরে উল্লিখিত তফসিল:** কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: বীরভূম জেলায়, নানুর থানা, বাস্তু প্রকৃতির, ০৪ ডেসিমেল এলাকার, ৫১৬৫ প্লট নং, ৭১৫৩ এলআর খতিয়ান নং, ৬৫ জেএল নং, মৌজা- চণ্ডীদাস নানুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী মো. আলিমের নামে রয়েছে	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০১.০১.২০২৬	৯২৩০৩০০৭২২৮২৩২১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১০০৯৩১১.৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৭২২৮২৩৩৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫০৬২৫/- টাকা বকেয়া	১৪/১২/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,০০,০০০/- টাকার (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
২৬.	**শ্রী মতিন আহমেদ** পিতা- আমিজ উদ্দিন মিয়া হস্তবুদকাশাইডাঙ্গা পাটপিশু, চন্দামারি, পোঃ- পুটিমারি, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৫৭।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলায়, কোতোয়ালি থানা, ২১৫৭, ২০৭৭ (এল.আর) প্লট নং, ৪০৭ (এল.আর) খতিয়ান নং, ১১২৬, ২০৬৯ (আর.এস) প্লট নং, ৭/১ (এল.আর) খতিয়ান নং, ৮৪৩ আরএস নং, ১৭৩ জে.এল. নং, মৌজা-হস্তবুদ কাশাইডাঙ্গার অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ১৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা (১৭ ডেসিমেল এলাকার জমির ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) উত্তরে: আলিজান বিবি দক্ষিণে: নিজস্ব জমি এবং মধুত আহমেদ পূর্বে: সাধারণ পথ এবং বাইলে রহমান পশ্চিমে: আলিমুদ্দিন মিয়া সম্পত্তিটি মতিন আহমেদের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ০৭.০৪.২০২৫	৯২৩০৩০০৬৭৩৩৯২৮৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬০৮৩৪২.৭৫ টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬৭৩৩৯২৯৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৬৭৮০.৭ টাকা বকেয়া	২৮.১১.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,২৬,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ এবং ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৭.	**শ্রী মসিউর রহমান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোস্তাক হোসেন গ্রাম- বোরা, থানা- হরিরামপুর, পোঃ- দানাগ্রাম, ছোটবোরা জামে মসজিদের কাছে, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১২৫	উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে, হরিরামপুর থানা, মৌজা-বোরা-এর অধীনে অবস্থিত ৬১ জে.এল নং, ১২৭৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ১২২১ আর.এস. খতিয়ান নং, ৯০৫ এবং ৯১০ এল.আর. প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৭ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা বুনিয়াদপুর এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা:-উত্তরে: রবিউল আলম এবং আনারুল ইসলাম, রুহাল আলম দক্ষিণে: মকলেসুর এবং ফরিদুল রহমান পূর্বে: খস্তাক হোসেন পশ্চিমে: ফরিদুল রহমান। সম্পত্তিটি মসিউর রহমানের নামে রয়েছে	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ০২.০১.২০২৬	৯২২০৩০০০০৩৪৫৮৯২৫ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৩৮৯০৫৩.৯২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০০০৩৪৫৮৯০৯ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৫০৬৭.৮৯/- টাকা বকেয়া	০৫.০১.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,৭৬,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৮.	**১. শ্রী মো. সাদ্দাম হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহিরুদ্দিন সরকার গ্রাম-বালিজোল, পোঃ-কেওতাল, থানা-ইটাহার সাব-ডিস্ট্রিক্ট- ইটাহার, বালিজোল হাই স্কুলের কাছে, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১২৩। **২. শ্রীমতী মেহেরুন নেছা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মহিরুদ্দিন সরকার গ্রাম- বালিজোল, পোঃ- কেওতাল, থানা- ইটাহার সাব-ডিস্ট্রিক্ট- ইটাহার, বালিজোল হাই স্কুলের কাছে, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১২৩	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে, ইটাহার থানা, মৌজা- বালিজোল-এর অধীনে অবস্থিত ১৭ জে.এল. নং, ২৮২৫ এল.আর. খতিয়ান নং, ৮২৫ (পুরানো) এল.আর. খতিয়ান নং, ৪২৬ এল.আর. প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৫ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ইটাহার এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তরে: নিজামুদ্দিনের বাড়ি দক্ষিণে: ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা পূর্বে: মালিকের খালি জমি পশ্চিমে: মালিকের বাড়ি। সম্পত্তিটি মেহেরুন নেছার নামে রয়েছে	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ০৯.০২.২০২৬	৯২৪০৩০০০০০৬৭৩৪৭৩ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬১১১৬২.৫৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০০০০৬৭৩৫৬৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৬৫১৯.৭৫/- টাকা বকেয়া	০৮.১১.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,২৬,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
২৯.	**১. মো. নাজির হোসেন, পিতা- শ্রী রফিকুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** **২. শ্রী রফিকুল ইসলাম, পিতা- হাজি দানেসতুলিয়া মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **সবাই থাকেন:** রামবাগ, বাঁধপোল, ভগবানগোলা, দিয়ার, ফতেপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১৩৫; এছাড়াও: বাউসি, হাজিপাড়া, মঠপাড়া, থানা লালগোলা, বাউসি প্রাইমারি স্কুলের কাছে, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৪৮;	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) মুর্শিদাবাদ জেলার (আসল নথি থেকে যাচাই সাপেক্ষে), সংশ্লিষ্ট থানা এবং জেলার এখতিয়ারের মধ্যে, ৭৩ তৌজি নং-এর অধীনে, ৩২ জে.এল. নং-এ রেকর্ড করা, মৌজা: ভগবানগোলা দিয়ার-এ অবস্থিত জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ৪৩১, ৪৩৮, ২০৩৪, ২০৩৫ আর.এস. দাগ নং, ৪২৯৭, ৫৬৩/৩ হাল দাগ নং। জমির বিবরণ: দাগ নং – শ্রেণি – মোট এলাকা ৩৬২৮ – বাগান – ০.৫০০ শতক ৩৬২৯ – বাগান – ৬.০০০ শতক	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৬	৯২২০৩০০১১০৮০১৪৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৯৩৯৭৫১.৭০/- টাকা বকেয়া। (এই পরিমাণে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯২২০৩০০১১০৮০১৬৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৮৬৭৬.৯২/- টাকা বকেয়া। (এই পরিমাণে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), অর্থাৎ মোট ১৯,৬৮,৪২৮.৬২/- টাকা (উনিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশো আঠাশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) বকেয়া।	০৭.০২.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৯,৩০,০০০.০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৩০.	**১. শ্রী মো. মোতাসিম বিল্লাহ (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- হাফিজ মো. সেকেন্দার আলী** ঠিকানা-দাস পাড়া, বারুইহাটি, হাবড়া, থানা- হাবড়া পোঃ- পৃথিবা, ইন্ডিয়ান গ্যাস অফিসের কাছে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৭০৪ **২. শ্রীমতী কেশনুর খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মো. মোতাসিম বিল্লাহ ঠিকানা-দাস পাড়া, বারুইহাটি, হাবড়া, থানা- হাবড়া, পোঃ- পৃথিবা, ইন্ডিয়ান গ্যাস অফিসের কাছে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৭০৪	উপরে উল্লিখিত তফসিল: পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এবং হাবড়া থানা, মৌজা- বারুইহাটির অধীনে অবস্থিত ১২৭ জে.এল নং, ১৩৪০ খাতা নং, ৬২৯ প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৮ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হাবড়া এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: আলী মুহাম্মদ দক্ষিণে: জুব্বার আলী পূর্বে: ২০ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমে: মো. সাহিদ চৌধুরী সম্পত্তিটি মো. মোতাসিম বিল্লাহর নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	৯২৩০৩০০৪৮২৫৭৫৪৮ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬৯২৩৬৬.৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪৮২৫৭৫৫১ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩৩০৪৮/- টাকা বকেয়া	২৯.০৮.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৩১.	**১. শ্রী মো. মহিদুর রহমান** (ঋণগ্রহীতা) পিতা- নুরুল ইসলাম গ্রাম-সাহারাতলা, থানা- রতুয়া, পোঃ- সামসি, সাহারাতলা ওয়াকতিয়া মসজিদের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১৩৯।	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলা এবং রতুয়া থানা, মৌজা ছবিলাপাড়ার অধীনে অবস্থিত ৬৫ জে.এল. নং, ৩৪৭৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ৬৪৬ এল.আর. প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৬ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা রতুয়া এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দক্ষিণে: আবু কালাম পূর্বে: মালিক পশ্চিমে মালিক। সম্পত্তিটি মো. মহিদুর রহমানের নামে রয়েছে	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	৯২৩০৩০০০৭৮০৭৯৭৯ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৯২৩৮৯৬.৬/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৭৮০৭৯৮২ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১০৪৭৪/- টাকা বকেয়া	০২.০২.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,০০,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৩২.	**১. শ্রী মো. জাহাঙ্গীর আলম** পিতা- মো. নাসিরুদ্দিন সেখ **২. শ্রী আবুল কালাম** পিতা- মো. নাসিরুদ্দিন সেখ উভয়ই থাকেন: পশ্চিমপাড়া, গন্তলা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৩৬	**উপরে উল্লিখিত এ তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনে, কান্দি থানা, ১৩৩৭ প্লট নং, ৩৬৯৮, ৩৭০০, ৪২০৬, ৪২০৭ এল.আর খতিয়ান নং, ৪১ জেএল নং, মৌজা গন্তলার অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং শ্রী আবুল কালামের নামে রয়েছে।	ক) ১৭.০৭.২০২৬ খ) ০৫.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৪৬৩৪৫৬২৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৮৯৭৩৪৪.৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪৬৩৪৫৬৩৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৪৬২৬১/- টাকা বকেয়া	২২-০৮-২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৫,০০,০০০/- টাকার (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৩৩.	**১. শ্রী মুক্তার আলী সেখ** পিতা- মান্নান সেখ শিয়ালখেলা, পলাশী, মীরা কালিয়াগঞ্জ, উত্তর হাজারিপোতা নদীয়া-৭৪১১৫৬ **২. শ্রী মান্নান সেখ ওরফে আব্দুল মান্নান সেখ** প্রযত্নে- বাবর আলী সেখ শিয়ালখেলা, পলাশী, মীরা কালিয়াগঞ্জ, উত্তর হাজারিপোতা নদীয়া-৭৪১১৫৬। **৩. শ্রীমতী মিনুজা বেগম** কন্যা- অধীর সেখ এবং স্বামী- মুক্তার আলী সেখ শিয়ালখেলা, পলাশী, মীরা কালিয়াগঞ্জ, উত্তর হাজারিপোতা নদীয়া-৭৪১১৫৬	**উপরে উল্লিখিত তফসিল: কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** নদীয়া জেলা, কালীগঞ্জ থানা, ২৪৭৬ দাগ নং, ১০৫০৪ খতিয়ান নং, ৬ জেএল নং, মৌজা-উত্তর হাজারিপোতার অধীনে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৯ ডেসিমেল (আনুমানিক) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: পুকুর দক্ষিণে: সুলতান সেখ-এর সম্পত্তি পূর্বে: রাস্তা পশ্চিমে: মোছহাব সেখ-এর বাড়ি সম্পত্তিটি শ্রী মান্নান সেখ ওরফে আব্দুল মান্নান সেখের নামে রয়েছে	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২২০৩০০০৩৭৪০৮০৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫.১১.২০২৫ তারিখে ২৬৯৫০৭৯.৭৯ টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯২২০৩০০০৩৭৪০৮০৯৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫.১১.২০২৫ তারিখে ৫২৭৫৮.৬৫ টাকা বকেয়া (এই পরিমাণে ০৫.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	০১.০৭.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৪,৪০,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় অব্যাহত....

‘মা কামস হোম’ ব্যানারে শারদোৎসবে সাজছে দুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। ‘মা কামস হোম’ এবং ‘মায়ের আশীর্বাদে মুখরিত পশ্চিমবঙ্গ’ এই দুই ভাবনার মেলবন্ধনে শিল্পনগরী দুর্গাপুরে আয়োজিত হতে চলেছে বর্ণাঢ্য দু’দিনের উৎসব। এই মহোৎসবকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল করতে প্রশাসনিক স্তর এবং জনপ্রতিনিধিদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো একটি উচ্চপর্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভার দুই বিধায়ক, ডেপুটি কমিশনার, এসিপি, মহকুমা শাসক এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজো কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বাংলার হাজার বছরের শিল্প, ঐতিহ্য এবং মিলনের প্রতীক। সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক আঙ্গিকে তুলে ধরতে এই দু’দিনের আয়োজনে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে একগুচ্ছ বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও নানা কর্মসূচি। উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শারদীয়ার আগমনী সুরে এখন থেকেই উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে দুর্গাপুর।

গ্যাস কানেকশন আপডেটের ফাঁদ

অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৫৬ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রান্নার গ্যাস কানেকশন আপডেটের নামে ফের সাইবার প্রতারণার জাল শিল্পাঞ্চলে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ও বিশ্বাস অর্জন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাফ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। দুর্গাপুরের বিধাননগরের বাসিন্দা সমীরণ বিশ্বাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দু’দফায় মোট ৫৬ হাজার ৬০০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ অক্টোবর বিধাননগর সেক্টর টু-এ এলাকার বাসিন্দা সমীরণবাবুর কাছে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনে ও-প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে গ্যাস এজেন্সির প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে জানায়, তাঁর গ্যাস কানেকশন অবিলম্বে আপডেট করাতে হবে। কথার মারপ্যাঁচে ফেলে প্রৌঢ়ের বিশ্বাস অর্জন করে নেয় প্রতারক এবং ধাপে ধাপে তাঁর ব্যাংক সংক্রান্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য হাতিয়ে নেয়। কথোপকথন শেষ হতে না হতেই শুরু হয় আর্থিক ধাক্কা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমীরণবাবুর মোবাইলে টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ ঢুকতে শুরু করে। অভিযোগ, তাঁর কানাড়া ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথমে ৫৫ হাজার টাকা এবং ঠিক পরপরই আরও ১ হাজার ৬০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়। মেসেজ দেখেই চোখ কপালে ওঠে সমীরণবাবুর। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সময় নষ্ট না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন নম্বর ‘১৯৩০’-এ ফোন করে বিষয়টি জানান। পাশাপাশি, জাতীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টালেও দ্রুত অনলাইন অভিযোগ দায়ের করেন। আরও ক্ষতি এড়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের ডেবিট কার্ড ব্লক করান তিনি। সর্বস্বান্ত হওয়ার পর দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সমীরণ বিশ্বাস। দিনে-দুপুরে এমন ডিজিটাল ডাকাতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গোটা পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাটিয়ায় জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, ধৃত ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাটিয়ায় জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, গ্রেপ্তার ১৯। নগদ টাকা উদ্ধার। পুলিশের অভিযানে কয়েকজন পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়ার নিষিদ্ধ পল্লি এলাকায় জুয়ার আসরে হানা দিয়ে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করল মাটিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিয়ার নিষিদ্ধ পল্লি এলাকায় বড়সড় জুয়ার আসর বসার খবর পেয়েই অভিযান চালায় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার হওয়া ধৃতদের শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ কত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর, বেআইনি মদের কারবার এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা চলার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা পৃথক তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশের এই অভিযানের পর এলাকায় বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিয়া থানার পুলিশ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয়েছে তার ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (কার্যকর হওয়ার তারিখ সহ)	বকেয়া (দাবি করা হয়েছে) টাকায়	লোন মঞ্জুর হয়েছে
৩৪.	**১. মোজাম্মেল হক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্দুর রহিম শেখ **২. শ্রীমতী রেজিনা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মোজাম্মেল হক উভয়ের ঠিকানা- হরিপুর, পোঃ খাজুরডিহি, থানা কাটোয়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, হরিপুর দক্ষিণপাড়া বড়ো মসজিদের নিকটে পিন- ৭১৩৫১৮.	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ১.৫ শতক, জে.এল. নং- ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৭০৭ এবং ২৫৫৮, প্লট নং- ২৩৪৪, মৌজা- জাজিগ্রাম, থানা কাটোয়া এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৫০-এর অধীন অবস্থিত, তার ওপর নির্মিত ভবন সহ। সীমানা ও চৌহদ্দি: উত্তর- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- রেজিনা বিবির সম্পত্তি, পূর্ব- ফারাজ মল্লিক ও জিন্নাত মল্লিকের সম্পত্তি, পশ্চিম- পুকুর। সম্পত্তিটি রেজিনা বিবির নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৫ খ) ১ মে ২৫	অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০৬৭৭০৫৫৭২-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১৩৩৯০০৫.৭৪/- টাকা এবং অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০৬৭৭০৫৬০৮-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৯৭৩৭.১৫/- টাকা।	১২/০৭/২০১৮ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৩৫.	**১. শ্রী মসিবার খান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- নুরুল ইসলাম খান **২. শ্রীমতী শামসুন্নাহার খান (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মসিবার খান উভয়ের ঠিকানা- গ্রাম- শিমুলতলা, ক্যানিং, থানা বাসন্তী, পোঃ কাঁঠালবেড়িয়া, শিমুলতলা হাসপাতাল মোড়ের নিকটে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩২৯. **৩. শ্রী সাইফুদ্দিন মোল্লা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দেওয়ান আলী মোল্লা গ্রাম- আউটাপাড়া, জীবনতলা, থানা জীবনতলা, পোঃ জীবনতলা, সারঙ্গাবাদ, জীবনতলা বাজারের নিকটে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৭৬.	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ০৯ শতক, এল.আর. প্লট নং ২৫৯০/৩৬০০, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৯০, জে.এল. নং ৭৮, মৌজা- কাঁঠালবেড়িয়া, থানা বাসন্তী, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীন অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. বাসন্তী কার্যালয়ে নিবন্ধিত, তার ওপর নির্মিত ভবন সহ, যার সীমানা ও চৌহদ্দি: সীমানা: উত্তর- শামসুন্নাহার খানের ৭.২৫ শতক জমি, দক্ষিণ- মসিবার খান এবং ৬ ফুট রাস্তা, পূর্ব- মোনাব্বর খান, পশ্চিম- আসাদুল্লাহ সর্দার। সম্পত্তিটি মসিবার খানের নামে রয়েছে।	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ১৮ ফেব্রু ২৬	অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৩০০৪৪৫৪৪-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১৫১৯১২৮.৪/- টাকা এবং অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৩০০৪৪৫৫৭-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২২৬৩৬.৯/- টাকা।	২২.০৫.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১৪,০০,০০০/- (চোদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৩৬.	**১. শ্রীমতী মঙ্গলা পাল** স্বামী- উৎপল পাল **২. শ্রী রাজকুমার পাল** পিতা- পরেশ পাল সকলের ঠিকানা: রাধাকান্তবাটি, পশ্চিম ঘোষপুর, মায়াল বান্দিপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৬১৭	কোলাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ২৮ শতক কিছুটা কম বা বেশি, মৌজা পশ্চিম ঘোষপুর, জে.এল. নং ১৫, খতিয়ান নং ৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৬৫, এল.আর. প্লট নং ৬৫, থানা খানাকুল, জেলা- হুগলী-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সীমানা: উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা এবং শ্রী রাজকুমার পালের সম্পত্তি, দক্ষিণ- শ্রী রাজকুমার পালের সম্পত্তি, পূর্ব- রাজকুমার পালের পুকুর, পশ্চিম- শ্রী শীতল পালের সম্পত্তি। সম্পত্তিটি শ্রী রাজকুমার পালের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ২৭-০৪-২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫০৩০০৫৪৬৪৯২৫৭-এর অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১২৬৪০৪৯.৬২/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫০৩০০৫৪৬৪৩৬৮৬-এর অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১০৭০১০.১৪/- টাকা।	০৭.১১.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৩৭.	**১. শ্রী মোল্লা তাজউদ্দীন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোল্লা আবু সালেম গ্রাম- ঘোষপুর, পোঃ ঘোষপুর, থানা ঘোষপুর, থানা খানাকুল, জেলা- হুগলী-এর অধীন, পশ্চিমবঙ্গ, ঘোষপুর বাবলাতলা মোড়ের নিকটে, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৬১৩।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ০৭ শতক, এল.আর. প্লট নং ৫৪৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৬৫২, জে.এল. নং ১৪, মৌজা- ঘোষপুর, থানা খানাকুল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীন অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. খানাকুল কার্যালয়ে নিবন্ধিত, তার ওপর নির্মিত ভবন সহ, যার সীমানা ও চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- মোল্লা তাজউদ্দীনের শালি জমি, দক্ষিণ- ৫ ফুট চওড়া ঢালাই রাস্তা, পূর্ব- মোল্লা তাজউদ্দীনের শালি জমি, পশ্চিম- মোল্লা তাজউদ্দীনের শালি জমি। সম্পত্তিটি মোল্লা তাজউদ্দীনের নামে রয়েছে।	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ৯ মার্চ ২৬	অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৫৪৬৬৭৩২-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১৬৩৬১৪৮.৪৮/- টাকা এবং অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৫৪৬৬৭৪৫-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৫৪৬৩৭.৮২/- টাকা।	০৯.০৩.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৩৮.	**১. শ্রী মোজাম্মেল মল্লিক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আরিফ মল্লিক **২. শ্রী আরিফ মল্লিক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মুরাদ মল্লিক **৩. শ্রী ইন্তাজুল মল্লিক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আরিফ মল্লিক **৪. শ্রীমতী আইতুন্নেসা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- আরিফ মল্লিক সকলের ঠিকানা: বেনাদহ, মাদ্দা, পোঃ মাদ্দা, থানা বেলডাঙা, বেনাদহ আহোলে হাদিস শিশু মাদ্রাসার নিকটে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১৭৬	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ২.৬৩ শতক, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১১৪৫, সাবেক খতিয়ান নং ৩৬৬ ও ২৬১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৮৮ ও ১১১৮৯, জে.এল. নং ৫০, মৌজা- মাদ্দা, থানা বেলডাঙা এবং জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীন অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. বেলডাঙা কার্যালয়ে নিবন্ধিত, তার ওপর নির্মিত ভবন সহ, যার সীমানা ও চৌহদ্দি (তল্লাশি প্রতিবেদন অনুযায়ী): উত্তর- অন্যদের জমি, দক্ষিণ- গ্রামের রাস্তা, পূর্ব- অন্যদের জমি, পশ্চিম- অন্যদের জমি। সম্পত্তিটি মোজাম্মেল মল্লিক ও সেখ ইন্তাজুল মল্লিকের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ০৮ ডিসে ২৫	অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৬৭০৩৪৫৭-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১১১০৩৩৩.৬২/- টাকা এবং অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৬৭০৩৪৭৭-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৪৩০২৪.৬৬/- টাকা।	১০.১২.২০২১ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১১,০০,০০০/- (এগারো লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৩৯.	**১. শ্রী মিঠুন ঘোষ** পিতা- সাক্ষী ঘোষ **২. শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ** স্বামী- সাক্ষী ঘোষ উভয়ের ঠিকানা: উত্তরবাহিরগাছা পশ্চিমপাড়া, বাহিরগাছি, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১২৬	কোলাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ১৪ শতক কিছুটা কম বা বেশি, মৌজা- উত্তর বাহিরগাছা, জে.এল. নং ৩৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৫৩৯, প্লট নং ১৭৯৩, থানা নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সীমানা: উত্তর- ফুলমালা বাগ্রায়ার জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট রাস্তা, পশ্চিম- প্রতিমা ঘোষের জমি, পূর্ব- রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী মিঠুন ঘোষের নামে রয়েছে।	ক) ১৫.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১১৬৮৭৩৬২-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৪৭৫০০/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১১৬৮৭৩৩৩-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৫২২২০৮/- টাকা।	০২.০২.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪০.	**১. শ্রী মীর ইব্রাহিম আলী ওরফে মীর আব্রাহিম** পিতা- মীর দারমান আলী **২. শ্রীমতী জাসেদা বিবি** স্বামী- মীর দারমান আলী **৩. শ্রী মীর মইতুর আলী** পিতা- মীর দারমান আলী সকলের ঠিকানা: সৈয়দপুর, কালিয়াচক মালদহ, সুজাপুর- ৭৩২২০৬	কোলাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ৬.৬ শতক কিছুটা কম বা বেশি, মৌজা- সৈয়দপুর, জে.এল. নং ১৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮০১, প্লট নং ৪০৭, থানা কালিয়াচক, জেলা- মালদহ-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সীমানা: উত্তর- ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- মীর ইব্রাহিম আলী, পশ্চিম- আতিউর রহমান, পূর্ব- রাস্তা। সম্পত্তিটি মীর ইব্রাহিম আলীর নামে রয়েছে।	ক) ১৫.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১১৬১৪৫২৯-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৪৮৬৪৯০.১৯/- টাকা এবং লোনঅ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১১৬১৪৫৩২-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৬৬১০/- টাকা।	০৬.০৩.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট ফেসিলিটির আকারে ২২,২৬,০০০/- (বাইশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪১.	**১. শ্রী মিজানুর গাজী** পিতা- মোকসেদ গাজী **২. শ্রীমতী আয়তান বিবি** স্বামী- মোকসেদ গাজী উভয়ের ঠিকানা: স্বরূপনগর, বিশ্বাসপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা- ৭৪৩২৬৬	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ ৩ শতক কম বা বেশি, মৌজা- বনলানী, জে.এল. নং ৩৮, প্লট নং ৩৬৮৮, খতিয়ান নং ২৩৩৪৭, থানা স্বরূপনগরের এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এর অধীন অবস্থিত, তার ওপর অবস্থিত সমস্ত ভবন ও কাঠামো সহ। সম্পত্তিটি মিজানুর গাজীর নামে রয়েছে।	ক) ০৩.০৭.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৪৩৮৮৯১৯৮-এর অধীনে ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২২,৪৮,২১৯.৮০/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৪৩৮৮৯২১৫-এর অধীনে ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৯,৯৬৫.৮৫/- টাকা।	১১.০৭.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট ফেসিলিটির আকারে ১৯,৭০,০০০/- (উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফেসিলিটির আকারে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪২.	**১. শ্রী মোঃ সালাউদ্দীন (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী)** পিতা- ধন মহম্মদ **২. শ্রী ধন মহম্মদ** পিতা- ওমানু মহম্মদ, উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, মানিকপুর, ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পাঁচগাছিয়া এসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০৭.	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ৪ শতক কিছুটা কম বা বেশি, রামগঞ্জ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- মানিকপুর, জে.এল. নং ০১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩, ১১৪ (পুরোনো) এবং ১১২ (নতুন), এল.আর. প্লট নং ৪৬১, থানা ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি ধন মহম্মদের নামে নিবন্ধিত রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০১ নভে ২৫	অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৬৩৬৬৫০৫৮-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৪০১১৯.৮/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৬৩৬৬৫০৬১-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৬৭৪৯১১.৩৫/- টাকা।	২৮.১০.২০১৬ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) আকারে ৬,৪০,০০০.০০/- (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪৩.	**১. শ্রী মুক্তারাম পাল** পিতা- সুফল পাল ঠিকানা: শালঝাড়, খাতুল, গোঘাট, হুগলী, খাতুল- ৭১২৬১১	**কোলাটেরাল সিকিউরিটি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ১৯ শতক কিছুটা কম বা বেশি, মৌজা শালঝাড়, জে.এল. নং ৪১, খতিয়ান নং ১২২২, প্লট নং ২৩২৪, ২৩৪৮, ২৩৫০, থানা গোঘাট, জেলা- হুগলী-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি শ্রী মুক্তারাম পালের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ৩০.০৪.২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৭১৫৩৯৮৮৮-এর অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১৯০০৩১১.৭০/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৭১৫৩৯৮৯৫-এর অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৯৭৬২০০০/- টাকা।	২২.১২.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ২০,০০,০০০/- (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪৪.	**১. মোসাম্মৎ সখিনা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- কাহালা, পোঃ উত্তর লক্ষ্মীপুর, থানা মোথাবাড়ি, জুম্মা মসজিদের নিকটে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩২২০৭ **২. মোঃ রফিজুদ্দীন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- শরাফতটোলা, পোঃ মোথাবাড়ি, থানা মোথাবাড়ি, জুম্মা মসজিদের নিকটে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩২২০৭ ৩. মোঃ আমির হাসান কাদেরী (সহ-ঋণগ্রহীতা) কাহালা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, মোথাবাড়ি, মালদহ, উত্তর লক্ষ্মীপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩২২০৭	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক বাস্তু জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ২.৮৩ শতক, মৌজা উত্তর লক্ষ্মীপুর, জে.এল. নং ৮৮, এল.আর. দাগ নং ২৭৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৪৮, থানা মোথাবাড়ি, জেলা মালদহ-এর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় অবস্থিত, তার ওপর অবস্থিত সমস্ত ভবন ও কাঠামো সহ। সম্পত্তির সীমানা ও চৌহদ্দি: উত্তরে- মনজুর শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৭ ফুট রাস্তা, পূর্বে- কলিমুদ্দীনের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ইমরান আলীর সম্পত্তি।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ১ মে, ২০২৬	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৩৫৯১৮৩০-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২০৩৪৭৮২.৯৩/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৩৫৯১৮৪৩-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৪৭০০.৫০/- টাকা। (অর্থাৎ এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া ২০,৫৯,৪৮৩.৪৩/- টাকা)	১৬.০৬.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের আকারে ১৮,২৬,০০০/- (আঠেরো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪৫.	**১. শ্রী নিলয় সাহা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- নিকমল সাহা কাঞ্চনপল্লী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ৭৩৩১৩৪ **২. শ্রী নিকমল সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কাঞ্চনপল্লী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ৭৩৩১৩৪ **৩. শ্রীমতী চম্পা পোদ্দার** মহেন্দ্রগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৯ **৪. আকাশ পোদ্দার** মহেন্দ্রগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৯	**কোলাটেরাল সিকিউরিটি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ১.১০ শতক কিছুটা কম বা বেশি, মৌজা রায়গঞ্জ, জে.এল. নং ১৫০, এল.আর. দাগ নং ৫৬৪০, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৬৬২, থানা রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর-এর অধীন অবস্থিত, উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি নিলয় সাহার নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৮ ডিসে ২৫	লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২১১০৯৯২৬-এর অধীনে ০৮-ডিসে-২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৮৯৪০৮৩.০২/- টাকা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২১১০৯৯২৭-এর অধীনে ০৮-ডিসে-২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৫৯৬৯.৪৭/- টাকা। (এই পরিমাণের মধ্যে ০৮-ডিসে-২৫ পর্যন্ত প্রযুক্ত সুদ এবং তার পরবর্তী সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	১৬.০৪.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট ফেসিলিটির আকারে ৮,৭৬,০০০/- (আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪৬.	**১. নিখিল কুমার পাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হরিপদ পাল গ্রাম: কালিকাখালি, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর, চণ্ডীপুর, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের নিকটে, থানা চণ্ডীপুর, পিন- ৭২১৬৫৯, পশ্চিমবঙ্গ। **২. শ্রী সোমদীপ সাহু (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহু গ্রাম: কুলডিহা, পোঃ বড়গোকুলপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, কুলডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে, পিন- ৭২১৩০১, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. শ্রীমতী রুম্পা সাহু (সহ-ঋণগ্রহীতা)** যত্নে- সোমদীপ সাহু গ্রাম: কুলডিহা, পোঃ বড়গোকুলপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, কুলডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে, পিন- ৭২১৩০১, পশ্চিমবঙ্গ। **৪. শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহু (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জীবন সাহু, গ্রাম: কুলডিহা, পোঃ বড়গোকুলপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, কুলডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে, পিন- ৭২১৩০১, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ আনুমানিক ৭ শতক, জে.এল. নং ৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৬০, প্লট নং ১১৩৩, মৌজা- কালিকাখালি, থানা চণ্ডীপুর এবং জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর-এর অধীন অবস্থিত, তার ওপর নির্মিত ভবন সহ। সীমানা ও চৌহদ্দি: উত্তর- প্লট নং ১১৩৩, দক্ষিণ- প্লট নং ১১৩৩, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- প্লট নং ১১৩৫। সম্পত্তিটি নিখিল কুমার পালের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৫ খ) ১ মে ২৫	অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৮৫৩১২০৩৬-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ১৬০৮১৫১.৩৯/- টাকা এবং অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৮৫৩১২০৬৫-এর অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৩৪৫২৬.৬৮/- টাকা।	২১.১২.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিটের আকারে ১৪,৩০,০০০/- (চোদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পর্যন্ত।
৪৭.	**১. মিঃ নওসের পাইক** পিতা- কেসমত পাইক বাসস্থানের ঠিকানা: কেউটালী মাঝের পাড়া, সগুনা, উত্তর ২৪ পরগনা, স্বরূপনগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৭৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ৩ ডেসিমেল সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা কেউটালী, জে.এল. নং ১৩, খতিয়ান নং ১৩০৫, প্লট নং ৫০৬, থানা- স্বরূপনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবনের সাথে। সম্পত্তিটি মিঃ নওসের পাইক-এর নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৭-০৪-২০২৬	৯২২০৩০০৪২৬২২০১১ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৫৮৮০৮৪২০/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৪২৬২২০২৪ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৪৫৮৫৪১৮/- টাকা বকেয়া।	০৬.০৮.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ১৫,৫০,০০০/- (পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৪৮.	**১. মিঃ নাজিরুল সেখ** পিতা- জমিরুদ্দিন সেখ **২. মিঃ জমিরুদ্দিন সেখ** পিতা- আজিমুদ্দিন সেখ **৩. মিসেস নাজেফা বিবি** স্বামী- জমিরুদ্দিন সেখ, সকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বসবাস করেন:- শ্রীপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১৬৬	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ৪.৫ ডেসিমেল কম বা বেশি, যা মৌজা শ্রীপুর, জে.এল. নং ৬০, খতিয়ান নং- ৯৭৯৪, প্লট নং ৪৫১৭, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত সমস্ত ভবন ও কাঠামো।	ক) ৯-৭-২০২৬ খ) ৩.৬.২০২৬	৯২৪০৩০০২৯৭৪৮০১৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৫০৫৮২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০২৯৭৪৮০০০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৯৬৭১৪৩.০৫/- টাকা বকেয়া।	৭.৫.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট সুবিধার আকারে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৪৯.	**১. মিঃ নবীর হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- দোমুখা, নায়ারহাট, ময়মার, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ- দোমুখা, নায়ারহাট, বাঁশতলা মসজিদের কাছে, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৫৭	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ১১ ডেসিমেল, যা মৌজা পশ্চিম মোয়ামারী, জে.এল. নং ১৪০, আর.এস. দাগ নং ২৮৯৬ এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৯ (পুরাতন এল.আর. খতিয়ান নং ৭২২ এবং ৭২৩), কোতোয়ালি থানার এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা কোচবিহার-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত সমস্ত ভবন ও কাঠামো। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: আকবর আলীর সম্পত্তির প্লট নং। দক্ষিণে: খাল, সিরাজুল হকের সম্পত্তি। পূর্বে: আগাগর আলীর সম্পত্তি। পশ্চিমে: রাস্তা।	ক) ১১.০৭.২০২৬ খ) ১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০১২৮৪৯০১০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৩৫০৪১০/- টাকা বকেয়া, ৯২৩০৩০০১২৮৪৯০২৭ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৪০০৯৪.২৯/- টাকা বকেয়া, অর্থাৎ মোট বকেয়া ১৩,৯০,৫০৪.২৯/- টাকা (তেরো লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো চার টাকা এবং ঊনত্রিশ পয়সা মাত্র)।	০৩.০৩.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আকারে ১১,৮০,০০০/- (এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫০.	**১. মিঃ নব কুমার সাঁতরা** পিতা- মিঃ গুইরাম সাঁতরা সাং- গ্রাম- রঞ্জিতবাটী **২. মিসেস আল্পনা সাঁতরা** পিতা- নেউল চন্দ্র পন্ডিত, উভয়ের ঠিকানা- গ্রাম- রঞ্জিতবাটী, থানা- খানাকুল, শহর- খানাকুল, পোঃ- রঞ্জিতবাটী, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪১৬।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ৩ ডেসিমেল সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা রঞ্জিতবাটী, জে.এল. নং ৯০, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৫, আর.এস. প্লট নং ৪৯, এল.আর. প্লট নং ৬৮, থানা- খানাকুল, জেলা- হুগলী, চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবনের সাথে। সম্পত্তিটি কুমার সাঁতরার নামে নথিভুক্ত রয়েছে।	ক) ০৯-০৭-২০২৬ খ) ০২ মে ২০২৫	৯২৩০৩০০২১২৩৭৬১৭ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৭১২৮৩১.৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০২১২৩৭৬৬২ নং লোন এ-সি অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৪৬৮৪৯/- টাকা বকেয়া।	১৮/০৪/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) আকারে ৭,০০,০০০.০০/- (সাত লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫১.	**১. মিঃ মুস্তাক আহমেদ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোশারফ হোসেন **২. মিঃ রাজা মুরাদ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোশারফ হোসেন ঠিকানা- ১ নং চৈতল মোল্লা পাড়া, বসিরহাট, পোঃ- আমোদপুর, নিকট- চৈতল রয়্যাল ক্লাব, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪৫৬।	কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ০৭ ডেসিমেল, এল.আর. প্লট নং ৯৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৮ এবং ৫০০, জে.এল. নং ২৭, যা মৌজা- চক আহাম্মেদপুর, থানা- মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. দেগঙ্গা অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবনের সাথে, যার চৌহদ্দি (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):- উত্তরে: একতলা ভবন; দক্ষিণে: রাস্তা এবং গোরস্থান; পূর্বে: ফাঁকা জমি; পশ্চিমে: একতলা ভবন। সম্পত্তিটি মুস্তাক আহমেদ এবং রাজামুরাদের নামে রয়েছে।	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	৯১৭০৩০০২৩১৬৯৩২২ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১১৬০৬১৬.০৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৭০৩০০২৩১৬৯২৮৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৫৯০৬৭.৪৫/- টাকা বকেয়া।	২৫.০২.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫২.	**১. মিঃ নাসিরুদ্দিন মোল্লা** পিতা- আরাফ আলী মোল্লা বাসস্থানের ঠিকানা: কৃষ্ণ নগর, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৩৩১২	কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ৪ ডেসিমেল সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা - বাসন্তী, জে.এল. নং ১৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৪৪, প্লট নং ২১৫, থানা - বাসন্তী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবনের সাথে। চৌহদ্দি: উত্তরে: জালাল আহমেদ লস্করের জমি। দক্ষিণে: ইটের রাস্তা। পশ্চিমে: আব্দুল সরকারের জমি। পূর্বে: ভুন্দুল রায়ের জমি। সম্পত্তিটি নাসিরুদ্দিন মোল্লার নামে রয়েছে।	ক) ১৫-০৭-২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০৬৪৯৯১৮৯৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ২৩৬৮০৬৮৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬৪৯৯১৯০৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৩০৮৩২/- টাকা বকেয়া।	০৯-১১-২০২৩ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ২১,০০,০০০/- (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৩.	**১. মোশাররফ হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সাহাবুদ্দিন সেখ **২. মিঃ সাহাবুদ্দিন সেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বসিরুদ্দিন সেখ উভয়ই যাদবপুর নতুনগ্রাম খাটুয়া, পোঃ খাটুয়া, মুর্শিদাবাদ, নিকট যাদবপুর জুম্মা মসজিদ, পিন- ৭৪২১২২, পশ্চিমবঙ্গ-এ বসবাস করেন।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ৬.৫ ডেসিমেল, জে.এল. নং: ১৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং: ২৫৯৩, এল.আর. প্লট নং ১২৮৮ এর অধীন, যা মৌজা- যাদবপুর, থানা: সাগরদিঘি এবং জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবনের সাথে। চৌহদ্দি: উত্তরে: আইসন সেখ ও অন্যান্য; দক্ষিণে: শরিকুল ইসলাম; পূর্বে: রাস্তা; পশ্চিমে: আনারুল সেখ। সম্পত্তিটি মোশাররফ হোসেনের নামে রয়েছে।	ক) ১১.০৭.২০২৫ খ) ৪ আগস্ট ২০২৫	৯২২০৩০০৬৭২৬২৫১৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৮৭৬১৭৮.৮৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৬৭২৬২৫২৬ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৪৮৬০৮.৫৫/- টাকা বকেয়া।	২/১২/২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ১৮,৫০,০০০/- (আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৪.	**১. মিঃ মুরারি মোহন রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গোপী কৃষ্ণ রায় **২. মিসেস মিতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ উভয়ই গ্রাম- সুবীরচক, আরামবাগ, থানা- গোঘাট, পোঃ- সাতবেড়িয়া, নিকট সাতবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৬১২ ঠিকানায় বসবাস করেন।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ১০ ডেসিমেল, এল.আর প্লট নং ৭৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৩, জে.এল নং ৯০ এর অধীন, যা মৌজা- সুবীরচক, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২৬১২ এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবনের সাথে, যার চৌহদ্দি (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):- উত্তরে: শান্তি গোস্বামীর ভবন দক্ষিণে: বিশ্বজিৎ রায়ের ভবন পূর্বে: মালিকের জমি পশ্চিমে: আরামবাগ থেকে বদনগঞ্জ রাস্তা। সম্পত্তিটি মুরারি মোহন রায়ের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ১৫ এপ্রিল ২০২৬	৯১৮০৩০০১০০৫৮৯৩৭ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ২৭৭১৭৯৭/- টাকা বকেয়া।	২৫.০১.২০১৮ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ১৫,৩০,০০০/- (পনেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৫.	**১. মিঃ নিখিল কুমার দাস** পিতা- অনিল চন্দ্র দাস বাসস্থানের ঠিকানা: ঘোষপাড়া, পঞ্চগ্রাম পাটুনি, বাদকুল্লা, তাহেরপুর, নদীয়া ৭৪১১২১	কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ৭ ডেসিমেল সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা পাটুনি, জে.এল নং ৪৩, খতিয়ান নং ১৬১২, প্লট নং ২১০, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবনের সাথে। সম্পত্তিটি মিঃ নিখিল কুমার দাসের নামে রয়েছে।	ক) ০৯.০৭.২০২৬ খ) ০৭-০৪-২০২৬	৯২২০৩০০২২৫৫৮০৪০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২২৭৬৫৬৫৪৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০২২৫৫৮০৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৪৭১৭৪/- টাকা বকেয়া।	২৮.০৪.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ২০,০০,০০০/- (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৬.	**১. মিঃ নিবাস বর্মন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দেবেন্দ্রনাথ বর্মন **২. মিসেস টুম্পা বর্মন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কালিপদ রায় সরকার উভয়ই বাসস্থানের ঠিকানা- দক্ষিণ কোনাচত্রা, সিতাই, কোচবিহার- ৭৩৬১৩৭	কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ভবন সহ জমি যার আয়তন প্রায় ৮ ডেসিমেল, সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা কোনাচত্রা, জে.এল নং ২৬, এল.আর দাগ নং ৫৫৬৪, এল.আর খতিয়ান নং ৩০৯১, থানা- সিতাই, জেলা- কোচবিহার-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন ও কাঠামোর সাথে। সম্পত্তিটি নিবাস বর্মনের নামে রয়েছে।	ক) ৯.৭.২০২৬ খ) ০১-নভেম্বর-২০২৫	৯২২০৩০০৬২১৪৪৬৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০১-নভেম্বর-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ২৯১২৫.৮/- টাকা বকেয়া এবং ১০২২৯৯৫.৩৫ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০১-নভেম্বর-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১০২২৯৯৫.৩৫/- টাকা বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-নভেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ এবং তার উপর আরও সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	২১-১১-২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধা আকারে ৯,৫০,০০০/- (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৭.	**১. মিঃ নুর ইসলাম মিয়া (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জব্বার আলী মিয়া **২. মিসেস আর্জিনা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- নুর ইসলাম মিয়া উভয়ের বাসস্থানের ঠিকানা: গিতালদহ, মরিচা, বড় মরিচা, বড়মরিচা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা একসাথে মৌজা- আমতলা, পোঃ- বড়মরিচা, থানা- শীতলকুচি, জেলা- কোচবিহার, জে.এল.নং- ০৫৩, খতিয়ান নং- ৮০৪ (আর.এস), ১১২৮ (এল.আর), প্লট নং- ৮৬৩, ৮৭০, আয়তন- ৭ ডেসিমেল, বাস্তু জমি, এর উপর নির্মিত সমস্ত ভবন ও কাঠামোর ফিক্সচার, ফিটিং এবং মাটির সাথে সংযুক্ত সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্ল্যান্ট ও মেশিনারি সহ। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: বড়নাচিনা গ্রাভেল রোডের জমি। দক্ষিণে: ভোলা মিয়ার জমি। পূর্বে: আজিদ মিয়ার জমি। পশ্চিমে: নুর ইসলাম মিয়ার জমি।	ক) ১১.৭.২০২৬ খ) ১-০৫-২০২৬	৯২২০৩০০০৩১৮০৬৪৭ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৭২৪৪১৯.৪৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০০৩১৮০৬৫০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ২৬৫৮২.৯৩/- টাকা বকেয়া।	০৪.০৬.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আকারে ১৫,২৬,০০০/- (পনেরো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৮.	**১. মিঃ নুর হুদা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সাহা হাবিবুর রহমান **২. মিসেস বিবিজান (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বাহাদুর উভয়ের বাসস্থানের ঠিকানা: গাঠিয়াটোল, পোঠিয়া, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ৮ ডেসিমেল, যা মৌজা- বড় খাঁটি, জে.এল. নং ৩৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০৭৭ এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৪০১০, ইসলামপুর থানার এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা- উত্তর দিনাজপুর-এর অধীনে অবস্থিত।	ক) ১১.৭.২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯২৪০৩০০৩৫৫৭১৭৫৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১১৫৪৮৩২.৮৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০৩৫৫৭১৭৬৬ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ২৬৬৮৮.৯৫/- টাকা বকেয়া।	১০.০৬.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আকারে ১০,২৬,০০০/- (দশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫৯.	**১. মিঃ নাজিম মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- এমাদুল মন্ডল গ্রাম- ধনঞ্জয়পুর মসজিদ পাড়া, বেথুয়াডহরী, পোঃ ধনঞ্জয়পুর, ধনঞ্জয়পুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের নিকট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২৬।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার আয়তন প্রায় ১০ ডেসিমেল, এল.আর. প্লট নং ৩০৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৪৬০, জে.এল নং ৮২ এর অধীনে, যা মৌজা- ধনঞ্জয়পুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. বেথুয়াডহরী অফিসে নিবন্ধিত, সাথে এর উপর নির্মিত ভবনের সাথে, যার চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তরে: রাস্তা দক্ষিণে: লাবু মন্ডল পূর্বে: হামিদ মন্ডল পশ্চিমে: এমদাদুল মন্ডল। সম্পত্তিটি নাজিম মন্ডলের নামে রয়েছে।	ক) ১৩.০৭.২০২৬ খ) ১৪ মার্চ ২০২৬	৯২২০৩০০১৫৫১৬৮৪০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৮৭০৬৭৯.৮৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১৫৫১৬৮৫৩ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ২৮০৪২.৭১/- টাকা বকেয়া।	১৪.০৩.২০২২ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট আকারে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬০.	**১. মিঃ নেকচাঁদ দফাদার** **২. মিঃ শাহজাহান দফাদার** সকলেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় বসবাস করেন: বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ, থানা- বড়ঞা, শহর- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পোঃ- বড়ঞা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, ল্যান্ডমার্ক- মসজিদের নিকট, পিনকোড- ৭৪২ ১৩২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ১.৯২৫ ডেসিমেল, যা মৌজা বারাঞ্চা, জে.এল. নং ৫৬, আর.এস. দাগ নং ৭০৭৯ এবং ৭১১৭ এবং এল.আর. দাগ নং ৫৫৮২ এবং ৫৬২২ এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৭৬২, বড়ঞা থানার এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত সমস্ত ভবন ও কাঠামোর সাথে।	ক) ১০-০৭-২০২৬ খ) ১ মে, ২০২৬	৯২৪০৩০০১৭৫২৮৮৫৪ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ১৯,১০,২২৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০১৭৫২৮৮৬৭ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এনপিএ-এর তারিখ অনুযায়ী ৪৭৫০০/- টাকা বকেয়া, অর্থাৎ মোট বকেয়া ১৯,৫৭,৭২৫/- টাকা (উনিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র)।	২১.০৩.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আকারে ১৭,৫০,০০০.০০/- (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬১.	**১. মিঃ নির্ময় সরকার** **২. মিঃ সুবোধ সরকার** সকলেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় বসবাস করেন: গ্রাম + ওয়ার্ড নং- ১০, পোঃ- মাথাভাঙা, জেলা- কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, শহর- মাথাভাঙা। জেলা- কোচবিহার, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, ল্যান্ডমার্ক- নবজীবন সঙ্ঘের নিকট, পিন- ৭৩৬১৪৬	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ০.০৪ একর, যা মৌজা পাঁচগড়, জে.এল. নং ১২০, আর.এস. দাগ নং ৪৫৭৬ এবং এল.আর. দাগ নং ৫২১৪ এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৬৮, কোতোয়ালি থানার এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা কোচবিহার-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে এর উপর নির্মিত সমস্ত ভবন ও কাঠামোর সাথে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: সাধারণ পথ। দক্ষিণে: নগেন মজুমদারের জমি। পূর্বে: রঞ্জন রায় চৌধুরীর জমি। পশ্চিমে: দিনেশ্বর বর্মনের জমি।	ক) ১০-০৭-২০২৬ খ) ১১-০৪-২০২৬	৯২০০৩০০৬৭০৪০৫০০ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ২৮-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১০৩৯৪৮৭.১৬/- টাকা বকেয়া (৫-১১-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ) এবং ৯২০০৩০০৬৭০৪০৫২৬ নং লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৩১৯৮৮/- টাকা বকেয়া (৫-১১-২০২৫ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ)।	১২.১০.২০২০ তারিখের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী ওভারড্রাফ্ট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আকারে ১০,০০,০০০.০০/- (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করুন, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত নোটিশ পাওয়ার পর, কোনো ঋণগ্রহীতা সিকিউরড পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তার কোনো সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সিকিউরড সম্পদগুলি খালাস করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি (SARFAESI) অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফেসি (SARFAESI) অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮)-

যেখানে সিকিউরড পাওনাদারের বকেয়া পরিমাণ এবং তার দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে বা ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সিকিউরড সম্পদ হস্তান্তরের জন্য জনসাধারণের বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে দরপত্র বা কোটেশন আহ্বানের আগে যে কোনো সময় সিকিউরড পাওনাদারকে প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে (i) সিকিউরড পাওনাদার কর্তৃক সিকিউরড সম্পদগুলি ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যাবে না; এবং

(ii) যদি এই উপ-ধারার অধীনে উক্ত পরিমাণ প্রদানের আগে সিকিউরড পাওনাদার কর্তৃক সিকিউরড সম্পদগুলি ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে, তবে উক্ত সিকিউরড পাওনাদার কর্তৃক সিকিউরড সম্পদগুলি ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

তারিখ: ১০-১০-২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

প্রাধিকৃত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

ঘোষবাড়ির পুজোয় আজও বেঁচে অবিভক্ত বাংলার স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ৩৫০ পেরিয়েও ম্লান হয়নি ঐতিহ্যের আলো, ঘোষবাড়ির পুজোয় আজও বেঁচে অবিভক্ত বাংলার স্মৃতি। ইতিহাসের পাতা বদলেছে, বদলেছে সময়। দেশভাগের কাঁটাতার পেরিয়ে দুই বাংলার ভূগোল আলাদা হয়েছে। কিন্তু বসিরহাটের ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও যেন সেই পুরনো বাংলার স্মৃতি অমলিন। সাড়ে ৩৫০ বছর ধরে চলে আসা এই বনেদি বাড়ির পুজো আজও ধরে রেখেছে প্রাচীন রীতি, আতিথেয়তা এবং মিলনমেলার পরম্পরা। অবিভক্ত বাংলার সময় থেকেই ঘোষবাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন। কথিত আছে, পুজোর টানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই বাড়িতে আসতেন। পুজোর কয়েকটা দিন একসঙ্গে থাকা, খাওয়া এবং উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই ছিল রীতি। প্রজন্ম বদলেছে, সময় বদলেছে, কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ভিতটুকু এখনও অটুট। আজও প্রাচীন রীতি মেনে পুজোয় হয় পাঠা বলি। বলির মাংস প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য থাকে বিনামূল্যে প্রসাদের আয়োজন। পাত পেড়ে একসঙ্গে বসে খাওয়ার সেই পুরনো রীতিই যেন ফিরিয়ে আনে হারিয়ে যাওয়া বাংলার পুজোর দিনগুলি। তবে ঘোষবাড়ির পুজো শুধু আচার-অনুষ্ঠানে আটকে নেই। পুজোর দিনগুলিতে নাচ, গান, আবৃত্তি-সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমে ওঠে বাড়ির আঙিনা। বনেদি বাড়ির আদলে মণ্ডপ, প্রতিমায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের এমন মেলবন্ধনই এই পুজোকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। পুজো উদ্যোক্তা লাল্টু ঘোষের কথায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁরা এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাই ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজো তাঁদের কাছে শুধুই পুজো নয়, এ এক জীবন্ত ইতিহাস। যে ইতিহাসে আছে অবিভক্ত বাংলার স্মৃতি, আছে আতিথেয়তা, সংস্কৃতি এবং মানুষে মানুষে মিলনের বার্তা। সেই টানেই আজও দেশ-বিদেশের বহু মানুষ পুজোর দিনগুলিতে হাজির হন বসিরহাটের এই বনেদি বাড়িতে।

জমি জটে আটকে নির্মাণ কাজ, বেহাল অবস্থায় কুনুর সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ সংলগ্ন কুনুর ব্রিজ। ব্রিজের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় বিপদ। কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ ও দোমরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে কুনুর নদী। আর তার উপর দিয়েই প্রায় ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া কুনুর ব্রিজের অবস্থা বর্তমানে বেহাল। কোথাও পিচ উঠে গিয়েছে। আবার কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে। আতঙ্কের মধ্যেই প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন যাতায়াত করছে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ সংলগ্ন কুনুর ব্রিজ দিয়েই। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিজ। যার উপর দিয়ে গিয়েছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক। ব্রিজের বেহাল দশা নিয়ে ক্রমশই ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার মানুষের ও গাড়ির চালকদের। পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের উপর কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ এলাকায় কুনুর নদীর উপর রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছরের বেশি সময় ধরেই ব্রিজটির পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রতিদিন ছোট-বড় অসংখ্য গাড়ি এই ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে চললেও ব্রিজের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার ব্রিজটির মেরামতির কাজ হয়েছে। কিন্তু সাময়িক মেরামতির পর কিছুদিন কাটতেই ফের দেখা দিয়েছে পুরনো সমস্যা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, জোড়াতালি দিয়ে আর কতদিন চলবে এই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, এই ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পণ্যবাহী গাড়ি, যাত্রীবাহী যান স্কুল কলেজ পড়ুয়া এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। ফলে ব্রিজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগের পরিবেশ। ব্রিজের দুর্বল অংশ দ্রুত সংস্কার বা স্থায়ীভাবে নতুন পরিকাঠামো তৈরি না হলে বড়সড় বিপত্তির আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তবে পুরনো ব্রিজের সমস্যা মেটাতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নতুন উদ্যোগ। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, কুনুর ব্রিজের পাশেই নতুন সেতু তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছে পূর্ত দপ্তর। সেই জমিতেই নতুন ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের হবে। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ গড়াই বলেন, ‘চরম ভয়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। যখন জল বারে তখন ভয়ে যাতায়াত করা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি, ব্রিজ হবে। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কখন ভেঙে পড়বে কোনো ঠিক নেই। নতুন ব্রিজ হলে সকলেরই সুবিধা হবে।’ কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত জানিয়েছেন, ‘ব্রিজ নির্মাণের সমস্ত নকশা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ শেষ করা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করেছে পূর্ত দপ্তর। সামান্য কিছু জমি জট রয়েছে। সেটা মিটে গেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। জমি দাতাদের সাথে আলোচনা করে বৈঠকের মাধ্যমে সব জট কাটিয়ে দ্রুত ব্রিজের কাজ শুরু হবে।সমস্ত কাজ পূর্ত দফতরের অধীনে হবে।’ বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, ‘ব্রিজটি একদিনে বসে যায় নি। অনেকদিন আগেই বসে গিয়েছে। যখন ব্রিজটা বসে গিয়েছিল সেই সময় বিরোধী দল বিজেপিতে থাকাকালীন আমি ও কর্মী সমর্থকরা প্রথম আন্দোলন করেছিলাম। এবার আমরা যত দ্রুত সম্ভব ওই বেহাল ব্রিজের পাশে একটি ব্রিজ নির্মাণ করার কাজ শুরু করব।’ তিনি আরও জানান, ‘তিন লেনের একটি ব্রিজ হবে। তার সাথে পানাগড়, মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কেরও সম্প্রসারণ হবে। এরফলে ওই সড়কে দুর্ঘটনার পরিমান কমে যাবে। পূর্ত দপ্তর টেন্ডার করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। প্রশাসনিক পদক্ষেপ শুরু হয়ে গিয়েছে।’

শারদোৎসবের প্রাক্কালে সংস্কৃতির উৎসব পালন নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শারদোৎসবের প্রাক্কালে উৎসবের আবহে মাতল আরামবাগের নেতাজি মহাবিদ্যালয়। প্রাক দুর্গাপুজো উপলক্ষে কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় আনন্দঘন পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীদের বর্ণময় পরিবেশনা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ এবং উৎসবের আনন্দকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ, পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক তথা কলেজের সভাপতি বিমান ঘোষ এবং নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ রায়। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

অনুষ্ঠান শেষে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনা এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘অনুষ্ঠানটি ছিল অসাধারণ, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়! প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর সুন্দর পরিবেশনা এবং কলেজের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। এই সুন্দর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং কলেজের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা।’ অন্যদিকে, পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে এধরনের উদ্যোগের ইতিবাচক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ রায়ের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর সার্বিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি অন্যমাত্রা পায়। সবমিলিয়ে এদিন প্রাক দুর্গা পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি কাঁকসার পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ক্রমশ বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। আর তার জেরে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মীদের। বকেয়া দাবি দাওয়া নিয়ে বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা। ফলে বাধ্য হয়ে এবার রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়ে ‘পেন ডাউন’ ও ধর্না কর্মসূচি পালন করছেন অস্থায়ী কর্মীরা। রাজ্য জুড়ে প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার এবং কাঁকসা ব্লকে মোট ২২ জন কর্মী এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে গড়িয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা অস্থায়ী কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কাঁকসা ব্লক অফিসের একপাশে বসে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, সমকাজে সমবেতন এবং কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান। ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী উত্তম বাগ জানান, ‘সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভিআরএস, ভিএলই এবং এসটিপি বিভাগে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীরা যৌথ মঞ্চের আহ্বানে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। তার অভিযোগ, যে পরিমাণে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়, সেই তুলনায় বেতন মিলছে না। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই অল্প টাকায় সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়েপড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া মেলেনি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’ গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী প্রিয়াঙ্কা কোনার বলেন, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনজন করে অস্থায়ী কর্মী থাকেন, যাদের কাঁধে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশাসনিক কাজের ভার সঁপে দেওয়া হয়। কিন্তু কাজের চাপ অনুপাতে বেতন না পাওয়ায় এবং দিনদিন মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় তারা তীব্র আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই তাদের আবেদন, রাজ্য প্রশাসন যেন দ্রুত তাদের এই মানবিক সমস্যার সমাধান করে। অন্যদিকে, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী নীলাঞ্জন বর্ধন জানান, পঞ্চায়েতগুলিতে অনেকে ১০ থেকে ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। বাম আমল, তৃণমূল সরকার থেকে শুরু করে বর্তমানে বিজেপি সরকারে তারা পরিষেবা দিয়ে আসছেন। কিন্তু ন্যায্য পাওনা মেলেনি। এদিকে আন্দোলনের জেরে পঞ্চায়েতি কাজকর্মে যে প্রভাব পড়ছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ। তিনি জানান, তাদের পঞ্চায়েতের তিনজন অস্থায়ী কর্মী এনআরইজিএস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামলান। ফলে আন্দোলন চলার কারণে পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হচ্ছে। উপপ্রধান আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই কর্মীদের ন্যায্য দাবির কথা বিবেচনা করবে এবং তারা দ্রুত কাজে ফিরবেন।’

ঝাড়গ্রাম পুরসভায় বামফ্রন্টের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: স্বাভাবিক নাগরিক পরিষেবার দাবিতে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম পৌরসভায় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা বামফ্রন্টের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানযোগ্য কোনও পদক্ষেপ নিতে নিতে না পারায় ঝাড়গ্রাম পৌরসভা এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। পুরকর নিয়মিত দেওয়া সত্ত্বেও তারা নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদে নিয়োগ হচ্ছে না। পৌরসভায় মোট স্থায়ী কর্মচারী পদের সংখ্যা ১৪৯। কিন্তু বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১৭। আবার ন্যূনতম মজুরি না দিয়েই অস্থায়ী কর্মচারীদের কাজ করানো হচ্ছে, এক্ষেত্রে কোর্টের রায় মান্যতা পাচ্ছে না। ইতিপূর্বে যে সমস্ত ঠিকাদার পৌর কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেছে, তারা তাদের কাজের টাকা পাচ্ছেন না। ফলে পৌর এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট মেরামত, স্ট্রিট লাইট সচল করা, আবর্জনা অপসারণ, ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ও মশা নিধন তেল স্প্রে করার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এজন্য মোট ২৫ দফা দাবি নিয়ে জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে শুক্রবার পৌরসভার নির্বাহী আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইয়ের রাজ্য নেতা বিপ্লব ভট্ট, জেলা নেতা বিকাশ ষড়ঙ্গি, গুরুপদ মণ্ডল, সিপিএমের রাজ্য নেতা তাপস সিনহা, জেলা নেতা প্রদীপ সরকার, ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ব্যানার্জি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ছবি দাস, স্বপন বিশুই, প্রশান্ত দাস, কল্যাণ চক্রবর্তী।

বদলেছে দিন, তবুও মহালয়ার ভোরে রেডিওর বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রত্যেক বছর মহালয়ার দিন ভোরবেলা রেডিওতে মহিষমর্দিনী শোনার জন্য শেষ মুহূর্তের ভিড় দেখা গেল রেডিওর দোকানে। হুগলির উত্তরপাড়ার ডানকুনির রঘুনাথপুর বাজারের অশোক দার রেডিওর দোকানে গিয়ে দেখা গেল তিনি খুব ব্যস্ত রেডিও সারাই করতে। তিনি জানালেন, ৪৫ বছর ধরে দোকান করেছেন তখন থেকে রেডিও মেরামত করেন আবার পার্টস দিয়ে রেডিও বানিয়ে বিক্রি করেন। তিনি আরও জানান, ‘এখনও লোকেরা রেডিও ভুলে যায়নি, এখনও অনেক বাড়িতেই রেডিও চলছে। এখনও রেডিওর বিকল্প নেই। যতই টিভি চলুক, সেই জন্যই তো এখনও মহালয়ার আগে রেডিও সারাতে আমার দোকানে আসেন সাধারণ মানুষ।’ এই দোকান করেই তিনি সংসার চালাচ্ছেন। তাঁর দুই কন্যা সন্তান। বড় কন্যা বিবাহিত। ছোট কন্যাকে কষ্ট করে সিএ পড়াচ্ছেন। ছোট মেয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে পড়াশোনার জন্য। এক কাস্টমার বলেন, ‘এখনও রেডিওর বিকল্প নেই। মহালয়া রেডিওতে শোনার জন্য রেডিওটা ঠিক করতে অশোক বাবুর দোকানে এসেছি। রেডিও ছাড়া ভাবাই যায় না।’ এরকম অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বাসিন্দারা এসে রেডিও সাড়াই করছেন অশোক বাবু ওরফে অশোক মাঝির দোকানে।

বাঁকুড়ায় গাঁদা চাষ বৃদ্ধি

হিমঘর ও শস্যবিমা চালুর দাবি চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা রাজ্যের সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাতেও গাঁদা ফুলের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। জেলার শহরগুলিতে ফুলের দোকান যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি গাঁদা ফুলের চাষও ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর থেকে শিল্পাঞ্চল বড়জোড়া, জয়রামবাটি থেকে শালতোড়া প্রায় সর্বত্রই গাঁদাফুলের চাহিদা ও চাষ বাড়ছে। জেলায় গাঁদা চাষ রুজি রোজগারের পথ হয়ে উঠছে। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর, রানিবাঁধ ও সারেঙ্গার মতো কাঁকুরে মাটির এলাকাগুলিতে গাঁদা চাষে সাফল্য এসেছে। রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুরাগাড়ি গ্রামের বাসিন্দা গণেশ সিং সর্দার গাঁদা ফুল চাষ করে নজির গড়েছেন। গণেশ সিং সর্দার জানান, এক বন্ধুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ভৈরববাঁকি নদী ও জলাধার এলাকায় ১০ কাঠা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে গাঁদা চাষ শুরু করে ছিল সে। প্রথম বছরেই সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ২০ হাজার টাকার বেশি মুনাফা পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তার। তাই এক বন্ধু জয়ন্ত পাঠককে সঙ্গে নিয়ে চলতি বছরে গাঁদা চাষের পরিধি আরও বেশ কয়েক বিঘা বাড়িয়েছেন তারা। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৮০- ৯০ কেজি মতো ফুল তোলা হয়। রাইপুর, রানিবাঁধ, ফুলকুসমা, শিলদা, মটগোদা, সারেঙ্গা, সিমলাপাল ও তালডাংরার মতো স্থানীয় বাজারে এই ফুলের ব্যাপক চাহিদা। এই বাজারগুলোতেই তাদের ফুল বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে। প্রতি কাঠা জমিতে গাঁদা চাষ করতে খরচ হয় ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। গাঁদা ফুল সারা বছর বিক্রি হলেও জৈষ্ঠ্য মাসের পর থেকে ফুলের বাজার দর ব্যাপক হারে বাড়ে। এ সময় ফুলের দাম কেজি প্রতি ১০০ টাকায় পৌঁছায় যায়। এখন প্রতিটি পূজায়, বিয়েবাড়ি ও শুভ অনুষ্ঠানে ব্যাপক হারে গাঁদা ফুল ও তার মালা ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। জয়ন্ত পাঠকের বক্তব্য, ‘জলের সুবিধা থাকলে জেলার যে কোনও মাটিতে সারা বছরই গাঁদা চাষ করা সম্ভব। অল্প পুঁজির এক অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা।’ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় কেবল ধান ও সবজির প্রথাগত চাষের বাইরে বেরিয়ে জয়ন্ত ও গণেশ গাঁদাফুল চাষে নজির সৃষ্টি করেছে। তাঁদের এই উদ্যোগ এখন এলাকার অন্য বেকার যুবকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, জেলার কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকেও গাঁদা ফুল চাষে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে। বিষ্ণুপুর ব্লকের প্রকাশ কৃষি সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে গুমুট, পানরডাঙর, উলিয়াড়া, নিমারডাঙা, নারায়ণপুর, প্রকাশ ইত্যাদি গ্রামের মহিলাদের গাঁদা ফুল চাষে স্বনির্ভর করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকাশ কৃষি সমবায় সমিতির তথ্য অনুসারে ‘নাবার্ড’-এর আর্থিক সাহায্যে ও বাঁকুড়া জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে উলিয়াড়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৬০ জন মহিলাকে হাতে-কলমে পদ্মফুল চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ দেন বিষ্ণুপুর মহকুমার সহ-কৃষি অধিকর্তা এবং বিষ্ণুপুর ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তা। এই প্রশিক্ষণ নেওয়া গুমুট গ্রামের শ্যামলী বারিক ও রিঙ্কু কর, প্রকাশ গ্রামের শোভা ভাণ্ডারিরা বলেন, বছরের কোন কোন সময়, গাঁদার কোন জাতের চারা জমিতে বসানো দরকার এবং পরিচর্চা কিভাবে করতে হবে জেনে চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন। গত ২০১৯-২০ সালে উলিয়াড়া গ্রামের দুলি বাগদিকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এক বিঘা জমিতে তিনি গাঁদা ফুল চাষ করে ভাল লাভ করেছিলেন। এখনও গাদাঁ চাষ করে চলেছেন। তার দেখে আরও অনেক মহিলাই গাঁদা ফুল চাষে নেমেছেন। বিষ্ণুপুর ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তার মতে, উলিয়াড়া পঞ্চায়েতের মাটি এবং আবহাওয়া গাঁদা ফুল চাষের উপযোগী। প্রায় ৪০ হেক্টর জমিতে গত ১৫-২০ বছর ধরে বিকল্প অর্থকরী ফসল হিসাবে গাঁদা ফুলের চাষ হয়ে আসছে। ‘আতমা’ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাঁদা ফুলের চারা, ওষুধ ও অণু-খাদ্য দেওয়া হয়। গাঁদাফুল চাষিদের বক্তব্য, ‘জেলার বাজারগুলিতে সাধারণত কেজি প্রতি গাঁদাফুলের পাইকারি দাম ৮০ থেকে ৯০ টাকা এবং আড়াই ফুটের ২০টি মালা বিক্রি করে ২৫০- ৩০০ টাকা দামও পাওয়া যায়। ধান ও আলু ইত্যাদি ফসলের সঙ্গে গাঁদা ফুল চাষও এলাকায় অন্যতম অর্থকরী ফসল হয়ে উঠেছে। গাঁদাফুল চাষিরা ফুল সংরক্ষণের জন্য একটি হিমঘর এবং ফুল চাষকে শস্যবিমার আওতায় আনার দাবি তুলেছেন।

1st Round 250 PUJO

- SIMLA SPORTING CLUB
- BRINDABAN MATRI MANDIR
- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- DUM DUM PARK SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- SARKAR BAGAN SAMMILITA SANGHA
- WELLINGTON NAGARIK KALYAN SAMITY
- ULTADANGA KARBAGAN SARBAJANIN DURGOTSAB COM
- DUM DUM TARUN DAL
- ULTADANGA JAGARANI SANGHA
- SOVABAZAR BENIATOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- TALTALA SARBAJANIN SARADIYA PUJA COMMITTEE
- SARBOJANIN SREE SREE DURGOTSAV COMMITTEE
- MANIKTALA ANCHALIK SAMITY
- HINDUSTHAN VOLUNTEERS
- NEWTOWN BC BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAB COMMITTEE
- HARIDEVPUR ADARSHA SAMITY
- HINDUSTHAN PARK SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- KESTOPUR PRAFULLA KANAN POSCHIM ADHIBASI BRINDA
- DHAKURIA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- BEHALA CLUB SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- SANTOSHPUR TRIKON PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- SHYAMA PALLY SHYAMA SANGHA
- VIVEKANANDA PARK ATHLETIC CLUB
- BAGHAJATIN VIVEKANANDA MILAN SANGHA
- HAZRA PARK (KOL POURA KARMACHARI SARBOJANIN)
- JODHPUR PARK SARADIYA UTSAB COMMITTEE
- NETAJI COLONY LOWLAND SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- BAKUL BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB
- BAGHAJATIN TARUN SANGHA
- GARIA SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE NABADURGA
- AVIJAN GANDHI COLONY
- KANUNGO PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- BARISHA NETAJI SANGHA
- TARUN MATRI SEVAK SAMITY
- GARIA BAISHNABGHATA DURGOTSAB JATRA SURU SANGHA
- 2 NO. SREE COLONY PUJA COMMITTEE
- NETAJI NAGAR (SUPERVISION OF NN BASTUHARA SAMITY)
- KOLAHAL GOSTHI
- SANGHA SAKTI CLUB
- DHAKURIA SAHID NAGAR SARBAJANIN DURGAUTSAV
- SELIMPUR PALLI SARBAJANIN
- RAMNAGAR AZAD HIND YUBAK SANGHA
- BHOWANIPUR 75 PALLI
- NEWLAND PUJA COMMITTEE
- SODEPUR SARBOJANIN DURGOTSAV
- VIDYASAGAR CENTRAL CLUB
- FALGUNI SANGHA
- SUKANTA PARK DURGOTSAB COMMITTEE
- RAJENDRA LAL STREET SADHARAN DURGOTSAB COMMITTEE
- BAGHBAZAR PALLY PUJA-O-PRADARSHANI
- CIT ROAD BAROWARI
- SADANGA DURGOTSAV SAMITI
- BHAGABATI PARK DURGA PUJA COMMITTEE
- YUBA BRINDA
- SURIR BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- HARI NATH DE ROAD BAROWARI DURGOTSAV
- UTTAR KALIKATA SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- DUMDUM PARK TARUN SANGHA PUJA COMMITTEE
- KANKURGACHI MILAN MELA SAMITY
- NETAJI SPORTING CLUB
- ULTADANGA SANGRAMI
- PHOOLBAGAN SARBOJONIN DURGOTSAV PARICHALON SAMITY
- SHYAM SQUARE SARBOJANIN DURGA PUJA O PRADARSHANI
- GOLAGHATA SAMMILANI
- KUMARTULI PARK SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- MASTERDA SMRITI SANGHA
- CHOREBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- NATUNPALLY PRADEEP SANGHA
- MANICKTALA CHALTABAGAN LOHAPATTY DURGAPUJA
- SIKDAR BAGAN SADHARAN DURGOTSAV
- TALA BAROWARI DURGOTSAV SAMITY
- BELEGHATA SANDHANI
- PAIKPARA ADI SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- MALL PALLY PUJA COMMITTEE
- LAKETOWN ADHIBASIBRINDA
- HATIBAGAN NABINPALLY
- RAIL PUKUR PAR SARBOJANIN SRI SRI DURGAPUJA SAMMILANI
- ORGANISED BY RAIL PUKURUNITED CLUB
- DARJEEPARA SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- SARBOJANIN DURGOTSAB SIMLA BAYAM SAMITY
- ULTADANGA BIDHAN SANGHA
- DUMDUM PARK YUBAK BRINDA
- CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- PRAFULLAKANAN SARBOJANIN DURGOTSAV
- AUROBINDA SETU SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- SHYAMBAZAR NABIN SANGHA
- NIRVIK SANGHA PUJA COMMITTEE
- YUBA SANGHA
- WARD 1 SADHARAN DURGOTSAV (JAGAT MUKHERJEE PARK)
- BAGUIATI UDAYAN SANGHA
- ULTADANGA PALLYSHREE
- SWAPNAR BAGAN YUBAK BRINDO
- TALA PRATTOY
- KADAPARA SARBOJANIN DURGATSAV COMMITTEE
- HATIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- YUBA SANGHA RAGHUNATHPUR
- LALABAGAN NABANKUR
- SHYAMBAZAR PALLI SANGHA
- DARPANARAYAN TAGORE STREET PALLY SAMITY(POSTA)
- HATKHOLA GOSSAINPARA SARBOJANIN DURGOUTSAV SAMITY
- PURBA KALIKATA SARBOJANIN DURGOTSAB
- BELIAGHATA 33 NO.PALLI BASHI BRINDA
- KASHI BOSE LANE DURGA PUJA SAMITY
- JORABAGAN TAPAN SMRITI SANGHA
- DHOPARMATH KRISHNA PALLY SORBOJONIN DURGATSAV
- JORASANKO SADHARAN DURGOTSAV SAMITY
- IB BLOCK WELFARE ASSOCIATION
- THE BIDHANNAGAR GD BLOCK RESIDENTS' ASSOCIATION
- SALTLAKE FE BLOCK RESIDENTS' ASSOCIATION
- FD BLOCK SARBOJANIN PUJA COMMITTEE
- AE BLOCK SAMAJ KALYAN SANGHA
- EC BLOCK RESIDENTS' ASSOCIATION
- AD BLOCK RESIDENTS CLUB DURGAPUJA COMMITTEE
- BC BLOCK RESIDENTS ASSOCOATION DURGA PUJA
- CA BLOCK CITIZENS' ASSOCIATION
- BK BLOCK PUJA COMMITTEE
- AG BLOCK DURGA PUJA COMMITTEE
- NEWTOWN CA BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- NEWTOWN SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITI
- NEWTOWN DURGA PUJA COMMITTEE
- NEWTOWN DB BLOCK SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- ROYDIGHI YUBAK SANGHA
- 7ER PALLY SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEE
- 22 PALLY SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- KIDDERPORE SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- BIDHAN NAGAR SOUTH ATHELETICS CLUB
- BOSEPUKUR PARIJAT CLUB SARBOJANIN DURGAPUJA
- KALYAN CHAKRA AVIJATRI
- ALIPORE SARBOJANIN
- HOSSENPUR SARBOJANIN DURGOTSAV
- THAKURPUKUR STATE BANK PARK SARBOJANIN
- KENDUA SHANTI SANGHA DURGA PUJA COMMITTEE
- 74 PALLI SARBOJANIN DURGOTSAV KHIDDERPORE
- SANTOSHPUR LAKEPALLY
- SHAKUNTALA PARK NETAJI SANGHA
- TILAKNAGAR SARBAJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- 41 PALLY CLUB
- CHAKRABERIA SARBOJANIN DURGOTSAV
- SURUCHI SANGHA
- 95 PALLY SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- BEHALA FRIENDS
- RUPCHAND MUKHERJEE LANE SARBOJANIN DURGOTSAV
- PALLY MANGAL SAMITY
- PURBACHAL SARBOJANIN DURGA PUJA
- YUBA SANGHA DURGA PUJA COMMITTEE
- KAMDAHARI JAGRATA SANGHA
- VIVEKANANDA SPORTING CLUB HARIDEVPUR
- PURBACHAL UDAYAN SANGHA
- PURBACHAL SAKTI SANGHA
- LAKE GARDENS PEOPLES ASSOCIATION
- HALTU NANDIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- B.L.SAHA ROAD SARBOJONIN DURGOTSAV(JUGAJATRI)
- TOLLYGUNGE SANTIPALLY PUJA SAMITY
- BARISHA SHAKTI SANGHA
- KAMDAHARI PURBAPARA SAMITY (GARIA PANCHA DURGA)
- PURBACHAL SARBOJANIN DURGOTSAB(EAST)
- CHETLA SARBASADHARANER DUR PRASANNAMOYEE GHAT
- NABAPALLI SANGHA SARBOJANIN DURGOTSAB
- BALLYGUNGE CULTURAL ASSOCIATION
- BOSEPUKUR TALBAGAN SARBOJANIN
- PUTIARY CLUB SARBOJANIN DURGOTSAB
- BEHALA DEBDARU FATAK SARBOJANIN DURGOTSAB
- BEHALA SREE SANGHA
- KUMARTULI SARBOJANIN DURGOTSAV
- AMHERST ROW SARBOJANIN DURGOTSAB
- GOURI BERIA SARBOJANIN DURGOTSAB-O-PRADARSHANI
- MITALI KANKURGACHI
- PATHURIA GHATA PANCHER PALLI SARBOJANIN DURGOTSAB
- SWADHINATA DIBAS UTSAB UDJAPAN SAMITI
- NALIN SARKAR STREET SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- AHIRITOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- JORABAGAN CHHATRA SANGHATI
- KANKURGACHI JUBAK BRINDA
- BELEGHATA SARKAR BAZAR VIVEKANANDA SANGHA
- PALLIR YUBAK BRINDA
- ASHUTOSH DEY LANE TARUN SANGHA
- KARMI SANGHA BARANAGAR
- HALSIBAGAN SABRBOJANIN
- BOWBAZAR 47 PALLY MILANSREE WELFARE SOCEITY
- MADHAB DAS LANE KALI DAS SPORTING CLUB
- TANGRA GHOLPARA SARBOJANIN DURGAUTSAB
- SURA SPORING CLUB
- NETAJI TARUN SANGHA
- GOPAL NAGAR SARBOJANIN DURGOTSAB
- NETAJI SARAK ANCHALIC ADHIBASI BRINDA
- PALLY UNNAYAN SAMITY PASCHIM PUTIARY
- SAHAPUR MITALI SANGHA
- FRIENDS AND ASSOCIATES
- PRAGATI SANGHA
- 71 PALLI SARBOJONIN DURGOTSAB SAMITY
- BEHALA YOUNG MEN'S ASSOCIATION
- BASDRONI EKATA DURGOTSAV COMMITTEE
- ADI BALLYGUNGE SARBOJONIN DURGA PUJA PARISHAD
- MAHAMAYAPUR SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITI
- UNNAYANI SANGHA
- ALOKEDUT BIBEK PALLI
- SONALI PARK SPORTS AND CULTURAL SOCIETY
- GOPAL DOCTOR ROAD JUBAK SANGHA
- RAIPUR CLUB
- SAHAPUR SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEE (EAST)
- LAKE YOUTH CORNER
- BHOWANIPUR MUKTADAL
- 97 PALLY (CHANDITALA) SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- NANDANA YUBA SANGHA

Digital Partner — বাংলা বলছে
Outdoor Partner — image ad
Event Management — PHOENIX
Food & Beverage Partner — Spices & Sauces
Event Organiser — wide angle
National Telecast Partner

অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর তদন্তে গোয়া পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: চলচ্চিত্র অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর গোয়ার পানাজি থানার পুলিশ শুক্রবার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। এই মামলায় গোয়া পুলিশ নানা পাটেকরের নিকটাত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই মামলাটির তদন্তকারী আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, অভিনেতার মৃত্যুর পর পানাজি থানায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৯৪ নম্বর ধারায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ভোরে নানা পাটেকর তাঁর বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে শুরু করে হাসপাতালে পৌঁছনো এবং সেখানে মৃত ঘোষণার সময়কাল পর্যন্ত পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখবে পুলিশ। কারণ, গোয়ার মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসক পানাজি থানায় ফোন করে অভিনেতার মৃত্যুর বিষয়ে তথ্য জানিয়েছিলেন। সে সময় মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে

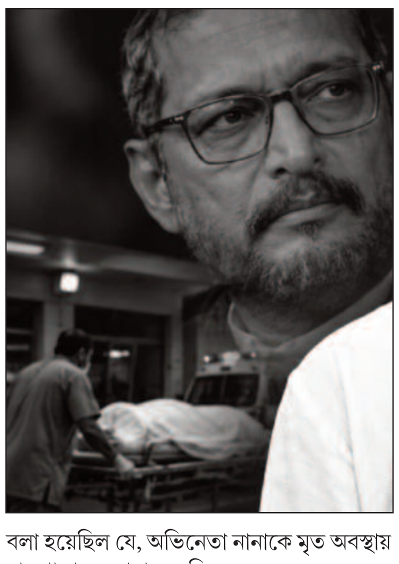

বলা হয়েছিল যে, অভিনেতা নানাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোরে নানা পাটেকর হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং এ দিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুণের দোনজেতে বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে শেষ বিদায় জানান।

শেষকৃত্যের পর নানা পাটেকরের ছেলে মলহার পাটেকর বলেন, 'আজ নানাসাহেব যেমন চলে গেছেন, আমাদের সবাইকে একদিন শারীরিক ভাবে চলে যেতে হবে। কিন্তু নানাসাহেবের মতো একজন মানুষ কখনও কোথাও যান না, তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকেন। নানাসাহেব সবসময় আমার সঙ্গেই আছেন।' মলহার পাটেকর এও বলেন, 'নানাসাহেবের একমাত্র ভাবনা ছিল- মানবতার নামে একত্রিত হই এবং বিশ্বের উন্নতির জন্য কাজ করি। মহারাষ্ট্রে শুরু হওয়া এই সমাজসেবামূলক কাজ এখন সারা দেশে পৌঁছে গেছে। এই কাজকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করার স্বপ্ন ছিল নানাসাহেবের। আমরা এখন সেই পথেই যাত্রা অব্যাহত রাখব।'

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতার পদকজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করা তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহ দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী ও পদক জয়ী প্রতিযোগীদের সঙ্গে শুক্রবার নতুন দিল্লিতে তাঁর সরকারি বাসভবন ৭ লোককল্যাণ মার্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁদের এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য তিনি প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী তরুণ প্রতিভাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের এই সাফল্য দেশের অন্যান্য যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। পরে সামাজিক মাধ্যমে এই বৈঠকের কিছু বিশেষ মুহূর্ত ও ছবি শেয়ার করে প্রতিযোগীদের সাফল্যের প্রতি নিজের সন্তোষ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, যুবসমাজকে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ভারতের তরুণ শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় নানাকে

পুণে, ৯ অক্টোবর: প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকরকে পুণের কাছে দোনজে গ্রামে তাঁর ফার্ম হাউজে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হল। পুলিশ গার্ড অব অনার দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফার্ম হাউজে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। প্রিয় অভিনেতাকে শেষ একবার দেখার জন্য দোনজেতে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়।

নানা পাটেকরের প্রয়াণে মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নানা পাটেকর গোয়ার ডোনা পাওলায় তাঁর বাসভবনে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তা বিফলে যায়। নানা পাটেকরের দেহ বিমানে গোয়া থেকে পুণে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁর দেহ দোনজের ফার্ম হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে শেষ একবার দর্শনের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ সেখানে পৌঁছান। পাশাপাশি, নানা পাটেকরকে শেষ বিদায় জানাতে রাজনীতি ও চলচ্চিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দোনজেতে পৌঁছান। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ নানা পাটেকরের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার, মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল, রামদাস আঠাওয়ালে, সুনীল তটকরে, মাধুরী মিসাল, বিধায়ক গোপীচাঁদ পদলকর, অর্জুন খোটকর, রূপালী চাকণকর, সদাভাউ খোট এবং উদয় সামন্ত-সহ বহু নেতা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াত অভিনেতাকে। এছাড়া, অভিনেতা মকরন্দ অনাসপুরে, নাগরাজ মঞ্জুলে, নীনা কুলকার্নি, প্রবীণ তরডে, সুরেশ ওয়াডকর, পুরুষোত্তম বের্ডে, সুশান্ত শেলার এবং লেখক অরবিন্দ জগতাপের পাশাপাশি 'নাম' ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

২০ কেজির বেশি সোনা উদ্ধার, ধৃত চিনের ৩ নাগরিক

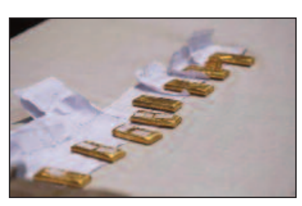

কাঠমাণ্ডু, ৯ অক্টোবর: নেপাল পুলিশ কাঠমাণ্ডুর বুধানীলকণ্ঠ এলাকা থেকে ২০ কেজিরও বেশি সোনা উদ্ধার করেছে। উপত্যকা অপরাধ তদন্ত কার্যালয় থেকে পাঠানো পুলিশের বিশেষ দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায়। তাতেই উদ্ধার হয়েছে সোনা। এর পাশাপাশি চিনের ৩ জন নাগরিককেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার মধ্যে ১১ কেজি সোনা প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে? অন্যদিকে, ১০ কেজির বেশি সোনা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই বিপুল পরিমাণ সোনা পাচারের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত উদ্ধার হওয়া ওই সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত চিনের ৩ জন নাগরিককেও পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আইআইটি বম্বের হস্টেলে গ্যাস লিক-আগুন, অগ্নিদগ্ধ ৫

মুম্বই, ৯ অক্টোবর: মুম্বইয়ের পাওয়াই এলাকায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (আইআইটি বম্বে) ৬ নম্বর হস্টেলে বৃহস্পতিবার রাতে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক করে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় দুই শিশু-সহ ৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাওয়াই থানার এক পুলিশ আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে আইআইটি বম্বের ৬ নম্বর হস্টেলে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক হয়। এর পর হঠাৎই আগুন লেগে যায়। এর ফলে আশপাশে থাকা ৫ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অংশ অহিরওয়ার (১২), তহজীব আলম (৯), ঈশ্বর সিং (৩৭), শিবকুমার সিং (৩৪) এবং অনিলকুমার যাদব (২৩)। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ৪ জনকে সেখান থেকে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কস্তুরবা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছেঊ অন্য আরেকজনের চিকিৎসা রাজাওয়াড়ি হাসপাতালেই চলছে। চিকিৎসকদের মতে, আপাতত সকলের অবস্থাই স্থিতিশীল।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তারপর কুলিং (শীতলীকরণ) প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে গ্যাস লিক হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ময়দান

আইএসএলে খেলার ইচ্ছা ভোজিনহার, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সই করা জার্সি উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের দক্ষতায় নজর কেড়েছিলেন কাবো ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে পরিচিতি পাওয়ার পর এবার তাঁর আগ্রহ ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে। সুযোগ পেলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) খেলতে চান তিনি। শুধু তাই নয়, কলকাতার ফুটবল উন্মাদনা নিজের চোখে দেখারও ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে আরও জানতে চান কাবো ভার্দের এই তারকা গোলরক্ষক। আর সেই আগ্রহ থেকেই ফুটবল সংক্রান্ত নানা বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত শতদ্রু দত্তের। কথোপকথনের শেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য বিশেষ উপহারও দিয়েছেন ভোজিনহা।

বৃহস্পতিবার রাতে শতদ্রু দত্তের সঙ্গে নৈশভোজে বসেছিলেন ভোজিনহা। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ফুটবল। কলকাতার বাসিন্দা শতদ্রুর কাছ থেকে শহরের ফুটবল সংস্কৃতি, সমর্থকদের আবেগ এবং দেশের ফুটবলের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জানতে চান কাবো ভার্দের গোলরক্ষক। ভারতের ফুটবল নিয়ে তাঁর কৌতূহল যে যথেষ্ট, কথাবার্তাতেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শতদ্রু কলকাতায় থাকেন শুনেই শহরের ফুটবলপ্রেম সম্পর্কে জানতে চান ভোজিনহা। তিনি বলেন, 'আপনি তো কলকাতায় থাকেন। শুনেছি, ওখানে ফুটবল খুব জনপ্রিয়। ভারতের কথাও শুনেছি। তাই আপনার কাছে আরও জানতে চাই।' কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ থেকেই বোঝা যায়, ভারতীয় ফুটবলকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

উত্তরে শতদ্রু কলকাতার ফুটবলপ্রেমের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, শহরের মানুষের কাছে ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, আবেগেরও বিষয়। পাশাপাশি রাজ্যের নতুন সরকারের ক্রীড়াক্ষেত্রে আগ্রহের কথাও ভোজিনহাকে জানিয়েছেন তিনি। শতদ্রুর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফুটবলের পাশে থাকার কথা বলেছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁও প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এই আলোচনা থেকেই রাজ্যে ফুটবলের উন্নয়ন নিয়ে সরকারের আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন ভোজিনহা।

নৈশভোজের আলোচনায় উঠে আসে আইএসএলের প্রসঙ্গও। ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানার পর সেখানে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কাবো ভার্দের গোলরক্ষক। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আইএসএলে খেলতে তাঁর আপত্তি নেই। অর্থাৎ, ভারতীয় ফুটবল নিয়ে তাঁর আগ্রহ শুধু দর্শক হিসেবে খেলা দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ দেশের ক্লাব ফুটবলের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাও ভাবাচ্ছে তাঁকে।

তবে আপাতত কলকাতায় এসে শহরের ফুটবল পরিবেশ চাক্ষুষ করাই তাঁর অন্যতম আকর্ষণ। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ভোজিনহার কাছে কলকাতার ফুটবলপ্রেম যে আলাদা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে, তা তাঁর কথাতেই পরিষ্কার। ভারতের ফুটবল সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ পেয়ে সেই আগ্রহ আরও বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভোজিনহার এই আগ্রহের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তাঁর বিশেষ উপহারও। বর্তমানে চিলির ক্লাব কোলো-কোলোর হয়ে খেলেন কাবো ভার্দের এই গোলরক্ষক। দেশের হয়ে তিনি এক নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামলেও ক্লাবের হয়ে তাঁর জার্সি নম্বর ২৯। সেই জার্সিতেই সই করে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য পাঠিয়েছেন তিনি। উপহারের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমার বন্ধু স্যার শুভেন্দুর জন্য।'

ফুটবল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহের কথা শুনেই এই উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভোজিনহা। শতদ্রু দত্তের মাধ্যমে জার্সিটি পৌঁছে যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

ডার্বিতে কেন এমন লজ্জার হার, হাবাসের কৌশলেই কি গলদ? ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতায় উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭-২ গোলে পঞ্জাব এফসিকে উড়িয়ে দিয়ে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দাপুটে জয়ের রেশ কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল লাল-হলুদ শিবিরকে? বৃহস্পতিবার মোহনবাগানের কাছে ডার্বি হারের পর সমর্থকদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্নই। যে দল কয়েক দিন আগেই প্রতিপক্ষের জালে একের পর এক গোল করেছে, সেই দলের এমন অসহায় আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা কী? প্রশ্ন উঠছে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল নির্বাচন এবং ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়েও।

নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণাত্মক ফুটবল নজর কেড়েছিল। কিন্তু ডার্বিতে সেই ছন্দের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। আগের ম্যাচে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়া দলের একাধিক ফুটবলারকে প্রথম একাদশে না রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন হাবাস। জাতীয় দলের হয়ে খেলে ফেরার পরেও আনোয়ার আলিদের প্রথম থেকে মাঠে নামানো হল না। বড় ম্যাচের মতো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে এমন সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, ম্যাচের পরতে পরতে স্পষ্ট হয়ে গেল, ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ সামলানোর ক্ষেত্রে আনোয়ারের অনুপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলেছে।

এডমুন্ড লালরিন্ডিকার ওপরেও প্রত্যাশা ছিল প্রচুর। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন তিনি। সেই স্মৃতি থেকেই হয়তো এদিনও তাঁর ওপর বাড়তি ভরসা রেখেছিলেন হাবাস। তার ওপর ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেরার পর এডমুন্ডের আত্মবিশ্বাসও ছিল তুঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা ডেভিড লালসাঙ্গহাকে প্রথম একাদশে না রেখে এডমুন্ডকে খেলানোর সিদ্ধান্ত কাজে এল না। মাঠে কার্যত নিষ্প্রভ দেখাল তাঁকে। প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ তৈরি করা তো দূরের কথা, নিজের পরিচিত ছন্দেই ফিরতে পারলেন না গত ডার্বির অন্যতম নায়ক।

তবে ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা শুধু একজন বা দু'জন ফুটবলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা দলকেই যেন আত্মবিশ্বাসহীন দেখাচ্ছিল। মহম্মদ রশিদ চেষ্টা করলেও মাঝমাঠে সেই চেষ্টা থেকে প্রত্যাশিত ফল আসেনি। রামিরেজ, বিপিন সিং এবং জিকসন সিংয়ের পারফরম্যান্সও হতাশ করল। বলের দখল ধরে রাখা, আক্রমণ গড়ে তোলা কিংবা প্রতিপক্ষের গতিতে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে বারবার পিছিয়ে পড়ল লাল-হলুদ।

ম্যাকলুনকে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ইউ-টার্ন মহামেডানের, কে হচ্ছে নতুন কোচ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ নিয়োগ ঘিরে ফের তৈরি হল অনিশ্চয়তা। গত মাসেই ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্রিটিশ কোচ জেমস প্যাট্রিক ম্যাকলুনের নাম ঘোষণা করেছিল কলকাতার সাদা-কালো শিবির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর দলের দায়িত্ব নিতে দেখা যাবে না। সরকারি ভাবে কোচের নাম ঘোষণা করা হয়ে গেলেও ম্যাকলুনের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ক্লাবের অন্দরের খবর, ব্রিটিশ কোচকে নিয়ে আর এগোতে চাইছে না মহামেডান। যদিও এই সিদ্ধান্তের পিছনে অন্য যুক্তি তুলে ধরছেন ক্লাব কর্তারা। তাঁদের দাবি, ম্যাকলুনের তুলনায় আরও ভালো মানের কোচের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। সেই কারণেই নতুন করে কোচ নিয়োগের পথে হাঁটছে ক্লাব।

মহামেডানের সভাপতি গজল জাফর জানিয়েছেন, কোচ নিয়োগ নিয়ে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না সমর্থকদের। কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন কোচের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বাতিল
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কতৃক পূর্বে প্রকাশিত সিনি. ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ই-টেন্ডার নং - ২৪৬_২০২৬-২৭, তারিখ ০৫.১০.২০২৬, এতদ্বারা বাতিল করা হল।
(HWH-381/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No-11/DDB/2026(VB-G RAM G)
MemoNo-2417/DDB/2026
Dated-07/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 11(Eleven) no of work closed on 15.10.2026 at 06.55 PM and 1(one) no of NOQ closed on 01/10/2026 at 6.55 PM
Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Block Development Officer
Dubrajpur Development Block ,Birbhum

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Canning Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte, invites online e-NIT No.06 of 2026-2027. Tender Id :- 2026_WBPWD_5078506_1. Bid submission start and end date 12.10.2026 from 11:00 A.M. 19.10.2026 up to 11:00 A.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- (Prabir Chakraborty), Assistant Engineer, Canning Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T18863(1)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌর নিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে "১ বছরের জন্য বিভিন্ন ইউএইচঅ্যান্ডডব্লিউসি এবং পলিক্লিনিকে ক্লারিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ক্লিনিং স্টাফ সরবরাহ (২য় কল)" কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ https//www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪.১০.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার নোটিশ নং : ডব্লিউবি-এইচএমসি/টিএন/হেলথ/১৭৮/২৬-২৭ তারিখ ০৭/১০/২০২৬
৮৯(১)/২৬-২৭
৯.১০.২৬
সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-3 of
e-RfP No.: 05/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1039700_1,
e-RfP No.: 06/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1039701_1
&
e-RfP No.: 07/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1039702_1
For details regarding the Corrigendum-1 of above mentioned e-RfPs, please visit both websites. (KMDA-604)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18840(1)/2026

OFFICE OF THE
KAMPA CHAKLA GRAM PANCHAYAT
Chatribati, North 24 Paraganas
NOTICE INVITING TENDER
NIT No.: 928/KCGP/2026, Dated: 09/10/2026
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of 1 (one) no. of work.
NIT No.: 929/KCGP/2026, Dated: 09/10/2026
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 (two) nos. of work. Bid Submission Start Date: 09.10.2026. Bid Submission End Date: 28.10.2026 For details visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Assitant
Kampa Chakla Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D., invites online e-NIT No. 16 of 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5078344_1, 2026_WBPWD_5078344_2, 2026_WBPWD_5078344_3, 2026_WBPWD_5078344_4, 2026_WBPWD_5078344_5, 2026_WBPWD_5078344_6. Bid submission start date: 07.10.2026 from 06.30 PM. Bid submission end date: 12.10.2026 upto 10.00 AM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D.
ICA- T18852(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কতৃক পূর্বে প্রকাশিত সিনি. ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ই-টেন্ডার নং - ২৪৫_২০২৬-২৭-তে সংশোধনী। কাজের বিবরণ পূর্বে প্রকাশিতের পরিবর্তে "হাওড়া ডিভিসন : সিনিয়র ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ঠিকাদারদের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) ও গ্যান্ট্রি ব্যবহার করে টিএসআর(পি) -২৯.৮৬১ টিকিমি; স্থানসমূহ - এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই আপ - ১.৩৬৫-১.৯৬৫ = ০.৬ কিমি, আপ ২.০০০-২.৭৪৩ = ০.৭৪৩ কিমি - আরইভি ২-২.৬২ = ০.৬২ কিমি; এইচডব্লুএইচ-এসআরসি ডাউন - ১.১৭-১.৬২৫ = ০.৪৫৫ কিমি; বিএলওয়াই-বিডিসি আপ - ২৫.০১-২৯.১৭ = ৪.১৬ কিমি; বিডিসি-কেডব্লুএই ডাউন - ১৭.১৪৪-২০.০৩৪ = ২.৮৯ কিমি, ডাউন ৯.০০০-১০.২১৫ =১.২১৫ কিমি, ডাউন ১১.৯৯২-১৪.৬০৪ =২.৬১২ কিমি; কেডব্লুএই-এজেড ডাউন - ১৪২.০০-১৪৮.০০ = ৬.০০ কিমি, ডাউন ১৫০.০০-১৫৩.০০ = ৩.০০ কিমি; কেএএন-এসএনটি ডাউন - ২৭.০২২-৩০.২৯৪ = ৩.২৭২ কিমি, ডাউন ২৯.০৬৩-৪১.৯১৪ = ২.৮৫১ কিমি, কেএএন-এসএনটি আপ - ৭০.২৪-৭০.৯৩ = ০.৬৯ কিমি; এসএনটি-এনএইচটি আপ - ৭০.৯৩-৭১.৬৮৩ = ০.৭৫৩ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" পড়তে হবে। উক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
(HWH-380/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following eN.I.T. bearing no. WBMAD/MM/NIT-03e/2026-27(2nd Call), Date: 09.10.26. Details of Tender will be available from the website https://wbtenders.gov.in Municipal website www.madhyamgrammunicipality.org. Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- Executive Officer
Madhyamgram Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named **"Providing manpower for day-to-day operation of 02 Nos. automatic Passenger Lifts installed at KIT Annex Building under GC Avenue Electrical Section, PWD."** Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-15 of 2026-27, **Tender ID : 2026_WBPWD_5078534_1.** Bid submission end date (online) for the job is 04.11.2026 upto 1:30 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division.
ICA- T18861(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সুচনা

আজ মহালয়া

এস ডি সুব্রত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে শারদীয় দুর্গাপূজা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব বর্তমানে সর্বজনীন রুপ লাভ করেছে । মহালয়া থেকে দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা পৌঁছে যায় সনাতন ভক্তবৃন্দের কাছে । সনাতন ভক্তদের নিকট মহালয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মহালয়া শব্দটির অর্থ মহান আলয় বা আশ্রয়। এক্ষেত্রে দেবী দুর্গাই হচ্ছেন সেই মহান আলয়। মহালয়া থেকে দুর্গাপূজার দিন গণণা শুরু হয়ে যায়। মহালয়ার ছয় দিন পরেই আসে মহাসপ্তমী। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীকে আরাধনা করেছিলেন লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধারের অভিলাষ নিয়ে। শরতের এই পূজাকে দেবীর অকাল বোধন বলা হয়। কারণ শ্রীরামচন্দ্র পূজাটি করেছিলেন অকালে, অসময়ে। আসল দুর্গাপূজা হলো বসন্তে ।বসন্তের দুগাপূজকে বাসন্তী দুর্গাপূজা বলা হয়। শোনা যায় সুরথ রাজা এই আসল পূজাটি করেছিলেন বসন্ত কালে। কোন শুভ কাজ করতে গেলে প্রয়াত পূর্বজনসহ সমগ্র জীব জগতের জন্য তর্পণ করতে হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এটাই বিশ্বাস।

পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করতে হয়। এর পোশাকি নাম ‘তর্পণ”। তর্পণ মানে সন্তুষ্ট করা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের আশায় বুক বেঁধে এমনই করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্মাবলম্বী কোটি কোটি মানুষ মহালয়ার প্রভাতে তিন গন্ডুষ জলের অঞ্জলি দিয়ে আসছেন। পুরাণে বলা আছে মহালয়ার দিনে, দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করার দায়িত্ব পান। ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত কোন মানুষ বা কোন দেবতার পক্ষে মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব ছিল না। ফলত অসীম ক্ষমতাশালী মহীষাসুর তার ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত হয়ে ওঠে। একে একে দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে। অঘোষিত ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হয়ে ওঠার বাসনা তাকে পেয়ে বসে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ত্রয়ী তখন বাধ্য হয়ে মিলিতভাবে মহামায়ার রূপে অমোঘ নারী শক্তি সৃষ্টি করলেন। দেবতাদের দান করা দশটি অস্ত্রে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা সুসজ্জিত হয়ে উঠেন। নয় দিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে মহিষাসুরকে পরাজিত ও হত্যা করলেন। মহালয়া হচ্ছে সেই দিন যেদিন দেবী দুর্গা এই মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনার দিনটিকেই মহালয়া হিসেবে উদযাপন করা হয়। দুর্গাপুজা বাঙালিদের কাছে বড় উৎসব। মহালয়ার দিন থেকেই পুজার ভাব চলে আসে বাঙালিদের মনে। হিন্দুশাস্ত্র মতে কথিত রয়েছে যে, মহালয়ার দিনই অসুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়েছিলেন দেবী দুর্গা। এই বিশেষ দিনে মহিষাসুরকে বধ করে অসুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে এবং শুভ শক্তির আরাধনায় তাই মহালয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মহালয়ার দিন গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেওয়া বা তর্পণের রীতি রয়েছে। কালো তিল আর কুশ সহযোগে পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

মূলত দুর্গা পূজার সূচনা মহালয়া দিয়ে হলেও মহালয়ার সঙ্গে কিন্তু দেবীপুজোর কোনো মিলই নেই। তবে মহালয়া মানে তিন পুরুষের আত্মা শান্তির জন্য একটা বিশেষ দিন। এদিন ভোরে তর্পন করা হয়। গঙ্গায় গিয়ে তিন পুরুষের আত্মার শান্তি কামনায় জল ও তিল দিতে হয়। আর মহালয়া থেকে শুরু হয় প্রতিপদ, প্রথমা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এসব। আর তারপরই দেবীর অকাল বোধন। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, জীবিত ব্যক্তির পূর্বের তিন পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোকে বাস করেন। এই লোক স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। পিতৃলোকের শাসক হলেন মৃত্যুদেবতা যম। তিনিই সদ্যমৃত ব্যক্তির আত্মাকে মর্ত্য থেকে পিতৃলোকে নিয়ে যান। পরবর্তী প্রজন্মের একজনের মৃত্যু হলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের একজন পিতৃলোক ছেড়ে স্বর্গে গমন করেন এবং পরমাত্মায় লীন হন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে উঠে যান। এই কারণে, কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তির পূর্ববর্তী তিন প্রজন্মেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে থাকে। মহালয়া যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা এক অমোঘ বিশ্বাস । যা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের ধারনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।